বিষাদ-সিন্ধু !!!

উদ্ধার পর্ব্ব।

 AD-SINDHU !!

PART—II

মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।

ময়মনসিংহ।

ঢাকযন্ত্রের—ম্যানেজার শ্রীউমাকান্ত রক্ষিত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৪ সন।

বিষাদ-সিন্ধু !!

প্রথম প্রবাহ

অশ্ব ছুটিল। হোসেনের অশ্ব বিকট চিৎকার করিতে করিতে শিমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আবদুল্লা জেয়াদ, অলিদ, প্রভৃতি অশ্ব লক্ষে অবিশ্রান্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতীক্ষ্ণ তীর অশ্ব-শরীর, ভেদ করিয়া পার হইল না, কিন্তু শোণিতের ধার ছুটিল। কে বলে পশুর হৃদয়ে বেদনা নাই? কে বলে মানুষের জন্য পশুর প্রাণ কান্দিয়া উঠে না?—মানুষের ন্যায় প্রাণ ফাটিয়া যায় না? অশ্ব ফিরিল। কিছু দূর যাইয়া শর সংযুক্ত শরীরে হোসেনের দুলদুল সিমারের পশ্চাৎ গমন হইতে ফিরিল। তীর চলিতেছে। এখন অশ্বের বক্ষে গ্রীবাদেশে, তীক্ষ্ণতর তীর ক্রমাগত বিন্ধিতেছে; কিন্তু অশ্বের গতি, মুহূর্ত্ত জন্যে থামিতেছে না। মহাবেগে প্রভু হোসেনের শির শূন্য দেহ সন্নিধানে আসিয়া, পদ হইতে স্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে পদ পর্য্যন্ত নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লইয়া, আবার মস্তক লক্ষে ছুটিবার উদ্যোগ করিতেই বিপক্ষগণে নানা কৌশলে অশ্বকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হোসেনের অশ্ব সকলি দেখিতেছে, বোধ হয় অনেক বুঝিতেও পারিতেছে। ধরা পড়িলে তাহার পরিণাম দশা কি হইবে তাহাও বোধ হয় ভাবিতেছে। প্রভু হোসেন যে, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন; সেই পৃষ্ঠে প্রভুহন্তা কাফেরগণকে লইয়া—আজীবন পাপের বোঝা বহন করিতে হইবে, একথা কি সেই প্রভু ভক্ত বাকশক্তি—হীন পশুর অন্তরে

উদয় হইয়াছিল ? সিমারের দিকে আর ছুটিল না। হোসেনের মৃত শরীর নিকটেও আর রহিল না। বাধা, কৌশল, অতিক্রম করিয়া মহা বেগে হোসেনের শিবিরাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। সকলেই দেখিল দুলদুলের চক্ষু, জলে পরিপূর্ণ।

আবদুল্লা জেয়াদ, মারিয়ান, ওমর, এবং আর আর যোধগণ অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হোসেন শিবিরাভিমুখে বেগে ছুটিল। শিবির মধ্যে বীর বলিতে আর কেহ নাই। এক মাত্র জয়নাল আবিদিন। হোসেনের উপদেশক্রমে পরিজনেরা, জয়নালকে বিশেষ সাবধানে, গোপনভাবে রাখিয়াছেন। হাস্নেবানু, কাসেম দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বলন্ত হুতাসনে, শোণিতের আহুতি দিতেছেন। সখিনা মৃত্যু পতির পদ প্রান্তে ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া অচেতন ভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন। যিনি যেখানে যে ভাবে রহিয়াছিলেন তিনি সেই ভাবেই আছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নীরব। চতুর্দ্দিকে নীরব! কিন্তু আকাশ, পাতাল, বায়ু ভেদ করিয়া যে একটি রব হইতেছে, বোধ হয় শোক তাপ পিপাসায় কাতর প্রযুক্ত এতক্ষণ কেহই সে শুনিতে পান নাই। সাহরে বানুর মন, চক্ষু, কর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে। হঠাৎ শুনিলেন। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আবার স্পষ্ট শুনিলেন। বন, উপবন, গগন, বায়ু, পর্ব্বত, প্রান্তর ভেদ করিয়া শব্দ হইতেছে, হায় হোসেন! হায় হোসেন!! হায় হোসেন!!!

সাহরেবানুর মোহতন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মুখে বলিয়া উঠিলেন হায়! একি হইল ? কি ঘটিল ? কে বলিতেছে ? চতুর্দ্দিক হইতে কেন রব হইতেছে ? ও রব কেন হইতেছে ? হায়! হায়! কি নিদারুণ কথা! হায়! হায়! আবার সেই রব! আবার সেই অন্তর ভেদী রব ———.

একি কথা! যে সকল পবিত্র বসন, পবিত্র অস্ত্র ভক্তি সহকারে অঙ্গে ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কি কোন সন্দেহ হইতে পারে ? হায়! কপাল গুণে কি পবিত্রতার মাহিত্ম আজ জগত হইতে সরিয়া পড়িল!! ঐ যে অশ্ব পদ শব্দ! কে শিবিরাভিমুখে আসিতেছে ? কাহার অশ্ব ? হায়রে! এ কাহার অশ্ব ? সাহরেবানু শিবির দ্বার দেশে যাইতেই রক্ত মাখা শরীরে, হোসেনের অশ্ব সিবিরে প্রবেশ করিল। ভগ্নি ? কপাল পুড়িয়াছে। আমাদের

কপাল পুড়িয়াছে দেখ, অশ্ব দেখ, দুলদুলের তীর সংযুক্ত শরীর দেখ, রক্তের প্রবাহ দেখ। বলিতে বলিতে সাহরেবানু অচেতন ভাবে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। আর আর পরিজনেরা শূন্য পিঠ দুলদুল—সমস্ত শরীর শরে জর জর দেখিয়া, মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ,—কেহ হত চেতন অবস্থায় বিকট চিৎকার করিয়া অচেতন ভাবে ধরাশায়ী হইলেন। দুলদুল কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। হোসেনের প্রিয়তর অশ্ব প্রাণ, বায়ু সহিত মিশিয়া অনন্ত আকাশে চলিয়া গেল।

এদিকে মারিয়ান, ওমর, অলিদ, জেয়াদ আর আর যোধগণ উগ্র মূর্ত্তিতে, বিকট শব্দে কৈ জয়নাল? কোথা সখিনা? নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বীর শরীর কাঁপিয়া গেল। কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য!

বীরবর অহাবের খণ্ডিত শরীর, কাসেমের—মৃত্যু শয্যা,—হোসেনের অশ্ব, ত্তিগত প্রাণা সখিনার পতি ভক্তির চিহ্ন দেখিয়া, মরিয়ান একদৃষ্টে সখিনার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মৃত কি জীবিত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সখিনাদেবী স্বামি-পদ দুখানী বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া যেন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। স্বামি-দেহ বিনির্গত পবিত্র শোণিতে পবিত্র দেহ রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

মারিয়ান আর একটু অগ্রসর হইলেন। সখিনাকে ধরিয়া তুলিবেন আশায়ে হস্ত বিস্তার করিতেই যেন মৃত শরীরে হঠাৎ জীবাত্মার আবির্ভাব হইল। যেন স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল মর্ত্তে আসিয়া সখিনার কাণে কাণে বলিয়া গেলেন; সখিনা! তুমি না সাধ্বী সতী! পর পুরুষ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত, এখনও স্বামি চিন্তা! এখনও স্বামি শোক? অবলা অবয়ব পর পুরুষের চক্ষে পড়িলে মহাপাপ। নিজে দেখিলেও ঐ পাপ। তুমি বীর দুহিতা, বীর-জায়া, ছি ছি, সখিনা! ছি ছি! সাবধান হও!

সখিনা, ত্রস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। সম্মুখে চাহিতেই দেখিলেন অপরি-চিত যোধ সকল চারদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, যে যাহা পাইতেছে লইতেছে।

হঠাৎ দুলদুল প্রতি দৃষ্টি পড়িল। মৃত্তিকায় শায়িত, সমুদয় অঙ্গে তীর বিদ্ধ, তীর সকল শরীরে বিদ্ধ হইয়া কত মৃত্তিকা সংলগ্নে, কত শরীরোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি শরের মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইয়া শ্বেত অশ্ব, প্রায় লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। সখিনা এক দৃষ্টে অশ্ব প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। চক্ষু ঊর্দ্ধে উঠিল মুখ ভাব ভিন্ন হইল। সজোরে কাসেমের কটিদেশ হইতে খঞ্জর লইয়া মহারোষে বলিতে লাগিলেন। ওরে! কাফেরগণ! সেই সাহসে শিবিরে আসিয়াছিস? ওরে! সেই সাহসে অত্যাচার করিতে আসিয়াছিস? অরে! আমরা অসহায়া, সেই সাহসে? আমরা নিরাশ্রয়া,অরে! সেই সাহসে? ভুলিলাম! ভুলিলাম! এখন কাসেম ভুলিলাম! ভুলিলাম কাসেম! তোমায় এখন ভুলিলাম। নারী জীবনের উদ্দেশ্য দেখাইতে তোমারে ভুলিলাম কাসেম। ঐ পিতার অশ্ব। সমুদয় অঙ্গে তীর বিদ্ধ। অথচ মৃত্তিকায় শায়িত। আর কি? আর আশা কি? সখিনার আর আশা কি? কাসেম চাহিয়া দেখ। একবার চাহিয়া দেখ। সখিনার হস্তে তোমার খঞ্জর!!

মারিয়ানকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন। রে বিধর্ম্মী কাফের! দূর হও! সখিনার সম্মুখ হইতে দূর হও। ঐ দেখ্! যদি ঈশ্বর যথার্থ চক্ষু দিয়া থাকে তবে ঐ দেখ্! শূন্যে চাহিয়া দেখ্! সেই সাহানা বেশ। সেই শত্রু অস্ত্রে আঘাতিত হইয়া সাহানা বেশ। চণ্ডালে অমৃতে আশা? এই বলিয়া হস্তস্থিত খঞ্জর সুকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়া পৃষ্ঠ পার করিয়া দিলেন। "হায়রে রোধীর ধারা।" খঞ্জরের অগ্রভাগ বহিয়া২ শোণিতের ধার ছুটিল। সখিনা কাসেমের মৃত্যুদেহ পার্শ্বে অর্দ্ধ মুকুলিত ছিন্ন লতার ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন।

মারিয়ান নিস্তব্ধ অন্য অন্য সৈনিকগণ যাঁহারা সখিনার;—সাধ্বী সতী সখিনার কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিলেন তাঁহারা নিস্তব্ধ। স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। এক পদ ভূমিও অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইলেন না।

মারিয়ান বলিতে লাগিলেন ভ্রাতাগণ! হোসেন পরিবার প্রতি কেহ কোন প্রকারে অত্যাচার করিও না। সাবধান! কেহ কোন কথা মুখে আনিও না। স্বচক্ষেই দেখিলে। কি অসীম সাহস! কি অসীম ক্ষমতা। কি আশ্চর্য্য! ইহাদের মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইল। বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখ, এখন সেই এক অনির্ব্বচনীর অপূর্ব্ব ভাব। দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহারা সন্তোষ

সহকারে কোথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছে। দুঃখের চিহ্ন মাত্র মুখে নাই। বিয়োগ, শোক, বেদনার নামও যেন অন্তরে নাই। সকলের হাতেই এক২ খানি শাণিত অস্ত্র। তরবারী খঞ্জর, কাটার, ছোরা, যে যাহা পাইয়াছে লই-য়াছে। ধন্যরে আরবীয়নারী! তোমরাই ধন্য! পতি পুত্র-বিয়োগ-বেদনা ভুলিয়া সমর সাজে সক্র সম্মুখিন। ধন্য তোমরা! ভ্রাতাগণ! আমাদের বীরত্বে ধিক! অস্ত্রে ধিক! নারিহস্তে. অস্ত্র দেখিয়া কি আর এসকল অস্ত্র হস্তে ধরিতে ইচ্ছা করে? ইহারা আমাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করুক বা না করুক আমরা কিছুই বলিব না। ছি ছি! অবলা কুলস্ত্রীর সহিত যুদ্ধ করিতে অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করি নাই। ভ্রাতাগণ! তোমরা আর কোন কথা বলিও না সকলেই স্বস্ব অস্ত্র কোষে আবদ্ধ কর। যাহা বলিবার আমিই বলিতেছি।

মারিয়ান অবনত শিরে বলিতে লাগিলেন। সাধ্বীসতী দেবীগণ! আমরা মহারাজ এজিদের আজ্ঞাবহ এবং চির অনুগত দাস। মহারাজ আদেশে আমরাই কার বালা ক্ষেত্রে হোসেনের বিপক্ষে যুদ্ধে আসিয়াছিলাম। এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আমরা জয়লাভ করিয়াছি। আমরাই আপনাদের সুখতরি আজ বিষাদসিন্ধুতে ডুবাইয়াছি। আজিকার অস্তের সহিত আপনাদের স্বাধীনতা সূর্য্য একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। এখন আপনারা মহারাজ এজিদ সৈন্য হস্তে বন্দী। বন্দীর প্রতি অত্যাচার কাপুরুষের কার্য্য। বরং আপনাদের জীবন রক্ষার প্রতি সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টি থাকিবে। ক্ষুত পিপাসা নিবারণ হেতু যদি কোন দ্রব্যের অভাব হয় সে অভাব মোচন করিব।

সকলেই নিরব। কাষ্ট পুত্তলিবৎনিরব। স্পন্দহীন জীববৎনীরব! অনিমিষে নিরব। কেবল অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা বলিয়া উঠিল। জল! জল। আমরা তোমাদের নিকট জল চাহি। দয় করিয়া একপাত্র জল দেও———

মারিয়ান অতি অল্প সময় মধ্যে ফেরাত জলে অনেকের তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। কিন্তু যাহাদের অন্তরে পতি পুত্র ভ্রাতা বিয়োগ জনিত শোকাগ্নি প্রচণ্ড বেগে হুহু শব্দে জ্বলিতেছিল—শরীরের প্রতি লোমকুপ হইতে সেই মহা অগ্নির জ্বলন্ত শিখা মহাতেজে নির্গত হইয়া জিয়ন্তজীবন জ্বালাইতেছিল, তাহাদের নিকট জলের আদর হইল না। ফেরাত জলে সে জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাণ হইল না। বরং আরও সহস্র গুণ জ্বলিয়া উটিল।

. মরিয়ান একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। বন্দীগণ ! শিবিরস্থ বন্দিগণ প্রস্তুত হও। দামস্ক যাইবার জন্য প্রস্তুত হও। যুদ্ধাবসানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত পক্ষকে রাখিবার বিধি নাই। প্রস্তুত হও। তোমরা মহারাজ এজিদের বন্দী ; মরিয়ানের হস্তে। শীঘ্র প্রস্তুত হও। এখনই দামস্ক যাইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রবাহ

রে পথিক ! রে পাষাণ হৃদয় পথিক ! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ ? কি আশায় খণ্ডিতশীর বর্শার অগভাগে বিদ্ধকরিয়া লইয়া যাইতেছ ? এশিরে ? হায় ! এ খণ্ডিত শিরে ? তোমার প্রয়োজন কি ? শীমার এশিরে তোমার স্বার্থ কি ? হোসেন তোমার কি করিয়াছিল ? তুমিত আর জয়নাব রূপে মোহিত হইয়াছিলে না ? জয়নাব হাসেনের স্ত্রী। হোসেনের শিরতোমার বর্শাগ্রে কেন ? তুমিইবা সে শির লইয়া উদ্ধশ্বাসে এত বেগে যাইতেছ কোথা ? শামার ! একটু দাড়াও আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাও। কার সাধ্য তোমার গমনে বাধা দেয় ? কার ক্ষমতা তোমাকে কিছু বলে ? একটু দাঁড়াও। এ শিরে তোমার স্বার্থ কি ? খণ্ডিত শিরে এত প্রয়োজন কি ? অর্থ ? হায়রে অর্থ ! হায়রে পাতকী অর্থ ! তুই জগতের সকল অনর্থের মূল। জীবের জীবনের ধ্বংশ,সম্পত্তিরনাশ, পিতা পুত্রে শত্রুতা,স্বামী স্ত্রীতে মন-মালিন্য,ভ্রাতায় ভগ্নি কলহ,রাজা প্রজায় বৈরিভাব,বন্ধু বান্ধবে বিচ্ছেদ।—তুই জগতের অনর্থের মূল ও কারণ। বিবাদ বিসম্বাদ, কলহ, বিচ্ছেদ, বিয়োগ বিসর্জ্জন, বিনাশ, এসকলই তোমারই জন্যে ? তোমার কি মোহিনী শক্তি ! কি মধুমাখা বিষ সংযুক্ত প্রেম ! রাজা, প্রজা ধনী, নির্ধন যুবক বৃদ্ধ, সকলিই ব্যস্ত মহাব্যস্ত প্রাণ উষ্ঠাগত। তোমারই আশায় কেবল মাত্র তোমারই কারণে কতজনে তীর গুলি, তরবার, দুঃসাহসে অকাতরে বক্ষপাতিয়া লইতেছে । তোমারই জন্যে অগাধ জলে ডুবিতেছে, ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিতেছে। পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিতেছে। রক্ত, মাংসপেশী, পরমানুসংযোজিত শরীর ; ছলনে !

তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া! কি মোহিনী শক্তি! তোমার কুহকে কে না পড়িতেছে? কে না ধোকা খাইতেছে! কে না মজিতেছে। তুমি দূর হও তুমি দূর হও। কবির কল্পনার পথ হইতে একেবারে দূর হও। কবির চিন্তাধার হইতে একেবারে সরিয়া যাও। তোমার নাম করিয়া কথা কহিতে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তোমারই জন্যে প্রভু হোসেন শিমার হস্তে খণ্ডিত, তোমারই জন্য খণ্ডিত শির বর্ষাগ্রে বিদ্ধ।

শিমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিন মুখী। অস্তাচল গমনের উদ্যোগ। শিমার অন্তরে নানাভাব; তন্মধ্যে অর্থ চিন্তাই প্রবল। চির অভাব গুলি আশু মোচন করাই স্থির। একাই মরিয়াছি, একাই যাইতেছি, আর ভাবনা কি? লক্ষ টাকার অধিকারীই আমি। চিন্তার আর কোন কারণ নাই। নিশাও প্রায় সমাগত, কোথায় যাই? বিশ্রাম না করিলেও আর সহ্য হইতেছে না, নিকটস্থ পল্লিতে কোন গৃহীর আবাসে যাইয়া নিশা যাপন করি। এত সকলি মহারাজ অধীন ভৃত্য। সৈনিক বেশ,—হস্তে বর্ষা, আবার তাহাতে মনুষ্য শিরবিদ্ধ কে কি বলিবে? কার সাধ্য কে কি করিবে? শিমার এক গৃহীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশা যাপন করিবেন জানাইলেন। গৃহ স্বামী সাদরে শিমারকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, বর্ষা বিদ্ধ খণ্ডিত শির, অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি রাজসংক্রান্ত কেহ হইবে মনে করিয়া গৃহ স্বামী আর কোন কথা বলিলেন না। পথশ্রান্তি দূরীকরণ উপকরণ আদি ও আহারীয় দ্রব্য সামগ্রি আনিয়া ভক্তি সহকারে আতিথ্যসেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন মহাশয়! যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

শিমার বলিলেন।

কি কথা?

"কথা আর কিছু নহে আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্ষা বিদ্ধ শির কোন মহাপুরুষের?

"ইহার অনেক কথা। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। মদিনার রাজা হোসেন, যাহার পিতা আলী, মহম্মদের কন্যা ফাতেমা যাহার জননী, এ তাহারই শির। কারবলা প্রান্তরে, মহারাজ এজিদ প্রেরিত সৈন্য সহিত

সমরে পরাস্ত হইয়া মারা গিয়াছে। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া, মহারাজ নিকট লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইব। তুমি পৌত্তলিক তোমার গৃহে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মহম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না, তোমার আদর অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না. তোমার প্রদত্ত আহারও গ্রহণ করিতাম না।

"হাঁ এতক্ষণে জানিলাম আপনি কে? আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। সচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু এ বর্ষাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্র আপন তত্ত্বাবধারণে রাখিতাম। প্রাতে আপনি লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতেন। কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশিথ সময়ে, কৌশলে কি বল প্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় কি আপনার ক্লান্তি জনিত অবশ অলসে, ঘোর নিদ্রার কোলে অচেতন হইলে,আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির, আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে, আমাকে দিন আমি সাবধানে রাখিব। আপনি প্রত্যুষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধারণে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন।

শীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব মাত্রেই সম্মত হইলেন, গৃহস্বামী হোসেন মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহ মধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তি হেতু শিমারের কেবল শয়নে বিলম্ব। যেমনই শয়ন, অমনি অচেতন।

গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরত মহম্মদ মস্তফার শিষ্য ছিলেন না! নানা প্রকার দেব দেবীর আরাধনাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী। নাম "আজর"*

---

* হজরত এব্রাহিম খলিলোল্লার পিতার নামও আজর বোতপরাস্ত ছিল ইনি সে আজর নহেন।

দ্বিতীয় প্রবাহ

শিমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া আজর, স্ত্রী পুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদি অন্ত সমুদায় ঘটনা বলিলেন।

যে ঘটনায় পশু পক্ষীর চক্ষের জল ঝরিতেছে, প্রকৃতির অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে, সেই হোসেনের দেহ বিচ্ছিন্ন মস্তক দেখিয়া কোন হৃদয়ে না আঘাত লাগে? দেব দেবীর উপাসকেই হউক, এসলাম ধর্ম্ম বিদ্বেষিই হউক, নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিলে কে না ব্যথিত হয়? পিতা পুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন শোকে কান্দিতে লাগিলেন।

আজর বলিলেন:

'মানুষ মাত্রই এক উপকরণে গঠিত এক ঈশ্বরের সৃষ্ট, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ সেও সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের লীলা, ইহাতে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা কেবল মূঢ়তার লক্ষণ। এজিদ! এমাম হাসেন, হোসেন প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে হৃদয় মাত্রেরই তন্ত্রি ছিঁড়িয়া যায়। সে দুঃখের কথায় কোন চক্ষু না জলে পরিপূর্ণ হয়? মানুষের প্রতি এইরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইলে, আর না হয় জাতীয় জীবন বলিয়াও কি প্রাণে আঘাত লাগে না? সাধু পরম ধার্ম্মিক, বিশেষ ঈশ্বর ভক্ত, মহাপুরুষ মহম্মদের প্রাণাধিক ইহাদের এই দশা? হায়! হায়! সামান্য পশু মরিলে কত মানুষ কান্দিয়া গড়াগড়ি যায়, বেদনায় অস্থির হয়, আর মানুষের জন্য কি মানুষ কাঁদিবে না? ধর্ম্মের বিভিন্নতা বলিয়া কি মানুষের বিয়োগে মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে না? যে ধর্ম্মই কেন হউক না পবিত্রতা রক্ষা করিতে, সৎকার্য্যে যোগ দিতে পূণ্যের ফল ভোগ করিতে, কে নিবারণ করিবে? মহাপুরুষ মহম্মদ পবিত্র, হাসেন পবিত্র, হোসেন পবিত্র, হোসেনের মস্তক পবিত্র, সেই পবিত্র মস্তকের এত অবমাননা? যুদ্ধে হত হইয়াছে বলিয়াই কি এত তাচ্ছিল্য? জগত কয় দিনের? রে এজিদ! তুই কি জগতে অমর হইয়াছিস্? তোর চির জলন্ত রোষাগ্নি—জীবনশূন্য দেহের সদগতির সংবাদ শুনিয়াও কি নির্ব্বাণ হইত না? তোর আকাঙ্খা কি যুদ্ধ জয়ের সংবাদ শুনিয়াও মিটিত না? হোসেন পরিবারের দুঃখের কান্নার রোল সপ্ততল আকাশ ভেদ করিয়া অনন্তধামে অনন্তরূপে প্রবেশ করিয়া অনন্ত শোক বিস্তার করিতেছে, ঈশ্বরের আসন টলিতেছে। তোর মন কি এতই কঠিন?

জীবন শূন্য শরীরেও ক্রোধ, তাহাতেও শত্রুতা ? তোকে কোন ঈশ্বর গড়িয়াছিল জানি না, কি উপকরণে তোর শরীর গঠিত তাহাও বলিতে পারি না। তুই সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কি কাণ্ড করিলি ? তোর এই আমানুষিক কির্ত্তিতে জগত কান্দিবে, জগতীয় মাত্র কাঁন্দিবে। হায় ! এই মহাপুরুষ জীবিত থাকিলে এই মুখে কত প্রকারে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তণ করিতেন, কত কাল ঈশ্বরের মহত্ব এই মুখে প্রকাশ করিতেন। তুই অসময়ে মহাঋষি হোসেনের প্রাণহরণ করিয়াছিস্, তোর পিতা এমাম বংশের ভিন্ন নহেন, তাঁহার হৃদয় এমন কঠিন প্রস্তরে গঠিত ছিল না। হায় ! হায় ! তার ঔরষে জন্মিয়া তোর এ কি ভাব ? আজ স্বভাবও তোর নিকট পরাস্ত হইল। তা যাহাই হউক আজরের এই প্রতিজ্ঞা জীবন থাকিতে হোসেনের শির দামস্কে লইয়া যাইতে দিবে না। যত্নের সহিত আদরে রাখিয়া ভক্তি সহকারে সেই মহাপ্রান্তর কারবলায় যাইয়া, শির শূন্য দেহের সন্ধান করিয়া সদ্গতির উপায় করিবে, প্রাণ থাকিতে এ শির আজর ছাড়িবে না।

আজরের স্ত্রী বলিলেন।

এই হোসেন বিবি ফতেমার অঞ্চলের নিধি, নয়নের পুত্তলি ছিল। হায় ! হায় ! তাঁহার এই দশা ? এ জীবন থাক্ বা যাক্ প্রভাত না হইতে হইতে আমরা এই পবিত্র মস্তক লইয়া কারবালায় যাইব। শেষে ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে।

পুত্রেরা বলিল। আমাদের জীবন পণ। প্রাতে কিছুতেই সৈনিক হস্তে এ মস্তক প্রত্যর্পণ করিব না। সৈনিককে বিদায় করিয়া সকলে একত্রে কারবালায় যাইব।

পুনরায় আজর বলিতে লাগিলেন।

ধার্ম্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বর ভক্তের মন এক। আত্মা এক, ধর্ম্ম কি কখন দুই হইতে পারে ? সম্বন্ধ নাই, আত্মীয়তা নাই, কথায় বলে রক্তে রক্তে লেশ মাত্রও যোগ নাই, তবে তাহার দুঃখে তোমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল কেন ? বল দেখি তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলে কেন ? ধার্ম্মিক জীবন কাহার না আদরের ? ঈশ্বর প্রেমিক, কাহার না যত্নের ! তোমাদের সাহস দেখিয়া আমার প্রাণ শীতল হইল। পরোপকার ব্রতে যে জীবন পণ করিলে,

কথাটা শুনিয়াও আজ আমার কর্ণ জুড়াইল। তোমাদের সাহসেই গৃহে থাকিলাম। প্রাণ দিব। কিন্তু এ শির দামস্ক লইতে দিব না।

পরস্পর সকলেই হোসেনের প্রসঙ্গ লইয়া রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কারবালা প্রান্তরে যে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, জগত দেখিয়াছে। নিশাদেবী জগতকে আবার নূতন ঘটনা দেখাইতে জগত লোচন রবিদেবকে পূর্ব্ব গগন প্রান্তে বসাইয়া নিজে অন্তর্দ্ধান হইবার উদ্যোগ করিলেন। দেখুক। জগত দেখুক! কল্য দেখিয়াছে আজ আবার দেখুক—নিঃস্বার্থ প্রেমের আদর্শ দেখুক—পবিত্র জীবনের যথার্থ প্রণয়ী দেখুক—সাধু জীবনের ভক্তি দেখুক। ধর্ম্মে দ্বেষ, ধর্ম্মে হিংসা, যথার্থ মানুষের শরীরে আছে কি না তাহার দৃষ্টান্ত দেখুক। ভ্রাতা ভগিনী জায়া, পুত্র পরিজন বিয়োগ হইলেই লোকে কান্দিয়া থাকে, জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞানে জীবন থাকিতেই জীবলীলা ইতি করিতে ইচ্ছা করে। পরের জন্য যে কান্দিতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না, তাহারও জ্বলন্ত প্রমাণ আজ দেখুক, শিক্ষা করুক, যথার্থ সহানুভূতির লক্ষণকি? মানুষের পরিচয় কি? মহাশক্তি সম্পন্ন হৃদয়ের ক্ষমতা কি? নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর কি? আজ ভাল করিয়া দেখুক।

জগত জাগিল। পূর্ব্ব গগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। শিমার ও শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া বর্ষা হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল।

"আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দেও। শিঘ্রই যাইব। আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্টজীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই রাগ করিও না; ধর্ম্ম নীতি, রাজনীতি যুক্তিবিধি, ব্যবস্থা ইহার কিছুতেই একথা নাই যে শত্রুর মৃত শরীরেও শত্রুতা সাধন করিতে হয়। বন্যপশু এবং অসভ্য জাতিরাই গত জীবন শত্রু-শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ তোমার রাজা সুসভ্য তুমিও দিব্বি সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু আচার কেন ভাই?

"রাত্রে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করি-

য়াছি, সুতরাং শিমারের বর্ষা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক, ভাই সাহেব! বিড়াল তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর' জগতে অনেক আছে। অনেক দেখিয়াছি আজিও দেখিলাম। তোমার ধর্ম্ম কাহিনী তোমার রাজনৈতিক উপদেশ, তোমার যুক্তি, কারণ, বিধি, ব্যবস্থা সমুদয় তুলিয়া রাখ। ধর্ম্মাবতারের ধূর্ত্ততা, চতুরতা, শিমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; ও কথায় মহাবীর শিমার ভুলিবেন না, আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝে যে হোসেন মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই তুমি দামস্কে যাইয়া মহারাজ নিকট বাহাদুরি জানাইয়া লক্ষটাকা পুরস্কার লাভ কর; যদি ভাল চাও যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, যদি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিতে বাসনা হয়, তবে শীঘ্র হোসেনের মাথা আনিয়া দেও।

"আরে! ভাই আমি তোর মত অর্থ লোভি নহি। আমি দেবতার নাম করিয়া বলিতেছি অর্থ-লালসায় হোসেন মস্তক কখনই দামস্ক লইব না। টাকা অতি তুচ্ছ পদার্থ উচ্চ হৃদয়ে টাকার ঘাত প্রতিঘাত নাই। দয়া দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম, সম্মান যশঃকীর্ত্তি, পরদুঃখে কাতর এই সকল মহামূল্য রত্নের নিকট টাকার মূল্য কিবে ভাই?

"ওহে ধার্ম্মিকবর! আমি ও সকল কথা অনেক জানি, টাকা যে জিনিস তাহাও চিনি। মুখে অনেকেই টাকা অপুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলিয়া থাকেন। কিন্তু জগত এমনি ভয়ানক স্থান যে টাকা না থাকিলে তাহার স্থান কোন স্থানে নাই। সমাজে নাই, স্বজাতীর নিকটে নাই। কাহার নিকট সম্মান নাই। ভ্রাতা ভগ্নির নিকট কথাটার প্রত্যাশা নাই। স্ত্রীর ন্যায় ভালবাসা বলত জগতে আর কে আছে? টাকা না থাকিলে অমন অকৃত্রিম ভালবাসার নিকটেও আদর নাই। রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না টাকা যে কি পদার্থ তাহা তুমি চেন বা না চেন, আমি বেশ চিনি। আর তুমি নিশ্চয় জানিও আমি নেহাত মুর্খ নহি, আপন লাভা লাভ বেশ বুঝিতে পারি। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দেও। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি? ওরে পাগল রাজদ্রোহীর শাস্তি কি তাহা জান?

"রাজবিদ্রোহীর শাস্তি আমি বিশেষ করিয়া জানি। দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদ বিসম্বাদ অকৌশল করিতে আমার ইচ্ছা মাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক আমি তাঁহার অধীনস্থ প্রজা, সাধ্য কি মহারাজ রাজকর্ম্মচারির আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি মস্তক পাইলেই ত ভাই তুমি ক্ষান্ত হও?

"হাঁ, মস্তক পাইলেই আমি চলিয়া যাই, ক্ষণকালও এখানে থাকিব না। আর ইহাও বলিতেছি মহারাজ নিকট তোমার ভাল কথাই বলিব। আমাকে আদর আহ্লাদে স্থান দিয়াছ, অভ্যর্থনা করিয়াছ, সকলি বলিব। হয়ত ঘরে বসিয়া কিছু পুরস্কারও পাইতে পার। শীঘ্র শির আনিয়া দেও।

আজর স্ত্রী পুত্রগণের নিকটে যাইয়া বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন হোসেনের মস্তক রাখিতে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না। আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক পুরুষকে ইহকালের মত (অর্থ লালসা) লক্ষটাকা প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধারণে রাখিয়াছি; আবার সেও বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছে, এ অবস্থায় উহার প্রাণ বধ করা সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতার সহিত নরহত্যা পাপ পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজকর্ম্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেন-মস্তক সৈনিক হস্তে দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দেও, সে বর্ষায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধ কালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের শির কারবালায় লইয়া দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে। এই আমার শেষ উপদেশ। সাবধান কেহ ইহার অন্যথা করিও না।

আজরের জ্যেষ্ঠ পুত্র "সায়াদ" বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে? এ কি কথা? আমরা কি পিতার উপযুক্ত পুত্র নহি? আমাদের অন্তরে কি পিতৃভক্তি কণামাত্রও স্থান পায় নাই? আমরা কি এমনি নরাকার পশু যে স্বহস্তে

পিতৃমস্তক চ্ছেদন করিব। ধিক আমাদের জীবনে! ধিক আমাদের মনুষ্যত্বে! যে পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতের মুখ দেখিয়াছি, মানুষ পরিচয়ে মানুষে মিশিয়াছি, সেই পিতার শির যে কারণে দেহ বিচ্ছিন্ন হইবে সে কারণের উপকরণ কি আমরা হইতে পারি না? পিতঃ! আর বিলম্ব করিবেন না, খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক পুরুষ চলিয়া যায় তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।

"ধন্য সায়াদ তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার ব্রতে তুমিই যথার্থ দিক্ষিত, তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন স্বার্থক। যে উদরে জন্মিয়াছ সে উদরেও স্বার্থক। প্রাণাধিক জগতে জন্মিয়া পশুপক্ষীদিগের ন্যায় নিজ উদর পরিপোষণ করিয়া চলিয়া গেলে আর মনুষ্যত্ব কোথায় রহিল। ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্তে করিলেন।

পরের জন্য বিশেষ খণ্ডিত শিরের জন্য আজর, হৃদয়ের হৃদয়, আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের গ্রীবা লক্ষে খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিয়া দিলেন। আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদিত করিলেন। কবির কল্পনা অক্ষি ধাঁদা লাগিয়া বন্ধ হইল। সুতরাং কি ঘটিল কি হইল লেখনি তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

উঃ! কি সাহস! কি সদগুণ! দেখরে! পাষণ্ড এজিদ! হৃদয় দেখ পরোপকারের জন্য পিতার হস্তে সন্তানের বধ দেখ। দেখরে শিমার তুইও দেখ, মনুষ্য জীবনের ব্যবহার দেখ। খড়্গ রঞ্জিত হইল। পরোপকারের হেতু মৃত শরীরের সংকার্য্য হেতু প্রাণাধিক পুত্র-শোণিতে আজ পিতার হস্ত রঞ্জিত হইল, লৌহ নির্ম্মিত খড়্গ কাঁপিয়া স্বাভাবিক ঝনঝন রবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কিন্তু আজরের রক্ত মাংসের শরীর হেলিল না, সিহরিল না। মুখ মণ্ডল মলিন হইল না। ধন্যরে পরোপকার! ধন্যরে হৃদয়!

এদিকে শিমার বর্শা হস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহাচিৎকার করিতেছে। খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার শির ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে অথচ হোসেনের শির লইয়া যাইব।

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া শিমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শিমার মহা হর্ষে শির বর্ষায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিলেন যে সদ্য আঘাতিক শির। রক্তে ধার বহিয়া পড়িতেছে। শিমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন এ কার মাথা? তুমি উন্মাদ হইয়া একি করিলে, এ শির লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা প্রাপ্তি আশয়ে হোসেন মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থ লোভিত আমি কখনই দেখি নাই। আহা! এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ? এই বুঝি তোমার পরোপকার ব্রত? আরে নরাধম এইকি তোর সাধুতা? কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! অরে! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্?

"ভ্রাতঃ! তুমিই ত বলিয়াছ যে খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব। এখন আবার এ কি কথা? এক মুখে দুই কথা কেন ভাই?

"আমি কি জানি যে তুমি প্রধান দস্যু। টাকার লোভে কাহার সর্ব্বনাশ করিলে কে জানে?

"তুমি কি পুণ্য লাভে হোসেন মস্তক কাটিয়াছিলে? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে, এখন বিলম্ব কেন? আমার কথা আমি রক্ষা করিলাম তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।

"কথা কাটাইলে চলিবে না। যে মস্তক জন্য কারবালা প্রান্তরে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, যে মস্তক জন্য মহারাজ এজিদ ধন ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন, যে মস্তক জন্য চতুঃদিক হায় হোসেন! হায় হোসেন! রব হইতেছে; সেই মস্তকের পরিবর্ত্তে এ কি? ইহাতে আমার কি লাভ হইবে? তুমি আমার প্রদত্ত মস্তক আনিয়া দেও।

"ভাই! তুমি তোমার কথা ঠিক রাখিলে না ইহাই আমার দুঃখ। মানুষের এমন ধর্ম্ম নহে।

শিমার মহাগোলযোগে পড়িলেন। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন এ শির এই খানেই রাখিয়া দেও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব। পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি এবারে হোসেন শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যম পুত্র বলিলেন পিতা চিন্তা কি?

আমরা সকলি শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিকবর চলিয়া যাইবে, অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল, শির লইয়া শিমার নিকট আসিলে শিমার আরও আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া, এ উন্মাদ কি করিতেছে? প্রকাশ্যে বলিল, ওহে! পাগল তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।

"একি কথা। ভ্রাতঃ! তোমার একটী কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে!

পুনরায় শিমার বলিলেন, দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এক মস্তকের পরিবর্ত্তে দুইটী প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বলত ইহারা তোমার কে?

"এ দুইটী আমার সন্তান"

"তবেত তুমি বড় ধূর্ত্ত, ডাকাত! টাকার লোভে আপন সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ। ছিছি তোমার ন্যায় অর্থ পিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দেও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ আমার গৃহে একটী মস্তক ব্যতীত আর নাই; আনিয়া দিতেছি লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ সেইটিই চাহিতেছি সেই একটী মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনি চলিয়া যাই।

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন তাহা লেখনিতে লিখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। এবারে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর শিমার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনও পারিবি না।

"আমি পুরস্কার চাহি না, আমার লক্ষাধিক লক্ষ তদপেক্ষা লক্ষ লক্ষ সেই

লক্ষ লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?

"অরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সম্বরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস? তোর সকলি কপট। শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে!

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্ত্তে তিনটী দিয়াছি আর দিব না তুমি চলিয়া যাও। শিমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন তুই মনে ও করিস না যে হোসেন মস্তক মহারাজ এজিদ নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি। এই যা একেবারে দামস্কে চলিয়া যা। শিমার সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন এবং বীরদর্পে আজরের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিলেন স্বর্ণ পাত্রোপরি হোসেন মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে। আজরের স্ত্রী খড়্গ হস্তে রক্ষিত শির রক্ষা করিতেছে। শিমার এক লম্ফে গৃহ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পুরুনত বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল তোকে মারিব না। ভয় নাই, শিমারের হস্ত কখনও স্ত্রী বধে উত্তোলন হয় না, কোন ভয় নাই।

আজরের স্ত্রী বলিলেন আমার আর ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বহারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না ইহাই দুঃখ। হোসেন শির কারবালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না ইহাই দুঃখ। তোমাতে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে?

"আমি কি অভয় দান করিব? তোকে রাখিলে রাখিতে পারি মারিলে এখনি মারিয়া ফেলিতে পারি"

"আমার কি জীবন আছে? আমিত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না"

"কি, তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না? শিমারের অনুগ্রহ চাহিস্ না? অরে পাপিয়সী তুই—স্বচক্ষেই দেখিলি তোর স্বামীকে কেমন কৌশলে মারিয়া ফেলিলাম। সে পুরুষ তুই স্ত্রী তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস না? দেখবি?

এই বলিয়া শিমার বর্শা হস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই আজরের স্ত্রী

খড়্গ হস্তে রোষভাবে দাড়াইয়া বলিলেন, দেখিতেছিস্ আরে পাপিষ্ঠ শিমার। দেখিয়াছিস তিনটি পুত্রের রক্তে আজ এই খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি; পরস্পর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। নিকটে আইস, চতুর্থ রেখা তোমার দ্বারা পূর্ণ করি।"

শিমার একটু সরিয়া দাড়াইল, আজরের স্ত্রী বলিল, ভয় নাই, তোমার ভয় নাই; তোমাকে মারিয়া কি করিব? আমার বাচিয়া থাকা না থাকা সমান কথা। তবে দেখিতেছি এই খড়্গে তিন পুত্র গিয়াছে, আর ঐ বর্ষাতে তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব পতি প্রাণ বিনাশ করিয়াছ। এই কথা বলিতে বলিতেই আজর স্ত্রী শিমারের মস্তক লক্ষ করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন শিমারের হস্তস্থিত বর্ষায় আঘাত লাগিয়া দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগিল। বর্ষাবিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্ষাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবা মাত্রই আজর স্ত্রী ক্রোড়ে করিয়া বেগে চলিয়া যাইতে, শিমার বাম হস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সজোরে ক্রোড় হইতে হোসেন শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ দ্বারা আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন। শিমারের বর্ষাঘাতে মরিতে হইল না।

তৃতীয় প্রবাহ

সময়ে সকলি সহ্য হয়। কোন কার্য্য একেবারে অনভ্যাস থাকিলেও বিপদ কালে অভ্যাস হইয়া পড়ে। মহা সুখের শরীরেও মহাকষ্ট সহ্য হইয়া থাকে। একথার মর্ম্ম হঠাৎ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। পরাধীন জীবনে সুখের আশা করাই বৃথা, বন্দী অবস্থায় ভাল, মন্দ, সুখ দুঃখ বিবেচনা করাও নিষ্ফল। চতুর্দ্দিকে নিষ্কোষিত অসী, বর্ষাফলক ত্বরিত গতি বিদ্যুতের ন্যায় সময়ে সময়ে চক্ষের তারাকে ধাঁদা দিতেছে, বন্দিরা মলিন-মুখী হইয়া দামস্কে যাইতেছে, কাহার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? সকলেরই একমাত্র চিন্তা জয়নাল আবিদিন। এজিদ সকলের মস্তক লইয়াও যদি জয়নাল প্রতি দয়া করে তাহা হইলেও সহস্র লাভ। দামস্ক নগরের নিকট

বৰ্ত্তী হইলেই, এজিদ-ভবনে তুমুল বাজনার রোল শুনিতে পাইলেন। শিমার হোসেনের শির লইয়া পূর্ব্বেই আসিয়াছে কাজেই আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, নগরময় উৎসবে মাতিয়াছে। মহারাজ এজিদের জয়। দামস্ক রাজের জয় জয়, ঘোষণা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘোষিত হইতেছে। নানাবর্ণ রঞ্জিত পতাকারাজী উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড্ডীয়মান হইয়া মহা সংগ্রামের বিজয় ঘোষণা করিতেছে। আজ এজিদ আনন্দ সাগরে সন্তোষের তরঙ্গে অনুচর সভাসদগণ সহিত মন প্রাণ ভাষাইয়া দিয়াছেন। বন্দিগণকে রাজপ্রসাদে আনীত হইল; দ্বিগুণরূপে বাজনা বাঁজিয়া উঠিল। এজিদ যুদ্ধ বিজয়ী সৈন্যদিগকে আশার অতিরিক্ত পুরস্কৃত করিলেন। শেষে মনের উল্লাসে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। অবারিত দ্বার-যাহার যত প্রয়োজন, লইয়া আপন আপন অভাব মোচন ও আমোদ করিল। অনেকেই আমোদে মাতিল। হাসনেবানু, সাহরেবানু, জয়নাব বিবি ফাতেমা (হোসেনের অল্প বয়স্কা কন্যা) এবং বিবি উম্মিসালেমা (হোসেনের মাসী) প্রভৃতিকে দেখিয়া এজিদ মহা হর্ষে হাসি হাসি মুখে বলিতে লাগিলেন, বিবি জয়নাব! এখন আর কার বল? বিধব হইয়াও হোসেনের বলে এজিদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছ, এখন সে হাসেন কোথা? আর হোসেনই বা কোথা? আজি পর্য্যন্তও কি আপনার অন্তরের গরিমা অপরিসীম ভাবেই রহিয়াছে? আজ কার হাতে পড়িলেন ভাবিয়াছেন কি? দেখুন দেখি চেষ্টায় কি না হয়। ধন, রাজ্য, রূপ, তুচ্ছ করিয়াছিলেন। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি ধন রাজ্যে কিনা হইল। বিবি জয়নাব মনে আছে? সেই আপনার গৃহ-নিকটস্থ রাজ পথ। মনে করুন যে দিন আমি সৈন্য সামন্ত লইয়া মৃগয়ায় যাইতেছিলাম আপনি আমাকে দেখিয়াই গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। কে না জানিল যে দামস্ক রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিতেছেন। শত সহস্র চক্ষু আমাকে দেখিতে উৎসুকের সহিত ব্যস্ত হইল, আপনার দুটি চক্ষু তখনি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আড়ালে অন্তর্ধান হইল। সে দিনের সে অলঙ্কার কৈ? সে দোলায়-মান কর্ণাভরণ কোথা? সে কেশ-শোভা মুক্তার জালি কোথা? এ বিষম সমর কাহার জন্য? এ শোণিতের প্রবাহ কাহার জন্য? কি দোষে এজিদ আপনার ঘৃণার্হ? কি কারণে এজিদ আপনার হেয়? কি কারণে দামস্কের

পাটরাণী হইতে আপনার অনিচ্ছা? জয়নাব আর সহ্য করিতে পারিলেন না, আরক্তিম লোচনে বলিতে লাগিলেন; কাফের! তোর মুখের শাস্তি ঈশ্বর করিবেন। সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া একেবারে নিঃস্বহায়া, নিরাশ্রয়া করিয়া বন্দীভাবে দামস্কে আনিয়াছিস, তাই বলিয়াই কি এত গৌরব? তোর মুখের শাস্তি, তোর চক্ষের প্রতিবিধান, যিনি করিবার তিনি করিবেন। তোর হাতে পড়িয়াছি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিস; কিন্তু কাফের! ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই আছে। তুই সাবধানে কথা কহিস, জয়নাব নামে মাত্র জীবিতা এই (দেহ বস্ত্র মধ্যস্থিত খঞ্জর দর্শাইয়া) এমন প্রিয় বস্তু আমাদের সহায় থাকিতে; বল ত কাফের আর কিসের ভয়?

এজিদ আর কথা কহিলেন না, জয়নাব নিকট কত কথা কহিবেন, ক্রমে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইবেন, শেষে সজল নয়নে দুঃখের কথা পাড়িবেন, তাহাতে আর সাহস হইল না। কৌশলে হোসেন পরিবার দিগের হস্ত হইতে অস্ত্রাদি অপহরণ করিবার মনস্থ করিয়া সে সময়ে আর বেশী বাক্য ব্যয় করিলেন না। কেবল জয়নাল আবেদিনকে বলিলেন, কি সৈয়্যাদ জাদা তুমি কি করিবে?

জয়নাল সক্রোধে বলিলেন, তোমার প্রাণ বধ করিয়া দামস্ক নগরের রাজা হইব।"

এজিদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার আছে কি? তুমি মাত্র একা, অথচ বন্দী তোমার জীবন আমার হস্তে। এখনি মনে করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমাকে দুই টুকরা করিতে পারি। এ অবস্থাতেও আমাকে মারিয়া দামস্কের রাজা হইবার সাধ হয়?

"আমার মনে যাহা উদয় হইল বলিলাম তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। ইহা পার, উহা পার, বলিয়া আমার নিকট গরিমা দেখাইয়া ফল কি?

"দেখ এখনি আর একটি ভাল জিনিষ তোমাদিগকে দেখাইতেছি।" এজিদ পূর্ব্বেই হোসেন মস্তক এক সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া তদুপরি মূল্যবান বস্ত্রের আবরণ দিয়া রাখিয়াছিলেন; হোসেনের অল্প বয়স্কা কন্যা ফাতেমাকে এজিদ ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন। এবং বলিলেন বিবি! তোমরা ত খর্জ্জুর প্রিয়, যদি এইক্ষণে যদি মদিনার খর্জ্জুর পাও তাহা হইলে তুমি কি কর?

"কোথা খর্জ্জুর, খর্জ্জুর দিন আমি খাইব।"

এজিদ বলিল ঐ সম্মুখস্থ পাত্রে খর্জ্জুর রাখিয়াছি, আবরিত বস্ত্র উন্মোচন কর খুব ভাল খর্জ্জুর উহাতে আছে। তুমি একা একা খাইও না, তোমার মাতা এবং পিতৃব্য পত্নীদ্বয় সকলকেই দেও। তোমার ভ্রাতাকেও দুই একটি দিও।

ফাতেমা বড় আশা করিয়া খর্জ্জুর লোভে পাত্রের উপরিস্থ বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া বলিলেন, এযে মানুষের কাটা মাথা! এযে আমারই পিতার—বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। পরিজনেরা হোসেনের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম পরে নূরনবী মহাম্মদের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন। ঈশ্বর! তোমার মহিমা অসীম, তুমি সকলি করিতে পার। দোহাই ঈশ্বর বিলম্ব সহে না, দোহাই ভগবান আর সহ্য হয় না, একেবারে সপ্ততাল আকাশ ভগ্ন করিয়া আমাদের উপর নিক্ষেপ কর। দয়াময় আমাদের চক্ষের জ্যোতি হরণ কর, বজ্রাস্ত্র আর কোন সময় ব্যবহার করিবে? দয়াময় আর সহ্য হয় না! এজিদের দৌরাত্ম আর সহিতে পারি না। দয়াময় সকল অবস্থাতেই তোমাকে ধন্যবাদ দিয়াছি,--এখনও দিতেছি। সকল সময়েই তোমার প্রতি নির্ভর করিয়াছি, এখনও করিতেছি;-কিন্তু দয়াময়! এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না। আমাদের চক্ষু বন্ধ হউক, কর্ণ বধির হউক, এজীদের অমানুষি কথা যেন আর শুনিতে না হয়। দয়াময়! আর কান্দিব না। তোমাতেই আত্মমন সমর্পণ করিলাম।

কি আশ্চর্য্য! সেই মহাশক্তি সম্পন্ন মহা কৌশলীর লীলা অব্যক্ত! পাত্রস্থ শির ক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল। এজিদ স্বচক্ষে দেখিতেছে। অথচ কিছুই বলিতে পারিতেছে না। কে যেন তাহার বাক্‌শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। হোসেনের শির ক্রমেশূন্যে উঠিয়া চলিল। পরিজনেরা সকলেই দেখিল হোসেনের মস্তক হইতে পবিত্র তেজ বহির্গত হইয়া, যেন আকাশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। খণ্ডিত শির ক্রমেই সেই জ্যোতির আকর্ষণে ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইল।

এজিদ সভয়ে গৃহের ঊর্দ্ধভাগে বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কোথায় কিছু নহে, পাত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন; শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে। যে মস্তক লইয়া কত খেলা [illegible] মন করি-

সম্মুখে কত প্রকারে অবমাননা করিয়া হাসি তামাসা করিবেন, তাহা আর হইল না। কে লইল, কেন ঊর্দ্ধে উঠিয়া একেবারে অন্তর্দ্ধান হইল, এত জ্যোতি এত তেজ, তেজের এত আকর্ষণশক্তি কোথা হইতে আসিল? এজিদ ভাবিতে ভাবিতে হতবুদ্ধির ন্যায় হইলেন। কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। কেবল একটি অপূর্ব্ব সৌরভে কতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজভবন আমোদিত করিয়াছিল তাহাই বুঝিতে পারিলেন।

এজিদ মনে মনে যে সকল সঙ্কল্প রচনা করিয়াছিলেন, দুরাশা সূত্রে আকাশ কুসুমে যে মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে তাহার কিছুই থাকিল না। অতি অল্প সময় মধ্যে আশাতে আশা, কুসুমে কুসুম, মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। ঐশ্বরিক ঘটনায় ধার্ম্মিকের আনন্দ, চিত্তের বিনোদ, পাপীর ভয়, মনের অস্থিরতা; এজিদ মহা ভয়াতুর হইলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অস্ফুট স্বরে এই মাত্র বলিলেন বন্দীগণকে কারাগারে লইয়া যাও?

চতুর্থ প্রবাহ

কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। কবির কল্পনার সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হঠাৎ কোন কারণে বাধা পড়িলে, মনে ভয়ানক ক্ষোভের কারণ হয়। সমাজের এমনি কঠিন বন্ধন, এমনি দৃঢ় গ্রন্থি, যে কল্পনা কুসুমে আজ মনোমত হার গাঁথিয়া পাঠক পাঠিকাগণের পবিত্র গলায় পরাইতে পারিলাম না। শাস্ত্র ভয়ে নানা দিকে লক্ষ রাখিতে হইতেছে। হে ঈশ্বর! হে সর্ব্বশক্তিমান ভগবন্! সমাজের মূর্খতা দূর কর। কুসংস্কার ধ্বান্ত-তিমির সুজ্ঞান প্রতিভায় বিনাশ কর। আর সহ্য হয় না। যে পথে যাই সেই পথেই বাধা। যে পথের সীমা পর্য্যন্ত যাইতে মনের গতি হয়; জাতীয় কবিগণের বিভীষিকাময় বর্ণনা প্রাচীরে বাধা জন্মায়, চক্ষে ধাঁদা লাগাইয়া দেয়। তাঁহারাও যে কবি, তাঁহাদের ও যে কল্পনা শক্তির বিশেষ শক্তি ছিল, তাহা সমাজ মনে করেন না। এই সামান্য আভাষেই যথেষ্ট। আর বেশী দূর যাইব না। বিষাদ সিন্ধুর প্রথম ভাগেই স্বজাতীয়

মূর্খ দল হাড়ে চটিয়া রহিয়াছেন। অপরাধ আর কিছুই নহে পয়গম্বর এবং এমামদিগের নামের পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার ব্যবহার্য্য শব্দে সম্বোধন করা হইয়াছে। মহাপাপের কার্য্য করিয়াছি। আজ আমার অদৃষ্টে কি আছে ঈশ্বর জানেন। কারণ মর্ত্ত লোকে থাকিয়া সর্গের সংবাদ প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে দিতে হইতেছে।

স্বর্গীয় প্রধান দূত জেব্রাইল, অতি ব্যস্ত সহকারে ঘোষণা করিতেছেন, দ্বার খুলিয়া দেও। প্রহরিগণ! আজ স্বর্গের দ্বার, সপ্ততাল আকাশের দ্বার, খুলিয়া দেও। পুণ্যাত্মা, তপস্বী, সিদ্ধ পুরুষ, ঈশ্বর ভক্ত, ঈশ্বর প্রণয়ী, প্রাণীগণের অমরাত্মার বন্দী গৃহের দ্বার খুলিয়া দেও। স্বর্গীয় দূতগণ! অমরাপুরবাসী নরনারীগণ! প্রস্তুত হও। হোসেনের, অন্য অন্য মহারথিগণের এবং বিশুদ্ধ প্রণয়ের অদ্বিতীয় আদর্শ কাসেম—সখিনার, দৈহিক সৎক্রিয়া সম্পন্ন হেতু, মর্ত্তলোকে যাইবার আদেশ হইয়াছে।

মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণের জন্য আবার মর্ত্ত লোকে? অমরাত্মারা এই বলিয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করিলেন। এদিকে হজরাত জেব্রাইল আপন দলবল, সহ সকলের পূর্ব্বেই কারবালা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সকলের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে জন মানব শূন্য প্রান্তর পুণ্যাত্মাদিগের আগমনে পরিপূরিত হইয়া গেল। বালুকাময় প্রান্তরে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিয়া স্বর্গীয় সৌরভে চতুঃদ্দিক মোহিত করিয়া ফেলিল।

স্বর্গীয় দূতগণ, স্বর্গ সংশ্রবি দেবগণ, সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হজরত আদম, যিনি আদি পুরুষ প্রথমে তাঁহার সমাগম হইল। পরে মহাপুরুষ মুসা, স্বয়ং ভগবান তূর পর্ব্বতে যাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন; মুসা সেই সচ্চিদানন্দের তেজোময় কান্তি দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলে, কিঞ্চিৎ আভামাত্র যাহা মুসার নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই মুসা স্বীয় শিষ্য সহ, সে তেজ ধারণে অক্ষম হইয়া তখনি অজ্ঞান অবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, শিষ্যগণ পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। আবার করুণাময় ভগবান মুসার প্রার্থনায় শিষ্যগণকে, পুনর্জীবিত করিয়া মুসার অন্তরে, অটল ভক্তির নবভাব আবির্ভাব করিয়াছিলেন। সে মহামতি সত্য তার্কিক মুসাও আজ হোসেন শোকে

কাতর। কারবালায় সমাগীন। প্রভু সোলেমান যাঁর হিতোপদেশ আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর নিকট সমভাবে আদৃত, সে নর কিন্নর দানব দলী ভূপতি মহামতি ও আজ কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত। যে দায়ুদের গীতে জগতি মাত্র মোহিত, পশু পক্ষীরাও যে কণ্ঠস্বরে উন্মত্ত, স্রোতঃস্বতীর স্রোত স্থৈর্য্য, সে দায়ুদও আজ কারবালায়।

ঈশ্বর প্রণয়ী এব্রাহিম, যাঁহাকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরূদ প্রচণ্ড অগ্নি কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া সত্য প্রেমিকের প্রাণ সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। হায় রে হুতাশন! যাহার শিখা গগনস্পর্শী হইয়া জগজ্জনের চক্ষে ধাঁদা দিয়াছিল। দয়াময়ের কৃপায় সে প্রজ্বলিত গগনস্পর্শী অগ্নি এব্রাহিম চক্ষে, বিকশিত কমলদলে সজ্জিত উপবন;-অগ্নিশিখা সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধকর গোলাপ মালা বলিয়া বোধ হইয়াছিল. সে সত্য বিশ্বাসী পরমভক্ত ও আজ কারবালায় সমাগত। স্মাইল যিনি নিজ প্রাণ ঈশ্বর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া "দোম্বার" পরিবর্ত্তে নিজে বলি হইয়াছিলেন; সেই ঈশ্বরভক্ত স্মাইলও, আজ কারবালায় আসিয়াছেন। ঈশা যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী, জগতদ্বেষী মহাঋষি তাপস! ঈশ্বরের মহিমা দেখাইতে যে মহাত্মা চিরকুমারী মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনিও আজ মর্ত্তধাম কারবালার মহাক্ষেত্রে। শিস যিনি সেই অব্যক্ত কৌশলির কৌশল দেখাইতে শুদ্ধ পিতার বীর্য্যে কাঁচপাত্র (শিশি) মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তিনিও মর্ত্তে আগত। ইউনোস যিনি মৎস্য-গর্ভে জন্মিয়া ভগবানের অপরিসীম ক্ষমতা মর্ত্তে দেখাইয়াছিলেন, তিনিও কারবালায়। এই প্রকার আসহাব, এয়াকুব, ইউছোফ, লুত, এহিয়া, জেকৃরিয়া মহামহা মহাত্মাগণ-আত্মা; অদৃশ্য শরীরে কারবালায় হোসেনের, দৈহিক শেষ ক্রিয়ার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকলেই যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে সকলে একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বিমান দিকে বার বার লক্ষ করিতে লাগিলেন। আর সকলেই আরব্য ভাষায় "এয়ানবি সালাম আলা-য়কা, এয়াহাবীব সালাম, আলায়কা, এয়া রসুল সালাম আলায়কা, সালওল্লা তেল্লাহ এলায়কা," সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী মুখে মহাঋষি প্রভু মহম্মদের গুণানুবাদ হইতে লাগিল। দেখিতে

মৃদমন্দভাবে শূন্য হইতেই, " হায় হোসেন ! হায় হোসেন ! " রব করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, পবিত্র পদ মর্ত্ত স্পর্শ করিল। এতদিন প্রকৃতি, শরিরী জীবের , হায় হোসেন ! রব শুনিয়াছিল, আজ দেবগণ, স্বর্গের কিন্নর, অপসরাগণ, মহাঋষি, যোগী, তপস্বী, অমর আত্মার মুখে শুনিতে লাগিল, হায় হোসেন ! হায় হোসেন !

এই গোলযোগ না যাইতে যাইতেই সকলে যেন মহাদুঃখে নির্ব্বাকে দণ্ডায়মান হইলেন। হায় ! হায় ! পুত্রের কি স্নেহ, ? রক্ত, মাংশ, ধমনী, অস্থি, কায়া, শরীর বিহীন আত্মার ও অপত্য স্নেহে আত্মা ফাটিয়া যাইতেছে, যেন মেঘ গর্জ্জনের সহিত শব্দ হইতেছে। হোসেন ! হায় হোসেন ! মরতজা আলি "সেরে খোদা" (ঈশ্বরের সার্দ্দুল) স্বীয় পত্নি বিবি ফাতেমা সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈহিকের জন্য শোক অমূলক, খেদ বৃথা, দৈহিক জীবের সহিত তাঁহাদের কোন সংশ্রব নাই তথাপি পুত্রের এমনি মায়া যে, সে সকল মূল তত্ত্ব জানিয়াও মহাত্মা আলী মহাখেদ করিতে লাগিলেন। জাগতিয় বায়ু প্রকৃত আত্মায় বহমান হইয়া ভ্রমময় মহাশোকের উদ্রেক করিয়াদিল। কুহকিনী দুনিয়ার কুহক জালের ছায়া দেখিয়া, হাজরাত আলি অনেক ভ্রমাত্মক কথা বলিতে লালিলেন। আন অশ্ব, আন তরবারী, এজিদের মস্তক এখনি সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিব। হায় ! সন্তানের স্নেহের নিকট তত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সকলই পরাস্ত হইয়া দূরে পালায়।

সকল আত্মাই হাজরাত আলীকে প্রবোধ দিলেন। হাজরাত জেব্রাইল আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ প্রতি পালিত হউক। সহিদগণের দৈহিক সৎকারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।—অগ্রে সহিদগণের মৃত দেহ অন্বেষণ করিয়া সংগ্রহ করিতে ইইবে, বিধর্ম্মী ধর্ম্মী, স্বর্গী, নারকি, একত্র মিশ্রিত হইয়া সমর অঙ্গনে অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়া আছে, সেই গুলি বাছিয়া লইতে হইবে। সকলেই সহিদগণের দেহ অন্বেষণে ছুটিলেন।

ঐ যে শির শূন্য মহারথি-দেহ ধুলায় পড়িয়া আছে, খরতর তীর আঘাতে অঙ্গে সহস্র সহস্র ছিদ্র দৃষ্টি হইতেছে, পৃষ্ঠে একটীমাত্র আঘাত নাই,—সমুদয় আঘাতই বক্ষ পাতিয়া সহ্য করিয়াছে। এ কোন বীর ? কবচ, কটিবন্ধ, বর্ম্ম চর্ম্ম, অসি, বীর সাজের সমুদায় সাজ, সাজওয়া অঙ্গেই শোভা পাইতেছে,

বয়সে কেবল নবীন যুবা। কি চমৎকার গঠন, হায়! হায়! তুমি কি অহাব? হে বীরবর! তোমার মস্তক কি হইল? তুমি কি সেই অহাব? যে চির প্রণয়িণী প্রিয়তমা ভার্য্যার মুখ খানি একবার দেখিতে বৃদ্ধ মায়ের নিকট কত অনুণয় বিনয় করিয়াছিলে? মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে, অশ্ব পৃষ্ঠে থাকিয়াই সে বীরবরনী বীর বালার বঙ্কিম আঁখির ভাব, সে রণ উত্তেজক কথা শুনিয়াইকি অসংখ্য বিধর্ম্মীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলে? তুমি কি সেই অহাব?

বীর বরের পদ প্রান্তে এ আবার কে? এ বিশাল অক্ষি দুটি উর্দ্ধে উঠিয়াও বীরশ্রেষ্ঠ অহাবের সজ্জিত শরীর-শোভা দেখিতেছে। একবিন্দু জল!! ওহো! এক বিন্দু জলের জন্য অহাব পত্নী হতপতির পদ প্রান্তে শুষ্ককণ্ঠা হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

এ রমণী হৃদয়ে কে আঘাত করিল? এ কোমল শরীরে, কোন পাষাণ হস্তে অস্ত্রাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জীবলীলা শেষ করিল? রে কাফেরগণ! হোসেনের সহিত শত্রুতা করিয়া রমণী বধেও পাপ মনে কর নাই? বীর ধর্ম্ম,-বীর নীতি, বীর শাস্ত্রে, কি বলে? যে হস্ত রমণী দেহ আঘাত করিতে উত্তোলিত হয় সে হস্ত বীর অঙ্গের শোভনীয় নহে, সে বাহু বীর-বাহু বলিয়া গণনীয় নহে।

সে বীর কেশরী, সে বীর কুল গৌরব, সে মদিনার ভাবি রাজা কোথা? মহা মহা রথি যাহার অশ্ব চালনায়, তীরের লক্ষে, তরবারীর তেজে, বর্ষার ভাঁজে মুগ্ধ, সে বীরবর কৈ? সে অমিত তেজা রণ কৌশলি কৈ? সে নব পরিণয়ের নূতন পাত্র কৈ? এইত সাহানা বেশ! এইত বিবাহ সময়ের জাতিগত পরিচ্ছদ। এই কি সেই সখিনার প্রণয়ানুরাগে নব পুষ্পাহার পরিণয় সুত্রে গলায় পরিয়াছিল? একি সেই কাসেম? হায়! হায়! রুধিরের কি অন্ত নাই?

সখিনা সমুদায় অঙ্গে, পরিধেয় বসনে মাখিয়া বীরযায়ার পরিচয় বিবাহের পরিচয় দিয়াছেন, তবু রুধিরের ধারা বহিতেছে। মণিময় বসন ভূষণ, তরবার, খঞ্জর অঙ্গেই শোভা পাইতেছে। তুনির, তীর, বর্ষা, দেহ পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাম পার্শ্বে এ মহাদেবী কে? এ নব কমলদল— গঠিতা নব যুবতী সতী। কে? চক্ষু দুটি কাসেমের মুখ দেখিতে দেখিতে যেন বন্ধ হইয়াছে। জানিত কি অজানিত ভাবে বাম হস্ত খানি কাসেমের বক্ষের উপর রহিয়াছে,

সতী তুমি কে? তোমার দক্ষিণ হস্তে এ কি? কি কথা? কমল করে লৌহ অস্ত্র? সে অস্ত্রের অগ্রভাগ কৈ? উহু! একি? বদ্ধ মুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করাইয়াছ। তুমি কি সখিনা? তাহা না হইলে এত দুঃখ কার? স্বামীর বিরহ বেদনায় কাতরা হইয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছ? না—না,—বীর যায়া বীর দুহিতা কি কখন স্বামী বিরহে কি—বিয়োগে আত্ম বিসর্জ্জন করে? কি ভ্রম! কি ভ্রম! তাহা হইলে এ বদনে হাসির আভা কেন থাকিবে? জ্যোতির্ম্ময় কোমলাননে জলন্ত প্রদীপ্ত প্রভা কেন থাকিবে? বুঝিলাম,—বিরহ, কি বিয়োগে দুঃখে এ তীক্ষ্ণ খঞ্জরে হৃদয়-শোণিত স্বামী দেহ—নির্গত শোণিতে মিশ্রিত কর নাই। স্বামী বিয়োগে অধীরা হইয়া দুঃখ ভার হ্রাস করিতে ও খঞ্জরের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই। ধন্য সতী! সখিনা তুমি জগতে ধন্য! তোমার সুকীর্ত্তি জগতের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। কি মধুময় কথা বলিয়া খঞ্জর হস্তে করিয়াছিলে? জগত দেখুক। জগতের নরনারী কুল তোমায় দেখুক। এত প্রণয়, এত ভাল বাসা, এত মমতা, এত স্নেহ, এক শোণিতে গঠিত যে কাসেম, সেই আবার পরিণয়ে আবদ্ধ;—নব প্রেমে দীক্ষিত। যে ঘটনায় নিতান্ত অপরিচিত হইলেও মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রণয়ের প্রেমের সঞ্চার হয়, সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সেই কাসেমকে মুক্ত কণ্ঠে বলিলে "ভুলিলাম কাসেম! এখন তোমায় ভুলিলাম" এই চিরস্মরণীয় মহামূল্য কথা বলিয়া যাহা করিলে আর দূরে থাকুক,—নির্দ্দয় মরিয়ানের অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল। ধন্য ধন্য সখিনা! সহস্র ধন্যবাদ তোমারে!

এ প্রান্তরে এরূপরাশি কাহার? এ অমূল্য রত্ন ধরাসনে কেন? ঈশ্বর! তুমি কি না করিতে পার,? একাধারে এতরূপ প্রদান করিয়া কি শেষে ভ্রম হইয়াছিল? সেই আজানুলম্বিত বাহু, সেই বিস্তারিত বক্ষ, সেই আকর্ণ বিস্তারিত অক্ষিদ্বয়, কি চমৎকার ভ্রূযুগল. সেই ইসদ গোপের রেখা। হায়! হায়! এত রূপবান করিয়া কি শেষে তোমারই ঈর্ষা হইয়াছিল? ভগবান তাহাতেই কি এই কিশোর বয়সে আলি আকবার, আজ চির—ধরাসায়ী।

এযুগল মূর্ত্তি একস্থানে পড়িয়া কেন? এ ননীর পুতুল রক্ত মাখা অঙ্গে মহা প্রান্তরে পড়িয়া কেন? বুঝিলাম এ ও এজিদের কার্য্য। রে পাষণ্ড পিশাচ! হোসেনের ক্রিড়ার পুত্তলি দুটিও ভগ্ন করিয়াছিস? হায়! হায়! এইত

সেই ফেরাত নদী। ভয়ানক প্রবাহ। মৃত শরীর সকল স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। নদী গর্ভে স্থানে স্থানে লোহিত, স্থানে স্থানে কিঞ্চিত লোহিত, কোন স্থানে ঘোর পীত, নীলবর্ণের আভা সংযুক্ত স্রোত বহিয়া হোসেন শোকে প্রতি প্রবাহ মস্তক নত করিয়া জলে মিশিয়া যাইতেছে।

শব্দ হইল "এ যে আমার কমর বন্দ." এ "যে আমার শিরাস্ত্রণ," এ যে "আমারই তরবার," "এ সকল এখানে পড়িয়া কেন?" আবার শব্দ হইল "এ সকলইত হোসেনের আয়ত্ত অধীনে আসিয়াছিল?,.

এইত সেই মহা পুরুষ। মদিনার রাজা এ প্রান্তরে বৃক্ষ তলে পড়িয়া। এত হোসেনের অস্ত্র নহে। তোমার অঙ্গের বসন, শিরাস্তরণ কবচ স্থানে স্থানে পড়িয়া কেন? তাহাতেই কি এই দশা? একি আত্ম বিকারের চিহ্ন, না ইচ্ছা মৃত্যু লক্ষণ? বাম হস্তের অর্দ্ধ পরিমাণ খণ্ডিত হইয়াও দুই হস্ত দুই দিকে পড়িয়া যে উপদেশ দিতেছে তাহা কি জগতে কেহ বুঝিয়াছে? বাম হস্তে আবার কে আঘাত করিল? মস্তক খণ্ডিত হইয়াও জন্ম ভূমী মদিনার দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে? হায়রে জন্ম ভূমী!!

শিমার মস্তক লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়াছিল. আজর. সেই মস্তক এই দেহে সংযুক্ত করিবে আশয়ে পুত্রগণের মস্তক কাটিয়া দিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এজিদ, কত খেলা খেলিবে, কত অপমাণ করিবে আশা করিয়া ছিল। ধন্য রে কারি কবি, ধন্য রে ক্ষমতা। জগদীশ! তোমার মহিমা অপার। তুমি যাহা সংঘটন করিয়া একত্র করিতে ইচ্ছা কর, তাহা অত্যচ্চ পর্ব্বত শিখরে থাক্, ঘোর অরণ্যে থাক্, অতল জলধি তলে থাক্, অনন্ত আকাশে থাক্, বায়ু অভ্যন্তরে থাক্, তাহার সংগ্রহ করিয়া একত্র করিবেই করিবে। এ লীলা বোঝা মানবের সাধ্য নহে এ কীর্ত্তির কণামাত্র বোঝাও ক্ষুদ্র নর মস্তকের কার্য্য নহে। জগদীশ! প্রাণ হইতে বলিতেছি তুমি সর্ব্ব শক্তিমাণ অদ্বিতীয় প্রভু! তোমার মহিমা অপার!!

স্বর্গীয় দূতগণ, পবিত্র আত্মাগণ, সহিদগণের দৈহিক ক্রিয়ার যোগ দিলেন; স্বর্গীয় সুগন্ধে সমাধিস্থানে আমোদিত হইতে লাগিল।

সহিদগণের শেষ ক্রিয়া "জানাজা" করিতে অন্য অন্য মৃত শরীরের ন্যায় জলে স্নান করাইতে হয় না, অন্য বসন দ্বারা শরীর আবৃত করিতে হয় না,

ঐ রক্ত মাখা শরীরে ঐ সজ্জিত বেশে ঐ বীর সাজে মন্ত্র পাঠ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়, ধর্ম্ম যুদ্ধের কি অসীম বল, কি অসীম পরিণাম ফল।

দৈহিক কার্য্য শেষ হইল তাঁহারাও দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বরের আদেশে স্বর্গে নীত হইলেন।

পঞ্চম প্রবাহ।

স্বাধীন। কি মধুমাখা কথা। স্বাধীন জীবন কি আনন্দময় জীবন। স্বাধীন দেশ কি মনোহর দেশ। স্বাধীন! স্বাধীন! স্বাধীন ভাবের কথা গুলি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলেও হৃদয়ের সূক্ষ্ম শীরা পর্য্যন্ত আনন্দ উচ্ছাসে উথলিয়া উঠে. অন্তরে দ্বিবিধ ভাবের উদয় হয়। হয় মহা হর্ষে মন নাচিতে থাকে, না হয় মহাদুঃখে অন্তর ফাটীয়া যায়। স্বাধীন মন, স্বাধীন জীবন, পরাধীনতা স্বীকার করিতে যেরূপ কষ্ট বোধ করে, আবার অধীনতা, স্বীকার করাইতে পারিলে ঐ অন্তরেই অসীম আনন্দ অনুভব হয়। এক পক্ষের দুঃখ, অপর পক্ষের সুখ।

এজিদ স্বরাজ্যে স্বাধীন। সকলেই তাঁহার আদেশের অধীন। জয়নালকে হাসি রহস্যে ছলে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, তুমি কি করিবে? জয়নালমুখে তাহার উত্তরও শুনিয়াছেন। ক্রমে বশে আনিয়া, ক্রমে সান্তভাব ধরাইয়া, কার্য্য সিদ্ধির উপায় না করিলে এইক্ষণে কিছুই হইবে না। জয়নালকে প্রাণে মারিয়া, মদিনার সিংহাসনে বসিলে কোন লাভ নাই। জয়নাল নিয়মিত-রূপে মদিনার কর, দামস্কে যোগাইলে, দামস্ক সিংহাসনের গৌরব সহস্র প্রকারে বৃদ্ধি হয় কিন্তু সিংহ শাবককে বশে আনা সহজ কথা নহে। কিছু দিন চেষ্টা করিয়া দেখাই কর্ত্তব্য। প্রথমই নিরাশ হইয়া হোসেন বংশ একেবারে বিনাশ করিলে বাহাদুরি কি? এই সকল আশার কুহকে পড়িয়াই এজিদ বন্দীগণ প্রতি সুব্যবস্থার অনুমতি করিয়া ছিলেন।

জয়নাল কিসে, বশ্যতা স্বীকার করে, কিসে প্রভু বলিয়া মান্য করে, কি উপায় করিলে, নির্ব্বিঘ্নে মদিনা রাজ্য করতলস্থ হয়, অধীন দাসত্ব কলঙ্ক

রেখা জয়নালের প্রশস্ত ললাটে অক্ষয় রূপে অঙ্কীত হয়, এজিদ এই সকল মহাচিন্তার ভাব নিজ মস্তকে লইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিনা যুদ্ধে মদিনার সম্রাট হওয়া সহজ কথা নহে? এজিদের মস্তক কেন? লোক-মান, আফলাতুন, প্রভৃতি মহামহা চিন্তাশীল মহজ্জনের মর্জ্জাও এ চিন্তায় ঘুরিয়া যায়, কিন্তু এজিদের এমনি বিশ্বাস যে, মরিয়ান চেষ্টা করিলে অবশ্যই ইহার কোন এক প্রকারের সদুপায় বাহির করিবে। মনের ব্যগ্রতায় দামস্কের বহুলোক প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল, কিন্তু মরিয়ান ভিন্ন ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করার উপযুক্ত পাত্র মানব চক্ষে কাহাকেও দেখিলেন না।

মরিয়ান উপস্থিত হইলে, এজিদ ঐ সকল গুপ্ত বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিতে কহিলেই, মরিয়ান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আগামী জুম্মাবারে (শুক্রবারে) জয়নাল দ্বারা মহারাজ নামে খোতবা পাঠ করাইব। এইক্ষণ সমগ্র প্রদেশে হোসেনের নামে খোতবা হইতেছে। কারণ হোসেনের পর এ পর্য্যন্ত মদিনার রাজা কেহ হয় নাই। জয়নাল যদি আপন পীতার নাম, পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ নামে খোতবা পাঠ করিল, তবেই কার্য্য সিদ্ধি, তবেই দামস্কের জয়, তবেই বিনা যুদ্ধে মদিনা করতলে। যাহার নামে খোতবা সেই মাত্র মদিনার রাজা—এখনই রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিতেছি যে, আগামী জুম্মাবারে, শেষ এমাম জয়নাল আবিদীন দামস্কের সম্রাট, মহারাজা-ধিরাজ এজিদ নামদার নামে খোতবা পাঠ করিবেন। নগরের যাবতীয় ঈশ্বর ভক্ত লোককেই উপষণা মন্দিরে খোতবা শুনিতে উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার শিরঃচ্ছেদ করা যাইবে।

এজিদ মহা সন্তোষ হইয়া মরিয়ানকে যথোপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করি-লেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজ ঘোষণা নগর ময় হইয়া গেল। অনেকেই সুখী হইলেন, কিন্তু মহম্মদীয়গণ হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। তাঁহাদের প্রকাশ্যে কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই। রাজদ্রোহী সাব্যস্তে প্রাণ যায়। গোপনে গোপনে বলিতে লাগিলেন, "এত দিনঃ পরে নুরনবী মহম্মদদের প্রচারিত ধর্ম্মে কলঙ্ক রেখা পতিত হইল। হায়! হায়! কি মর্ম্ম ভেদি ঘোষণা! কাফেরের নামে খোতবা? বিধর্ম্মী নারকি, ঈশ্বর দ্রোহী নামে খোতবা! হা! এস্লাম

ধর্ম্ম ! দুরন্ত জালেমের হস্তে পড়িয়া তোমার এই দুর্দ্দশা ! হায় ! হায় ! পুণ্য ভূমী মদিনার সিংহাসন যাহার আসন, সেই শেষ এমাম জয়নাল। কাফেরের নামে খোতবা পড়িবে ? আর ধর্ম্ম থাকিল কোথা ? সে খোতবা শুনিবেকে ? সে উপাষণা গৃহে যাইবেকে ? আমরা অধিনস্থ প্রজা না যাইয়া নিস্তার নাই। জগদীশ ! আমাদের কর্ণ বধীর কর। চক্ষুর্য্যোতি হরণ কর। চলৎ শক্তি রহিত কর''। মহম্মদিয়গণ নানা প্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ; এজিদ পক্ষীয় বিধর্ম্মীরা দর্প করিয়া বলিতে লাগিল, ''মহম্মদের বংশের বংশ মর্য্যাদার চির গৌরব এখন কোথায় রহিল ? ধন্য মন্ত্রি মরিয়ান।''

এ সকল সংবাদ বন্দীরা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। এজিদ মনে করিয়াছেন যাহাদের জীবন আমার হস্তে, মুহূর্ত্ত প্রাণ রাখিতে পারি, মুহূর্ত্তে বিনাশ করিতে পারি। জুমার দিন জয়নালকে ধরিয়া আনিয়া মস্‌জিদে পাঠাইয়া দিব। যদি আমার নামে খোতবা পড়িতে অস্বীকার করে, রাজাজ্ঞা অমান্য অপরাধে তখনি উহার প্রাণ বিনাশ করিব।

জুম্মাবার উপস্থিত, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই মহম্মদীয়গণ প্রাণের ভয়ে উপাসনা মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরিয়ান জয়নাল আবিদিন নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ তোমাকে মসজিদে খোতবা পড়িতে হইবে।''

জয়নাল বলিলেন। "আমি প্রস্তুত আছি, এমামদিগের কার্য্যই উপাশনায় অগ্রবর্ত্তী হওয়া, খোতবা পাঠ ধর্ম্মের আলোচনা, শিষ্য দিগকে উপদেশ দান আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি অপেক্ষা কর আমি আমার মায়ের অনুমতি লইয়া আসিতেছি।

"তোমার মায়ের অনুমতি লইতেই যদি চলিলে তবে আর একটি কথা শুনিয়া যাও।"

"কি কথা ?"

"খোতবা পড়িতে হইবে বটে, কিন্তু তোমার পিতার নামে পড়িতে পারিবে না।"

চক্ষু পাকল করিয়া বলিলেন "কেন পারিব না ?''

"কেনর কোন উত্তর নাই' রাজার আজ্ঞা"

"ধর্ম্ম চর্চ্চায় বিধর্ম্মী রাজার আজ্ঞা কি? আমার ধর্ম্ম কার্য্য আমি করিব তাহাতে তোমাদের কথা কি? আমি যতদিন মদিনার সিংহাসনে না বসিব ততদিন পিতার নামেই খোতবা পাঠ করিব। এইত রাজার আজ্ঞা, তুমি কোন রাজার কথা বল?"

"তুমি নিতান্তই অবোধ? কিছুই বুঝিতেছ না। তোমার মায়ের নিকট বলিলে তিনি সকলই বুঝিতে পারিবেন।"

"আমি অবোধ না হইলে তোমাদের বন্দীখানায় কেন থাকিব। আর কি কথা আছে বল? মায়ের নিকট বলিব।"

"যিনি দামস্কের রাজা তিনিই এইক্ষণে মদিনার রাজা। মক্কা মদিনা এক রাজার রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে, এখন ভাব দেখি কাহার নামে খোতবা পড়িতে হয়?"

"আমি ও প্রকারের কথা বুঝিতে পারি না, যাহা বলিবার স্পষ্ট ভাবে বল।"

"তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কেবল থাকিবার মধ্যে আছে রাগ, বাদসা নামদার এজিদ নামে খোতবা পড়িতে হইবে।"

জয়নাল আবিদিন রোষে এবং দুঃখে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "কাফেরের নামে আমি খোতবা পড়িব? এজিদ কোন দেশের রাজা? আর কোন রাজার পুত্র?"

মরিয়ান অতি ব্যস্তে জয়নাল আবিদিনকে ধরিয়া সস্নেহে বলিতে লাগিলেন "সাবধান! সাবধান! ওকথা কখনই মুখে আনিও না। বালক বলিয়া মার্জ্জনা করিলাম। পুনরায় ঐরূপ কথা মুখে আনিলে নিশ্চয় তোমার মাথা কাটা যাইবে।"

"আমি মাথা কাটাইতে ভয় করিনা? তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও? আমি খোতবা পড়িতে যাইব না।

মরিয়ান, মনে করিয়াছিলেন যে, জয়নালকে বলিবামাত্র খোত বা পড়িতে আসিবে, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া অবাক হইলেন। এদিকেও উপসনার সময় অতি নিকট। মরিয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, এ সিংহ

শাবক নিকট চাতুরি চলিবে না, বল করিলেও কার্য্য উদ্ধার হইবে না। সালেমা বিবির নিকট যাইয়া বলি ;—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা-বয়সেও প্রবীণা, অবশ্যই ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া জয়নালকে সম্মত করিয়া দিবেন। সকলেই এক বন্দী গৃহে। মরিয়ান, বিবি সালেমা নিকট যাইয়া বলিলেন।

"আপনাদের কপালের এমনি গুণ যে, ভাল করিতে গেলেও মন্দ হইয়া যায়। আমার ইচ্ছা যে, কোন প্রকারে এই বিপদ হইতে আপনারা উদ্ধার পান।"

সালেমা বিবি বলিলেন, "কি প্রকারে ভাল করিতে ইচ্ছা করেন?"

"মহারাজ এজিদ নামদার আজ্ঞা করিয়াছেন যে, জয়নাল আবিদিন দ্বারা আজিকার জুম্মার খোতবা পড়াইয়া কারামুক্ত করিয়া দেও।"

"ভাল কথা। জয়নাল কৈ? তাহাকে একথা বলিয়াছ?"

"বলিয়াছি উত্তরও শুনিয়াছি।"

"সে কি উত্তর করিল। তার বুদ্ধি কি?"

"বুদ্ধি খুব আছে, ক্রোধ ও খুব আছে।"

"ক্রোধের কথা বলিও না। বাপু! তাহারা ধর্ম্মের দাস, ধর্ম্মই তাহাদের জীবন; বোধ হয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কথা বলিয়া থাকিবে। ধর্ম্ম বিরোধী কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ না করিলে কখনই সে শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয় না।"

"মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন, আজ জয়নাল আবিদিন হোসেনের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া, মক্কা মদিনা এইক্ষণে যাহার করতলে তাহারই নামে খোতবা পাঠ করুক। আমি আজই তাহাদিগকে বন্দি গৃহ হইতে মুক্ত করিয়া মদিনায় পাঠাইয়া দিব। জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য করুণ—কিন্তু দামস্ক রাজের অধীনে থাকিতে হইবে।"

"একি কথা! বন্দী হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই কি তিনি ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করিবেন? আমাদের প্রতি যে, এত অত্যাচার করিতেছে, তাহাকে যথার্থ ধার্ম্মিক বলিয়া কিরূপে স্বীকার করিব? পিতার প্রচারিত ধর্ম্মে যে, দীক্ষিত নহে মদিনার সিংহাসনের যে অধীশ্বর নহে, তাহার নামে কি প্রকারে খোতবা পাঠ হইতে পারে? তার আবার পাঠ করিবে জয়নাল আবিদিন। একি কথা?"

"আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, একটু শান্ত হউন, বন্দীভাবে থাকিয়া এতদূর বলা নিতান্ত অন্যায়। যাহা হউক আমি বলি যদি খোতবা টা পড়িলেই মুক্তিলাভ হয়, তায় হানি কি? জয়নাল মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিলে কি আর দামস্ক রাজের কোন ক্ষমতা থাকিবে? তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে; ইহাতে আর আপনাদের ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি কিছু নাই—কিন্তু———"

"আর কিন্তু কথা মুখে আনিবেন না, প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অনেক———"

"জয়নালকে একবার ডাকিতে বল"

জয়নাল আবিদিন আড়ালে থাকিয়া সকলি শুনিতে ছিলেন। সালেমা বিবির কথার আভাষেই নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।—মহা রোষের চিহ্ন, ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া, সালেমা বিবি অনুমানেই অনেক বুঝিলেন। সস্নেহে জয়নালের কপোলদেশ চুম্বন করিয়া অতি নম্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "এজিদের নামে খোতবা পড়ায় দোষ কি? যদি ভগবান কখনও তোমার সুখ সূর্য্যের মুখ দেখান, তোমার নামেই লক্ষ, লক্ষ, কোটি, কোটি, লোক খোতবা পাঠ করিবে। এখন মরিয়ানের কথা শুনিলে বোধ হয় ঈশ্বর ভালই করিবেন।"

জয়নাল বলিলেন, "আপনিও কি এজিদের নামে খোতবা পড়িতে অনুমতি করেন?"

"আমি অনুমতি করি না, তবে ইহা বলিতে পারি যে তোমার মুক্তির জন্য আমরা সকলে প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। একদিন খোতবা পড়িলেই যদি তুমি স্বপরিবারে বন্দীগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার, মদিনার সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে বসিতে পার, তবে তাহায় ক্ষতি কি ভাই? আরও কথা, তুমি ইচ্ছা করিয়া এই কুকার্য্যে রত হইতেছ না। এপাপ তোমাকে অর্শিবে না।"

"সামান্য কারামুক্তি হেতু আর মদিনার রাজ্যলাভ হেতু, আমি এজিদ নামে খোতবা পড়িব? এ বন্দীগৃহ হইতে মুক্তির জন্য ভয় কি? শক্তি হইলেই মুক্তি হইবে। যদি কেহ রাজ্য কাড়িয়া লইয়া থাকে, তাহার নিকট ভিক্ষা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করা অপেক্ষা তাহার অস্ত্রে মস্তক নিপাত করাই আমার কথা।"

সালেমা বিবি জয়নালের মুখে শত শত বার চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন! "তোমার মনঃস্কামনা সিদ্ধ হউক! ঈশ্বর তোমার মনোবাঞ্ছা—পূর্ণ করুন্।"

মরিয়ান বলিতে লাগিলেন "আপনারা এরূপ গোলযোগ করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। আর সময় নাই, যদি মদিনা যাইবার ইচ্ছা থাকে জয়নালকে খোতবা পাঠ করিতে মসজিদে প্রেরণ করুন। ইহাতে সম্মত না হন, আমার অপরাধ নাই।"

সালেমা বিবি বলিতে লাগিলেন, "জয়নাল! তুমি ঈশ্বরের নাম করিয়া মসজিদে যাও। তোমার ভালই হইবে।"

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, "আপনি যাইতে আজ্ঞা করিলেন?

"হাঁ আমি যাইতে আজ্ঞা করিলাম। তোমার কোন চিন্তা নাই, আরও একটি কথা বলিতেছি শুন। শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেই ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবে। একদা তোমার পিতামহ হজরত আলি, কাফের-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আম্বাজ নামে এক নগরে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া শুনিলেন;—এদেশ পুরুষাধিকারে নহে। একজন রাজ্ঞীর অধিকার সম্ভূতা, আরও আশ্চর্য্য কথা, রাজ্ঞী এ প্যর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তাঁহার পণ এই, বাহু যুদ্ধে যে তাঁহাকে পরাস্ত করিবে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন, আর জয়ী হইলে পরাজিত পক্ষকে আজীবন দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে। মহাবীর আলি, স্ত্রীলোকের এই পণের কথা শুনিয়া যুদ্ধে প্রস্তুত হইলেন। বিবি "হনুফা" তিনিও কম ছিলেন না। আরবীয় যাবতীয় বীরকে তিনি জানিতেন। তাঁহারও মনে মনে ইচ্ছা ছিল, যে আলিকে পরাস্ত করিয়া একজন মহাবীর দাস লাভ করিবেন। ঘটনা ক্রমে সুযোগ ও সময় উপস্থিত,—দিন নির্ণয় হইল। রূপের গরিমায়,—যৌবনের জলন্ত প্রতিভায়—বিবি হনুফা আরবের সুবিখ্যাত বীরকেও তুচ্ছ জ্ঞানে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হন, কিন্তু পরিশেষে পরাস্ত হইয়া মুহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে মহাবীর আলিকে স্বামিত্বে বরণ করেন। হজরত আলি বিবি ফাতেমার ভয়ে একথা মদিনায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন না। সময়ে বিবি হনুফার গর্ভে এক পুত্র

সন্তান হয়। আলী সে সময় মহা চিন্তিত হইয়া কি করেন, কথাও গোপন থাকে না। বিবি ফাতেমার ভয়ও কম নহে। পুত্রকে গোপনে আনাইয়া একদা প্রভু মহম্মদের পদ প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া, যোড় হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রভু মহম্মদ পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া মুখে চুমা দিয়া বলিলেন আমি সকলি জানি। আমি ইহার নাম ইহার মাতার নামের সহিত এবং আমার নামের সহিত যোগ করিয়া রাখিলাম। বিবি ফাতেমা দেখিলেন যে, একটি অপরিচিত সন্তানকে প্রভু ক্রোড়ে করিয়া বার বার মুখে চুমা দিতেছেন। বিবি ফাতেমা সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করায়, প্রভু সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলে বিবি ফাতেমা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পিতাকে এক প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, আমার স্বপত্নী-পুত্রকে আপনি স্নেহ করিতেছেন? আর কোন বিবেচনায় আপনার নামের সহিত যোগ দিয়া ইহার নাম রাখিলেন?"

প্রভু বলিলেন, "ফাতেমা শান্ত হও। এই মহম্মদ হানিফা তোমার কি কি উপকার করিবে শুন। যে সময় তোমার প্রিয় পুত্র হোসেন কারবালার মহা প্রান্তরে, এজিদের আজ্ঞায় শিমার হস্তে সহিদ হইবে। তোমার বংশে এক জয়নাল আবিদিন ভিন্ন পুরুষ পক্ষে আর কেহ থাকিবে না। তোমার আত্মীয় স্বজন, ভগ্নি, পুত্রবধুরা এজিদের সৈন্য হস্তে কারবালা হইতে দামস্কে বন্দীভাবে আসিবে। তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। সেই কঠিন সময় এই মহম্মদ হানিফ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া, জয়নাল আবিদিনকে মদিনার সিংহাসনে বসাইবে।"

বিবি ফাতেমা পিতৃমুখে এই সকল কথা শুনিয়া, মহম্মদ হানিফাকে আহ্লাদে ক্রোড়ে করিয়া হানিফার আপাদ মস্তক চুমা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। "প্রাণাধিক! তুমি আমার পুত্র তুমি আমার হৃদয়ের ধন, মস্তকের মণি! আমার চুম্বিত স্থানে কোনরূপ অস্ত্র প্রবেশ করিবে না। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্ব বিজয়ী হইয়া জগতে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিবে। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও।" যে সময় কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের সূচনা হয়, সেই সময় আমি গোপনে এক জন কাসেদকে মহম্মদ হানিফার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া পাঠাইয়াছি। মহম্মদ হানিফা শীঘ্রই দামস্কে আসিয়া

আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।এইত শাস্ত্রের কথা। এখন সকলি ঈশ্বরের হাত আরও একটী কথা হোসেন যুদ্ধ যাত্রা কালে কি বলিয়া গিয়াছিল মনে হয়? বলিয়াছিল যে;"তোমরা ভাবিও না এমন একটি লোক আছে যদি তাহার কর্ণে এই সকল ঘটনার অণুমাত্রও প্রবেশ করে তবে ইহার প্রতিশোধ সে অবশ্যই লইবে"। সে কে? মহম্মদ হানিফা"।

জয়নাল আবেদিন এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আর বিলম্ব করিলেন না খোতবা পাঠ করিবেন স্বীকার হইয়া উপাসনার সমুচিত পরিধেয় লইয়া বহির্গত হইলেন। মরিয়ান ও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। নগরে হুল স্থুল পড়িয়াছে আজ জয়নাল আবেদিন এজিদ নামে খোতবা পাঠ করিবে। মরিয়ানের আনন্দের সীমা নাই। আজ এজিদের আশা সম্পূর্ণ রূপ পূর্ণ হইল। জয়নাল উপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপাসনান্তর খোতবা আরম্ভ করিলেন। মহম্মদীয়গণের অন্তরে খোতবার শব্দগুলি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। কোন মুখে জয়নাল আবেদিন মদিনার এমামের নাম অর্থাৎ হোসেনের নাম স্থানে এজিদের নাম উচ্চারণ করিবেন, সময় উপস্থিত হইল খতিবের † মুখে কেহ এজিদেরনাম শুনিল না। পূর্ব্বেও যে নাম এখনও সেই "হোসেনের!" নাম।

মহম্মদীয়গণ মনের আবেগে আনন্দে আহ্লাদে জয় জয় করিয়া উঠিল। এজিদ পক্ষ রোষে, ক্রোধে, অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, জয়নাল আবিদিনকে নানা প্রকার কটু বাক্যে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ভজনালয় হইতে বাহির হইল। এজিদ ক্রোধে অধীর হইয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে আসিয়া বলিলেন, "এখনি জয়নালের শিরশ্ছেদ করিব। এত চাতুরি আমার সঙ্গে?"

"মরিয়ান বলিতে লাগিলেন, বাদসা নামদার! আশা সিন্ধু এখনও পার হই নাই, তবে বহুদুর আসিয়াছি বলিয়া ভরসা হইয়াছে; অচিরেই তীরে উঠিব। কিন্তু মহারাজ! আজ যে;—একটী গোপনীয় কথা শুনিয়াছি, তাহাতে জয়নাল আবেদিনের জীবন শেষ করিলে এমাম বংশ সমুলে বিনাশ হইবে না, বরং সমরানল মহাতেজে জ্বলিয়া উঠিবে। সে দুর্দ্দান্ত প্রমত্ত বারণকে যতদিন মরিয়ান কৌশলাঙ্কুশে হোসেনের দাদ উদ্ধার পদবেক্ষণ হইতে নিবারণ করিতে

---

† খতিব যে খোতবা পাঠ করে।

না পারিবে,—ততদিন মরিয়ানের মনে শান্তি নাই। আপনার জীবনেরও ভরসা নাই!"

এজিদ—তরবারি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "সে কি কথা? হোসেন বংশে এখনও প্রমত্ত কুঞ্জরসম বীর আছে? আমিত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না?

মরিয়ান বলিলেন, জয়নালকে নির্দ্দিষ্ট বন্দী গৃহে প্রেরণ আদেশ হউক। আমি সে গুপ্ত কথা নিগূঢ় তত্ত্ব এখনই বলিতেছি।

ষষ্ঠ প্রবাহ

যে নগরে সুখসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গখেলা করিতেছিল,—মহানন্দের স্রোত বহিতেছিল, রাজপ্রাসাদ,—রাজপথ,—প্রধান প্রধান সৌধ, আলোক মালায় পরিশোভিত হইয়াছিল। ঘরে ঘরে নৃত্য, গীত, বাজনার ধূম পড়িয়াছিল, রঞ্জিত পতাকা সকল হেলিয়া, দুলিয়া, শুভ সূচক চিহ্ন দেখাইতেছিল; হঠাৎ সমুদায় বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহানন্দ বায়ু থামিয়া বিষাদ ঝটিকা-বেগ রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল। মাঙ্গলিক পতাকারাজী নতশীরে হেলিতে—দুলিতে—পড়িয়া গেল। রাজ প্রসাদের বাদ্যধ্বনী,—নপুরের ঝন্‌ঝনী, সুমধুর কণ্ঠস্বর আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। সুহাস্য আস্য সকল বিষাদ নিলিমা রেখায় মলিন হইয়া গেল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাইতেছে না। রাজভবনের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখিয়া কতজনে কত কথার সমালোচনায় বসিয়া গেল। শেষে সাব্যস্ত হইল, কোন গুরুতর, মনঃপীড়া জন্মিয়া থাকিবে। কারণ?— কারবালা হইতে বিবি সালেমা যে কাসেদ পাঠাইয়া ছিলেন, সেই কাসেদের আগমন।

এ প্রদেশের নাম আম্বাজ। রাজধানী হনুফা নগরে এই সমৃদ্ধিশালী মহানগরীর দণ্ডধর মহম্মদ হানিফা সম্রাট স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আমোদ

আহ্লাদে মাতিয়া ছিলেন, শুভ সময়ে শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন, আশা-ছিল, এমন সময়ে কাসেদ আসিয়া হরিষে সম্পূর্ণ বিষাদ ঘটাইয়া মহম্মদ হানিফকে, নিতান্তই দুঃখিত করিয়াছে।

হোসেনের সাংঘাতিক মৃত্যু, জেয়াদের সখ্যতা, মরিয়ানের আচরণ, এবং কুফার পথ ভুলিয়া, হোসেনের কারবালায় গমন, ও ফোরাত নদী তীর শত্রু পক্ষ হইতে বেষ্টন, এই সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে, বিষাদে নরপাল মহা অস্থির হইয়াছেন। কাসেদ সম্মুখে অবনত শিরে দণ্ডায়মান।

"মহম্মদ হানিফ বলিতেছেন, "হা! জীবিত থাকিতেই ভ্রাতঃ হোসেনের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে হইল? ভ্রাত হোসেনও কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে কষ্টে পড়িয়া আছেন। হায়! এতদিন নাজানি কি ঘটনাই ঘটিয়া থাকিবে? জগদীশ! আমার প্রার্থনা, দাসের এই প্রার্থনা,—কারবালা প্রান্তরে যাইয়া যেন ভ্রাতার পবিত্র চরণ দেখিতে পাই। পিতৃহীন কাসেমের মুখ খানি যেন দেখিতে পাই। দয়াময়! আমার পরিজনকে রক্ষা করিও, দুরন্ত কারবালা প্রান্তরে তুমি ভিন্ন আর তাহাদের সহায় কেহ নাই। দয়াময়! দয়াময়! আমার মনে শান্তি দান কর। আমি, সুস্থির ভাবে যেন কারবালায় গমন করিতে পারি।—পূজ্য পাদ ভ্রাতার সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। দয়াময়! আমার শেষ ভিক্ষা যে তোমার একিঙ্করের চক্ষু কারবালার প্রান্ত সীমা না দেখা পর্য্যন্ত, হোসেন শিবির শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিও।"

"এই প্রকার উপাসনা করিয়া মহম্মদ হানিফ সৈন্যগণকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। আরও বলিলেন যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে, কারবালায় যাইতে হইবে। আমি এ নগরে আর ক্ষণকালের জন্যও থাকিব না। রাজ কার্য্য প্রধান মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত থাকিল।"

মাহাম্মদ হানিফ ঈশ্বরের নাম করিয়া বীর-সাজে সজ্জিত হইলেন। যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ গাজী রহমানকে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ কবিয়া কারবালাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাসেদ সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সপ্তম প্রবাহ।

তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? কোন কুক্রিয়ার ফলে তোমার এদশা ঘটিয়াছে? যখন পাপ করিয়াছিলে তখন কি তোমার মনে কোন কথা উদয় হয় নাই? এখন লোকালয়ে মুখ দেখাইতে এত লজ্জা কেন? খোল! খোল! মুখের আবরণ খোল, দেখি কি হইয়াছে? চিরপাপী পাপ পথে দণ্ডায়মান হইলে আর হিতাহিত জ্ঞানের অণুমাত্রও অন্তরে উদয় হয় না। যেন তেন প্রকারে পাপকূপে ডুবিতে পারিলেই এক প্রকারে রক্ষা পায়,—কিন্তু পরক্ষণে অবশ্যই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

পাঠক! লিখনির গতি বড় চমৎকার! ষষ্ঠ প্রবাহে কোথায় লইয়া গিয়াছি আবার সপ্তম প্রবাহে কোথায় আনিয়াছি। সম্মুখে পবিত্র রওজা। পুণ্যভূমি মদিনার সেই রওজা। পবিত্র রওজার মধ্যে অন্য লোকের গমন নিষেধ, একথা আপনারা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। আর যাহার জন্যে উপরে কয়েকটি কথা বলা হইল সে আগন্তুক কি করিতেছে? দেখিতেছেন? সে পাপী পাপ মোচন জন্য এখন কি কি করিতেছে, দেখিতেছেন? রওজার বহির্ভাগস্থ মৃত্তিকার ধুলী অনবরত মুখে মস্তকে মর্দ্দন করিতেছে, আর বলিতেছে, প্রভু রক্ষা কর। "হে! হাবিবে খোদা"! আমায় রক্ষা কর। হে নুরনবী মহম্মদ! আমায় রক্ষা কর। তুমি ঈশ্বরের প্রিয় বন্ধু! তোমার নামের গুণে নরকাগ্নি নরদেহ নিকট আসিতে পারে না। তোমার রওজার পবিত্র ধুলিতে শত শত জরাগ্রস্থ মহা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি নিরোগ হইয়া সুকান্তিলাভ করিতেছে, সাংঘাতিক বিষের বিষাক্ত গুণ হ্রাস হইতেছে, সেই বিশ্বাসে নরাধম পাপী বহুকষ্টে পবিত্র ভূমি মদিনায় আসিয়াছে। যদিও আমি প্রভু হোসেনের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছি, দয়াময়! হে! দয়াময় জগদীশ! তোমার করুণাবারি পাত্র ভেদে নিপতিত হয় না, দয়াময়! তোমার নিকট সকলি সমান। জগদীশ! এই পবিত্র রওজার ধুলীর মাহাত্মে আমায় রক্ষা কর।

ক্রমে এক দুই করিয়া জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আগন্তুকের আত্মগ্লানি মুক্তি কামনার প্রার্থনা শুনিয়া সকলেই সমোৎসুক হইয়া কোথায় নিবাস,

কোথা হইতে আগমন এই সকল প্রশ্ন করিতেলাগিল। আগন্তুক বলিল, "আমার দু-র্দশার কথা বলি। ভাইরে! আমি এমামহোসেনের দাস। প্রভু যখন সপরিবারে কুফায় গমন জন্য মদিনা হইতে যাত্রা করেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম; দৈব নির্ব্বন্ধনে কুফার পথ ভুলিয়া আমরা কারবলায় যাই" (সকলে মহাব্যস্তে) "তারপর?" "তারপর?" তারপর কারবালা! যাইয়া" দেখি যে, এজিদ সৈন্য পূর্ব্বেই আসিয়া ফেরাত নদী কুল ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একবিন্দু জল লাভেরও আর আশা নাই। আমার দেহ মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। সমুদয় বৃত্তান্ত আমি একটু সুস্থ না হইলে বলিতে পারিব না। আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম।

মদিনাবাসিরা আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর কি হইল বল, জল না পাইয়া কি হইল?"

"আর কি বলিব, রক্তারক্তি মার, মার, কাট, কাট, আরম্ভ হইল, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল তরবার চলিল; কারবালার মাঠে রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল, মদিনার কেউ বাচিল না।"

"এমাম হোসেন, এমাম হোসেন?"

"এমাম হোসেন শিমার হস্তে সহিদ হইলেন।"

সমস্বরে আর্ত্তনাদ সজোরে বক্ষে করাঘাত হইতে লাগিল। "মুখে হায় হোসেন! হায় হোসেন!!"

কেহ কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা তখনি বারণ করিয়া-ছিলাম যে, হাজরাত মদিনা পরিত্যাগ করিবেন না। নুরনবী মহম্মদের পবিত্র রওজা পরিত্যাগ করিয়া, কোন স্থানে যাইবেন না।"

কেহ কেহ আর কোন কথা না শুনিয়া এমাম শোকে কান্দিতে কান্দিতে পথ বহিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ ঐ স্থানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর, যুদ্ধ অবসানের পর কি হইল।"

"যুদ্ধ অবসানের পর কে কোথায় গেল, কে খুজিয়া দেখে? স্ত্রীলোক মধ্যে যাহারা বাঁচিয়াছিল ধরিয়া ধরিয়া উটে চড়াইয়া দামস্কে লইয়া গেল। জয়নাল আবিদিন যুদ্ধে যায় নাই মারাও পড়ে নাই। আমি জঙ্গলে পালাইয়া-

ছিলাম। যুদ্ধ শেষে এমামের সন্ধান করিতে রণক্ষেত্রে, শেষে ফেরাত নদী তীরে, গিয়া দেখি যে, একবৃক্ষ মূলে হোসেনের দেহ পড়িয়া আছে, কিন্তু মস্তক নাই, রক্ত মাখা খঞ্জর খানিও এমামের দেহের নিকট পড়িয়া আছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে এমামের "পায়জামার" বন্দ মধ্যে বহু মূল্য একটি মুক্তা থাকিত, সেই মুক্তা লোভে দেহের নিকট গিয়া যেমন বন্ধ খুলিতেছি; এমামের বাম হস্ত আসিয়া সজোরে আমার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিল আমি মহা ভীত হইলাম, সে হাত কিছুতেই আর ছাড়ে না। মুক্তা হরণ করা দূরে থাকুক আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি। সাত পাঁচ ভাবিয়া নিকটস্থ খঞ্জর, বাম হাতে উঠাইয়া সে পবিত্র হস্তে আঘাত করিতেই হাত ছাড়িয়া গেল। কিন্তু কর্ণে শুনিলাম———"তুই অনুগত দাস হইয়া আপন প্রভুর সহিত এই ব্যবহার করিলি? সামান্য মুক্তা লোভে এমামের হস্তে আঘাত করিলি? তোর শাস্তি————তোর মুখ কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের মুখে পরিণত হউক, জগতেই নরকাগ্নির তাপে তোর অন্তর, দেহ, সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকুক।" এই আমার দুর্দ্দশা, এই আমার মুখের আকৃতি দেখুন, আমি আর বাঁচি না, সমুদায় অঙ্গে যেন আগুন জ্বলিতেছে। আমি পূর্ব্ব হইতেই জানি যে হাজরাতের রওজার ধুলি গায়ে মাখিলে—মহারোগও আরোগ্য হয়, জ্বালা যন্ত্রণা সকলি কমিয়া জল হইয়া যায়। সেই ভরষাতেই মহাকষ্টে কারবালা হইতে এই পবিত্র রওজায় আসিয়াছি।"

মদিনাবাসীগণ, এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই আর কেহই তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সকলেই এমাম শোকে কাতর হইলেন। নগরের প্রধান প্রধান এবং রাজসিংহাসন সংশ্রবি মহোদয়গণ, সেই সময়েই নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া কি কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য, রওজার নিকটস্থ উপাসনা মন্দির—সম্মুখে মহাসভা আহ্বান করিয়া একত্রিত হইলেন।"

"কেহ বলিলেন এজিদকে বান্দিয়া আনি।"

"কেহ বলিলেন, দামস্ক নগর ছারখার করিয়া দেই।"

বহু তর্ক বিতর্কের পর শেষে সুস্থির হইল,"যে নায়ক বিহনে স্ব স্ব প্রাধান্যে ইহার কোন প্রতিকারই হইবে না। আমরা মদিনার সিংহাসনে একজন উপযুক্ত লোককে বসাইয়া তাহার অধীনতা স্বীকার করি। প্রবল তরঙ্গ মধ্যে

শিক্ষিত কর্ণধার বিহনে যেমন তরী রক্ষা করা কঠিন। রাজ বিপ্লবে, বিপদে, এক জন ক্ষমতাশালী অধিনায়ক না হইলে, রাজ্য রক্ষা করাও মহা কঠিন। স্ব স্ব প্রাধান্যে কোন কার্য্যেরই প্রতুল নাই।"

সমাগত দল মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "কাহার অধীনতা স্বীকার করিব? পথের লোক ধরিয়া কি মদিনার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন? মদিনাবাসিরা, কোন্ অপরিচিত নীচ বংশীয় নিকট নতশিরে দণ্ডায়মান হইবে? প্রভু মহম্মদের বংশে ত এমন কেহ নাই যে, তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া জন্ম ভূমির গৌরব রক্ষা করিব।"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, মহম্মদ হানিফ এখনও বর্ত্তমান আছেন। হোসেনের পর তিনিই আমাদের পূজ্য, তিনিই রাজা। ইহার পর হোসেনের আরও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অনেক আছেন;—কারবালার এই লোমহর্ষণ ঘটনা শুনিয়া, তাঁহারা কি স্ব স্ব সিংহাসনে বসিয়াই থাকিবেন? ইহার পর নূরনবি মহাম্মদের ভক্ত অনেক রাজা আছেন, এই সকল ঘটনা তাঁহাদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারাই কি নিশ্চিন্তিত ভাবে থাকিবেন? এজিদ ভাবিয়াছে কি? মনে করিয়াছে যে, হোসেন বংশ নির্ব্বংশ করিয়াছি—নিশ্চিন্তে থাকিব; তাহা কখনই ঘটিবেনা; চতুর্দ্দিক হইতে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে। আমরা এখনই উপযুক্ত একজন কাসেদ, হনুফা নগরে প্রেরণ করি। আপাততঃ মহম্মদ হানিফাকে সিংহাসনে বসাইয়া যদি জয়নাল আবিদিন প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তবে তাঁহার উদ্ধারের উপায় করি। সঙ্গে সঙ্গে এজিদের দর্প চূর্ণ করিতেও সকলে আজ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।"

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তখনি হনুফা নগরে কাসেদ প্রেরিত হইল।

প্রথম বক্তা পুনরায় বলিলেন "মহম্মদ হানিফা মদিনায় না আসা পর্য্যন্ত আমরা কি কিছুই করিব না। শোক—বস্ত্র যা যে অঙ্গে ধারণ করিয়াছি রহিল। জয়নাল আবিদিনের উদ্ধার, এজিদের সমুচিত শাস্তি বিধান না করিয়া, আর এ শোক—সিন্ধুর প্রবল তরঙ্গ প্রতি কখনই দৃষ্টি করিব না। আঘাত লাগুক, প্রতিঘাতে অন্তর ফাটিয়া যাউক, মুখে কিছুই বলিব না। কিন্তু সকলেই ঘরে ঘরে যুদ্ধ সাজের আয়োজন কর।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া সভা ভঙ্গ করিলেন, হোসেন—শোকে সকলেই অন্তরে কাতর; কিন্তু নিতান্ত উৎসাহে যুদ্ধ সজ্জার আয়োজনে বিবৃত রহিলেন। নগরবাসীগণের অঙ্গে শোক বস্ত্রে—দ্বিতল ত্রিতল গৃহ দ্বারে, গবাক্ষে শোক চিহ্নে নগরের প্রান্ত সীমায় শোক সূচক ঘোর নীলবর্ণ,নিশান উড্ডীয়মান হইয়া জগত কান্দাইতে লাগিল।

এ দিকে দামস্ক নগরে—আবার রণ ভেবী বাজিয়া উঠিল। এজিদের লক্ষাধিক সৈন্য সমর সাজে সজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে যাত্রা করিল। হানিফার মদিনা আগমনের পূর্ব্বেই সৈন্যগণ মদিনা প্রবেশ-পথে অবস্থিতি করিয়া, হানিফার গমন পথে বাধা দিবে ইহাই মরিয়ানের মন্ত্রণা। মহম্মদ হানিফা প্রথমে কারবালায় গমন করিবেন, তৎপর মদিনায় না যাইয়া, মদিনাবাসীদিগের অভিমত না লইয়া, হজরতের রওজা পরিদর্শন না করিয়া, কখনই দামস্ক আক্রমণ করিবেন না—ইহাই মরিয়ানের অনুমান; সুতরাং মদিনা প্রবেশ-পথে সৈন্য সমবেত করিয়া রাখাই আবশ্যক। এবং সেই প্রবেশ-পথে হানিফার দর্প চূর্ণ করিয়া, জীবন শেষ করাই যুক্তি। এই সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করিয়া, এজিদও মরিয়ানের অভিমতে মত দিলেন;—তাই আবার রণভেবী বাজিয়া উঠিল। ওতবে অলিদ দামস্ক হইতে আবার মদিনা অভিমুখে সৈন্য সহ চলিলেন। হানিফার প্রাণ বিনাশ, কি বন্দী করিয়া দামস্কে প্রেরণ না করা পর্য্যন্ত মদিনা আক্রমণ করিবেন না ইহাও স্থির হইল। কারণ মহম্মদ হানিফাকে পরাস্ত না করিয়া মদিনার সিংহাসন লাভ করিলেও তাহাতে নানা বিঘ্ন। এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ওতবে অলিদ মদিনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ওতবে অলিদ নির্ব্বিঘ্নে যাইতে থাকুন আমরা একবার হানিফার গম্যপথ দেখিয়া আসি।

অষ্টম প্রবাহ

কি চমৎকার দৃশ্য! মহাবীর মহম্মদ হানিফ, অশ্ব-বল্‌গা সজোরে টানিয়া অশ্ব-গতি রোধ করিয়াছেন। গ্রীবা বক্র, দৃষ্টি পশ্চাৎ—কারণ সৈন্যগণ কত দূরে তাহাই লক্ষ। অশ্ব, সম্মুখস্থ পদদ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এক পার্শ্বে মদিনার কাসেদ। হানিফার—চক্ষু জলে পরিপূর্ণ। দেখিতে দেখিতে—অর্দ্ধচন্দ্র এবং পূর্ণ তারা--সংযুক্ত নিশান হেলিয়া দুলিয়া ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গাজি রহমান উপস্থিত হইলেন। প্রভুর সজল চক্ষু, মুখ ভাব মলিন। নিকটে অপরিচিত কাসেদ, বিষাদের স্পষ্ট আভা। নিশ্চয়ই বিপদ! মহাবিপদ! বুঝি হোসেন ইহ জগতে নাই?

গাজি রহমান! আপনার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত; মহম্মদ হানিফ ভ্রাতৃ হারা, জ্ঞাতি হারা হইয়া এইক্ষণে জ্ঞান হারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন। রক্ষার উপায় দেখুন। ভ্রাতৃশোক মহাশোক!

মহম্মদ হানিফ গদ গদ স্বরে বলিলেন, "গাজি রহমান আর কারবালায় যাইতে হইল না, বিধির নির্ব্বন্ধনে ভ্রাতৃবর হোসেন শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন। এমাম বংশ সমূলে বিনাশ হইয়াছে। পরিজন মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া আছেন; তাঁহারাও দামস্ক নগরে এজিদ কারাগারে বন্দী। এইক্ষণ কি করি? আমার বিবেচনায় অগ্রে মদিনা যাইয়া প্রভু মহম্মদের রওজা পরিদর্শন করি। পরে অন্য বিবেচনা।"

রহমান বলিলেন, "এ অবস্থায় মদিনাবাসীদিগের মত গ্রহণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। রাজা বিহনে সেখানেও নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। এমাম বংশে কেহ নাই একথা যথার্থ হইলে, পুণ্য ভূমি মদিনা যে এতদিন এজিদ পদ ভরে দলিত হয় নাই ইহারইবা বিশ্বাস কি? তবে অনিশ্চিতে অন্য চিন্তা নিরর্থ। মদিনাভিমুখে যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

পুনরায় মহম্মদ হানিফ বলিতে লাগিলেন, "যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, ভবিতব্যের লিখা খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। মদিনাভিমুখে গমনই যখন স্থির হইল। বিশ্রামের কথা যেন কাহারও অন্তরে আর উদয় না হয়, সৈন্যগণ সহ আমার পশ্চাৎগামী হও।"

দিবরাত্রি গমন। বিশ্রামের নাম কাহারও মুখে নাই। এই প্রকার কয়েক দিন অবিশ্রান্ত গমন করিলে ২য় কাসেদ, সহিদ দেখা হইল। জাতীয় নিশান দেখিয়াই—মহম্মদ হানিফ গমনে ক্ষান্ত দিলেন।

"কাসেদ যথাবিধি অভিবাদন করিয়া যোড় করে বলিতে লাগিল। বাদসা নামদার! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা হউক। আমি মদিনার কাসেদ।"

মহম্মদ হানিফা বিশেষ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?

"পূর্ব্ব সংবাদ বাদসাহ নামদারের! অবিদিত নাই। তৎপর যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আর আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—বলিতেছি।"

"বাদসা নামদার! আপনার ভ্রাতৃবংশে পুরুষ পক্ষে কেবল মাত্র জয়নাল আবিদিন জীবিত আছেন। তিনি তাঁহার মাতা, ভগ্নি, পিতৃব্য পত্নী দামস্ক নগরে বন্দী। দিনান্তে এক টুকরা শুস্ক রুটী, একপাত্র জল ভিন্ন আর কোন প্রকারের খাদ্যের মুখ দেখিতে তাঁহাদের ভাগ্যে নাই। এজিদ এইক্ষণে অগ্নিমুর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছে। সে কেবল আপনার সংবাদে। আপনার প্রাণ বিনাশ করাই এইক্ষণে তাহার প্রথম কার্য্য। ওতবে অলিদকে লক্ষাধিক সৈন্য সহ সাজাইয়া মদিনার শিমায় পাঠাইয়া দিয়াছে। ওতবে অলিদ মদিনা আক্রমণ না করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় মদিনার প্রবেশ-পথ রোধ করিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত ভাবে রহিয়াছে। অলিদ আপনার শিরশ্ছেদ করিয়া, পরে মদিনার সিংহাসনে এজিদ পক্ষ হইতে বসিবে ইহাই ঘোষণা করিয়াছে। এক্ষণে যাহা ভাল হয় করুন।"

মহম্মদ হানিফা আবার এক নূতন চিন্তায় নিপতিত হইলেন। সহজে মদিনা যাইবার আর সাধ্য নাই, প্রথম যুদ্ধ, পরে প্রবেশ, তাহার পর মদিনাবাসীদিগের সহিত সাক্ষাত।

গাজী রহমান বলিলেন, "তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য! যেখানে বাধা সেই খানেই সমর; এত বিষম ব্যাপার! অলিদ চতুরতা করিয়া এমন কোন স্থানে যদি শিবির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে যে, সম্মুখে সুপ্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র নাই, শিবির নির্ম্মাণের উপযুক্ত স্থান নাই, জলের সুযোগ নাই, সৈন্যদিগের দৈনিক ক্রীড়া করিবার উপযুক্ত প্রাঙ্গন নাই, তবেত মহাবিপদ। অগ্রেই গুপ্তচর, চিত্রকর এবং কুঠারধারীগণকে ছদ্মবেশে [illegible] করিতে হইতেছে।"

মহম্মদ হানিফা বলিলেন, "আমার মতি স্থির নাই, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুণ। তবে এইমাত্র কথা যে, বিপদে, সম্পদে, শোকে, দুঃখে সর্ব্বদা সকল সময় যে, ভগবান—তাঁহারই নাম করিয়া চলিতে থাক। যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। আব এখান হইতে আমার আর আর বৈমাত্র ভ্রাতাগণ যাঁহারা যেখানে আছেন তাঁহাদিগকে এমামেব অবস্থা, এমাম পরিবারে অবস্থা, বিস্তারিত রূপে লিখিয়া কাসেদ পাঠাও। একথাও লিখিয়া দেও যে, পদাতিক, অশ্বারোহী, ধানুকী প্রভৃতি যত প্রকার যোধ যাহার অধীনে যত আছে, তাঁহাদের আহারের সংগ্রহ করিয়া মদিনা প্রান্তরে আসিয়া আমার সহিত যোগদান করুন্। এরাফনগরে মসহাব কাক্কা, আম্মান নগরে, এব্রাহিমওয়াদী, তোগান বাজ্যে অলিওয়াদ নিকটে ও সমুদয় বিবরণ লিখিয়া কাসেদ প্রেরণ কর। আর আর মুসলমান রাজা, যিনি যে প্রদেশে, যে নগরে রাজ্য বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহাদেব নিকটও এই সকল সমাচার লিখিয়া পাঠাও। শেষে এই কয়েকটি কথা লিখিও যে, ভ্রাতৃগণ! যদি জাতীয় ধর্ম্মরক্ষার বাসনা থাকে, মহম্মদীয় ধর্ম্ম জগতে স্থায়ীত্ব রাখিতে ইচ্ছা থাকে, কাফেরের রক্তে এসলাম অস্ত্র রঞ্জিত করিতে আশা থাকে, আর প্রভু মহম্মদের প্রতি যদি অটলভক্তি থাকে, তবে এই পত্র প্রাপ্ত মাত্র আপন আপন সৈন্যসহ মদিন প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হও। প্রভু—পরিবার প্রতি যে দৌরাত্ম হইতেছে; সবিবয় আলোচনা করিয়া এখন কেহ দুঃখিত হইও না। এখন ধর্ম্মরক্ষা, মদিনার সিংহাসন রক্ষা, এজিদের বধ, হোসেন পরিজনের উদ্ধার, এই সকল কথাই যেন জপমালার জাপ মন্ত্র হয়। এইক্ষণে কেহ চক্ষের জল ফেলিও না। কান্দিবার দিনে সকলে একত্র হইয়া কান্দিব। শুধু আমরা কয়েক জনেই যে কান্দিব, তাহা নহে। জগৎ কান্দিবে,-এজগত চিরদিন কান্দিবে, স্বর্গীয় দূত এস-রাফিল জীবের জীবলীলা শেষ করিতে সে দিনে ঘোর রোলে ভেরী বাজাইয়া জগত সংহার করিবেন. সে দিন পর্য্যন্ত জগত কান্দিবে। দুঃখ করিবার দিন ধরা রহিল। এখন অস্ত্র ধর, শত্রু বিনাশ কর, মহম্মদীয় দিন ঐ ভেরী বাদনা দিন পর্য্যন্ত অক্ষয়রূপে স্থায়ীত্ব কর। রহমান! এসকল কথাগুলি লিখিতে কখনি ভুলিও না।"

গাজি রহমান প্রভুর আদেশ মত 'নামা' পত্র যাহা যাহার নিকট উপ-

যুক্ত তখনই লিখাইতে আরম্ভ করিলেন; সৈন্যগণও সকল ক্রমে আসিয়া জুটিল। রাজা দেশে, সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান অধ্যক্ষগণকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করাইলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে, কাসেদ সকল প্রেরিত হইল। আবার গমনে অগ্রসর হইলেন। একদিন প্রেরিত গুপ্তচর ও সন্ধানি লোকদিগের সহিত দেখা হইল। সবিস্তার অবগতে পুনরায় যাইতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থান অতি নিকট জানিয়া মহাবেগে গমন বেগ বৃদ্ধি করিলেন।

নবম প্রবাহ।

ওতবে অলিদ, সৈন্য সহ মদিনা প্রবেশ-পথে, প্রান্তরে হানিফার অপেক্ষায় রহিয়াছেন। একদা সায়াহ্ন কালে একজন অনুচরসহ নিকটস্থ শৈল শিখরের বায়ু সেবন আশায়ে সজ্জিত বেশে বহির্গত হইয়াছেন। পাঠক! যে স্থানে মায়মুনার সহিত মরিয়ান নিশিথ সময়ে কথা কহিয়াছিলেন, এ সেই পর্ব্বত হোসেনের তরবারির চাকচক্য দেখিয়া যে পর্ব্বতের গুহায় অলিদ লুকাইয়া ছিলেন; এ সেই পর্ব্বত। শৈল শিখরে বিহার করিবেন, প্রকৃতির স্বাভাবিক শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবেন আশাতেই এখানে অলিদের আগমন। আশার অভ্যন্তরে যে একটু স্বার্থ না আছে তাহাও নহে। স্বাভাবিক দৃষ্টির বহিভূত যদি কোন ঘটনা ঘটিবার লক্ষণ অনুমান হয় প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার জন্য দূর-দর্শন যন্ত্র ও সঙ্গে আনিয়াছেন। অশ্বতরি সকল সমতল ক্ষেত্রে রাখিয়া জন কএক অনুচরসহ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। প্রথম মদিনানগর দিকে যন্ত্রাশ্রয়ে ঈক্ষণ করিয়া দেখিলেন, নীলবর্ণ পতাকা সকল উচ্চ উচ্চ মঞ্চে উড়িয়া হোসেনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। অন্য দিকে দেখিলেন যে খর্জ্জুর বৃক্ষের শাখা সকল বাতাঘাতে উন্মত্ত ভাব ধারণ করিয়া, হোসেন শোকে মহাশোক প্রকাশ করিতেছে। সম্মুখ দিকে ঈক্ষণ করিতেই হস্ত কাঁপিয়া গেল, যন্ত্রটি সুবিধা মত ধরিয়া দেখিলেন, সন্দেহ ঘুচিল না, আবার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেন নিঃসন্দেহ হওয়া দূরে থাকুক নিশ্চিত সাব্যস্ত হইল। এখন কথা এই যে একাব

সৈন্য? এমন সুসাজে সজ্জিত হইয়া মদিনাভিমুখে আসিতেছে, এ সৈন্য কার? তুরক গুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, অশ্বারোহীদের অশ্ব পৃষ্ঠে বসিবারই বা-কি, পরিপক্কতা, অস্ত্র ধরিবারই বা-কি পারিপাটা, বেস, ভূষা, কান্তি, গঠন, অতি চমৎকার, মনোহর এবং নয়নের তৃপ্তিকর। ইহারা কে? শত্রু না মিত্র? আবার দূরদর্শন যন্ত্রে চক্ষু দিয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন যে "তোমরা একজন শীঘ্র শিবিরে যাইয়া শ্রেণী বিভাগের অধ্যক্ষগণকে সংবাদ দেও যে, অর্দ্ধ চন্দ্র আর পূর্ণ তারা সংযুক্ত পতাকা গগনে দেখা দিয়াছে প্রস্তুত হও।

আজ্ঞামাত্র এক জন সহচর দ্রুতগতি তুরগ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অলিদ আবার দূর দর্শনেমনোনিবেশ করিলেন। আগন্তুক সৈন্যগণ আর অগ্রগামী হইতেছে না, শ্রেণীবদ্ধ মত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। আরও দেখিলেন যে একজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে। তুনির হইতে তীর বাহির করিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন। অশ্বারোহী প্রতি লক্ষ করিতেই দেখিলেন, জাতীয় চিহ্ন যুক্ত শুভ্র নিশান উড়াইয়া সংবাদ বাহিন পরিচয় দিতে দিতে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে। সামরিক বিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া দূতবরের বক্ষ লক্ষে শর নিক্ষেপ করিবেন কি, উত্তোলিত হস্ত ধনুর্ব্বাণ সহ সঙ্কোচিত করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে দূতবর পরক্ষণে পার্শ্ব হইতে চক্ষের নিমিষে, তাঁহার শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। অলিদ চক্ষু ফিরাইয়া, কেবল ধাবিত অশ্বের পুচ্ছ সঞ্চালন, আর নিশানের অগ্রভাগ মাত্র দেখিলেন।

কি করিবেন এখনও কিছুই সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাঁহার হিংসাপূর্ণ হৃদয় স্বীকার করিল, যে কৌশলেই হউক মহম্মদীয়গণকে বিনাশ করাই শ্রেয়। নিশ্চয়ই মহম্মদ হানিফা মদিনায় আসিতেছেন। হানিফার দূতকে গুপ্ত ভাবে প্রাণবধ করিলে কে জানিবে? কে জানিবে যে একার্য্য একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে? যে শুনিবে সেই বলিবে কোন দস্যুকর্ত্তৃক এরূপ বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়াছে। এই ভাবিয়া পুনরায় আপন আয়ত্তমত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলেন,"পুনঃ এই পথে আসিলেই একবার দেখিব।"

দেখিব! দেখিব! শব্দ করিতেই তাঁহার কর্ণে দ্রুতগতি অশ্ব পদ শব্দের প্রতি শব্দ প্রবেশ করিল। চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলেন। সেই, অশ্ব,—সেই নিশান, সেই দূত। অলিদ, দূত বরের বক্ষ লক্ষ করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতেই দূতবর তাহার লক্ষ ছাড়াইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িল। অলিদের হাতের তীর হাতেই রহিয়া গেল। বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলেন দূতবর আগন্তুক সৈন্য মধ্যে যাইয়া মিশিল ওতবে অলিদ পর্ব্বত বিহার পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণ সহ শিবিরে আসিতে শিখর হইতে অবরোহণ কবিলেন।

মহম্মদ হানিফার প্রেরিত দূত, অলিদ শিবিরে অল্প সময় মধ্যে যাহা যাহা জানিয়া গিয়াছেন, মহম্মদ হানিফার গোচর করিলেন। "বিনা যুদ্ধে মদিনায় যাওয়ার সাধ্য নাই। সৈন্যগণ বীর সাজে সজ্জিত -প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ওতবে অলিদ মহোদয় এইক্ষণ শিবিরে নাই।"

এই সকল কথা হইতেছে এমন সময় বিপক্ষ দূত শিবির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহম্মদ হানিফার আজ্ঞায় বিপক্ষ দূত আহুত হইয়া শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল, বিশেষ সম্মানের সহিত অভিবাদন করিয়া দূতবর বলিতে আরম্ভ করিল। বাদসা নামদার! মহারাজ এজিদের আজ্ঞা—এই যে, "সংশ্রব শূন্য নগরে প্রবেশ করিতে বিশেষ সৈন্য সামন্ত সহ পর-রাজ্যে আসিতে স্থানীয় রাজার অনুমতি আবশ্যক। আপনি সে অনুমতি গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং আর অগ্রসর হইবেন না। আর এক পদ ভূমি অগ্রসর হইলেই রাজপ্রতিনিধি মহাবীর অলিদ, আপনার গমনে বাধা দিতে সৈন্যসহ অগ্রসর হইবেন। আর আপনি যদি হোসেন পরিবারের সাহায্য জন্য আসিয়া থাকেন তবে ন্যূনতা স্বীকারে স্বদেশে ফিরিয়া যাই-বার প্রার্থনা করিলেও যাইতে পারিবেন না; বন্দীভাবে দামস্কে যাইতে হইবে।" দূতবর নিজ প্রভুর আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া নত শিরে পুনরায় অভি-বাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, গাজী রহমান বলিতে লাগিলেন।—"দূতবর! তোমাদের রাজ প্রতিনিধি বীরবর অলিদ মহোদয়কে গিয়াবল। আপন রাজ্যে প্রবেশ করিতে কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করে না। হোসেনের পরিজনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং হাসেন হোসেন প্রতি যিনি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সমুচিত প্রতিবি-

ধান করিতে আমরা কখনই ভুলিব না। পৈত্রিক দামস্ক রাজ্য মরিয়ান পুত্র এজিদ, যাহা নিজ রাজ্য বলিয়া দামস্ক সিংহাসনের অবমাননা করিয়াছে, তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিব।—মদিনা প্রবেশ করিয়া আমাদের গতি ক্ষান্ত হইবে না।—অলিদের লক্ষাধিক সৈন্য শোণিতে আমাদের চির পিপাসু তরবারির শোণিত পিপাসা মিটিবে না।——এজিদের এক একটি সৈন্য শরীর শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেও আমাদের তরবারীর তেজ কমিবে না,—ক্রোধ নিবৃত্তি হইবে না! বন্দীভাবে আমাদিগকে দামস্কে পাঠাইতে হইবে না—এই সজ্জিত বেশে, এই বীর বেশে, বিজয় নিশান উড়াইয়া রণ ভেরী বাজাইতে, বাজাইতে শৃগাল কুকুরের ন্যায় শত্রুবধ করিতে করিতে, দামস্ক নগরে প্রবেশ করিব। আমাদের বিশ্রাম, বিরাম, ক্লান্তি, কিছুই নাই। এখনই মদিনায় প্রবেশ করিব। তুমি শিবিরে যাইতে না যাইতেই দেখিবে যুদ্ধ নিশান উড়িয়াছে, আমরাও শিবিরের নিকটবর্ত্তী।————"

দূতবর পুনরায় নতশিরে অভিবাদন করিয়া শিবির বাহির হইলেন।

দূতবর শিবির বহির্গত হওয়া মাত্রেই সুনীল আকাশে মহম্মদ হানিফা পক্ষে লোহিত ধ্বজা উড়িতে লাগিল। ঘোর রবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। কাড়া, নাকাবা, ডঙ্কা সকল, শাবদীয় ঘন ঘটাকে পরাজয় করিয়া চতুর্দ্দিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। তুরঙ্গ সকল কর্ণ উচ্চ করিয়া, পুচ্ছ গুচ্ছ স্বাভাবিক ঈষৎ বক্র ভঙ্গীতে হেষারবে, নৃত্য করিতে করিতে অগসর হইতে লাগিল। পদাতিক সৈন্যরাও বীর দর্পে পদক্ষেপণ করিতে লাগিল। তাহাদের অস্ত্রের ঝন ঝনী, সমতানে পাদুকারাজীর মৃত্তিকা আঘাত ধ্বনী, বহুদুর ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মহম্মদ হানিফার অন্তরে ভাতৃবিয়োগ শোক, পরিজনের কারাবদ্ধ বেদনা, জয়নালের উদ্ধার চিন্তার নামও এখন নাই। একমাত্র চিন্তা, মদিনা প্রবেশ। হজরত নূরনবী মহম্মদের রওজা "জেয়ারত"(ভক্তিভাবে দর্শন)।—কিন্তু মুখের ভাব দেখিলে বোধ হয় যে তিনি নিশ্চিন্তিত ভাবে সৈন্য শ্রেণীকে উৎসাহের দৃষ্টান্ত সাহসের আদর্শ, বীর জীবনের উপমা দর্শন করাইয়া মহানন্দে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছেন। এজিদ পক্ষেও সমর প্রাঙ্গনের সীমা নির্দ্দিষ্ট লোহিত নিশান নীলাকাশে দেখা দিয়াছে। সৈন্য শ্রেণী সপ্ত শ্রেণীতে পঞ্চ প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন ব্যূহ

ত্রিকোণে রচিত, কোন ব্যূহ চতুষ্কোণে স্থাপিত, কোন কোন ব্যূহ পশু পক্ষীর শরীর আদর্শে গঠিত। আক্রমণ এবং বাধা উভয় ভাবেই অটল।

অলিদ নিৰ্ম্মিত সৈন্য ব্যূহের রচনা কৌশল দেখিয়া গাজি রহমান বলিলেন। "অলিদ যে প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া আক্রমণ এবং বাধা দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এ সময় একটু বিবেচনার আবশ্যক হইতেছে। আমাদের সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা বিপক্ষ সৈন্য অধিক তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মুখ যুদ্ধে আম্বাজি সৈন্যগণ সুদক্ষ। এত অধিক সৈন্য মধ্যে পড়িয়া ব্যূহ ভেদ করিলেও বিস্তর সৈন্যক্ষয় হইবে। কিছু ক্ষণের জন্য উহাদিগকে দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করি। যদি অলিদের আর সৈন্য না থাকে তবে অবশ্যই রচিত ব্যূহ ভগ্ন করিয়া যুদ্ধার্থে সৈন্য পাঠাইতেই হইবে। এক আম্বাজি সৈন্য যদি দশ জন কাফেরকে নরকে প্রেরণ করিয়া সহিদ হয় সেও সৌভাগ্য।"

মহম্মদ হানিফা গাজি রহমানের বাক্যে অশ্ব-গতিরোধ করিলেন। ক্রমে সৈন্যগণও প্রভুকে গমনে ক্ষান্ত দেখিয়া দণ্ডায়মান হইল।

গাজি রহমান বলিলেন, কে দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রিয়? কার অস্ত্র শত্রু-শোণিত পানে সমুৎসুক?———

অশ্বারোহী সৈন্যগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল "আমি অগ্রে যাইব।" মহম্মদ হানিফ সকলকে ধন্যবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন" "প্রথম যুদ্ধ জাফরের।"

জাফর প্রভুর আদেশে নিষ্কোষিত অসি হস্তে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আহ্বানের শব্দ অলিদ শিবিরে প্রবেশ মাত্র মুহূর্ত্ত-মধ্যে বায়ুবেগে বিপক্ষ দল হইতে, একজন সৈন্য আসিয়া বলিতে লাগিল।

"অহে! মদিনা প্রবেশের আশা এই পরিশুষ্ক বালুকা রাশিতে বিসর্জ্জন করিয়ে পলায়ন কর। অরে! তোরা কি সাহসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস্? হাসেন, হোসেন, কাসেম যখন আমাদের হাতে বিনাশ হইয়াছে, তখন তোরা কোন সাহসে তরবারী ধরিয়াছিস্? তোদের সৌভাগ্য-সূর্য্য কারবালা প্রান্তরে লোহিত বসন পরিয়া ইহকালের তরে একেবারে অস্তমিত হইয়াছে। এখন তোদের অঙ্গে নীল বসনই বেশি শোভা পায়! আর্ত্তনাদ এবং বক্ষে

করাঘাত করাই এখনকার কর্ত্তব্য কার্য্য, রণভেরী বাজাইয়া আবার কি সাধে তরবারী ধরিয়াছিস্? দুঃসময়ে লোকে যে বুদ্ধি হারা হইয়া, আত্মহারা হয়; তাহার দৃষ্টান্ত তোরাই আজ দেখাইলি।—জগত হাসাইলি। পিপীলিকার পালক যে জন্য উঠিয়া থাকে, তাহাই তোদের ভাগ্যে আছে। আর অধিক কি?"

আম্বাজি বীর বলিলেন "কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের সময় আমাদের এখন নাই। সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যমদূত অস্থির হইতেছেন। সে বিশাল কঠিন হস্তে তোর আত্মা গ্রহণ জন্য, আমার হস্ত স্থিত অস্ত্র প্রতি তিনি চাহিয়া আছেন।

"যম দূত কোথায় রে বর্ব্বর, দেখ যমদূত কে? বলিয়াই অসির আঘাত—আঘাতে আঘাত উড়িয়া গেল। এজিদ সেনা লজ্জিত। মহা লজ্জিত হইলেন।—অশ্ব ফিরাইয়া পুনরায় আঘাত করিবেন আশয়ে তরবারী উত্তোলন করিয়াছেন, এদিকে বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া জাফরের সুতীক্ষ্ণ অসি চঞ্চল, চপলা সদৃশ, চাক চক্য দেখাইয়া চলিয়া গেল। অলীদ জাফেরের তরবারীর হাত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ দিগে দ্বিতীয় যোধ সমরে আগত। সে আর বেশীক্ষণ টিকিল না। যে তেজে আগত সে তেজেই খণ্ডিত। তৃতীয় সৈন্য উপস্থিত, সে আর তরবারী ধরিল না।—বর্ষা ঘুরাইয়া জাফর প্রতি নিক্ষেপ করিল।—জাফর সে আঘাত বর্ম্মে উড়াইয়া, পদাঘাতে বিপক্ষকে অশ্ব হইতে মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিয়া বর্ষার দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। চতুর্থ বীর গদা হস্তে আসিয়া জাফরকে বলিলেন,—"কেবল তরবার খেলা আর বর্ষার ভাঁজই, শিখিয়াছ। বলত ইহাকে কি বলে?" গদা বজ্রবৎ জাফরের মস্তকে পড়িল। জাফর, বাম হস্তে বর্ম্ম ধরিয়া গদার আঘাত উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রোষে তাঁহার চক্ষু, ঘোর রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। মহাক্রোধে তরবারী আঘাত করিয়া বলিলেন! "যা কাফের" তোর গদা লইয়া নরকে যা।

উভয় দলের লোকেই দেখিল যে গদাধারী যোধ-শরীর, দ্বি খণ্ড হইয়া অশ্বের দুই দিকে পড়িয়া গেল।

ক্রমে দামস্কের ৭০ জন সেনাকে একা জাফর সমর সদনে প্রেরণ করিলেন, এখনও ব্যূহ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। আর কেহই দ্বৈরথ যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে

না। জাফর চক্রাকারে অশ্ব চালাইতেছেন, অশ্ব গলিত ঘর্ম্ম হইয়া ঘন ঘন শ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে।

ওতবে অলিদ মহাক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "একটি লোক ৭০ জনের প্রাণ বিনাশ করিল, আর তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না। দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমাদের কার্য্য নহে। প্রথম ব্যূহের সমুদায় সৈন্য যাইয়া হানিফার সৈন্যের মস্তক আনয়ন কর।"

আজ্ঞা মাত্র জাফরকে সৈন্যগণ ঘিরিয়া ফেলিল। মহম্মদ হানিফার আশাও পূর্ণ হইল। গাজী রহমানকে, বলিলেন, "এই সময়, এই উপযুক্ত সময়। সিংহ গর্জ্জনে মহম্মদ হানিফ আসিয়া জাফরের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। অশ্বের দাপটে দামস্ক সৈন্যগণ বহুদূর সরিয়া দাঁড়াইল।

অলিদ দেখিলেন মহম্মদ হানিফা স্বয়ং জাফরের পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয় ব্যূহ ভগ্ন করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন যে, উভয়কে ঘিরিয়া কেবল তীর নিক্ষেপ কর। তরবারীর আয়ত্ত মধ্যে কেহ যাইও না।"

আজ হানিফার মনের সাধ পূর্ণ হইল। ভ্রাতৃ-বিয়োগ—শোক—বহ্নি বিপক্ষ—শোণিতে শীতল করিতে লাগিলেন। দূর হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া কি করিবে, তরবারীর আঘাতে দুল দুলের‡ পদাঘাতে, জাফরের বর্ষায় দামস্ক সৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া যাইতে লাগিল;—মরুভূমিতে রক্তের স্রোত চলিল। জগত- লোচন-রবি, সেই রক্ত স্রোতের প্রতিবিম্বে আরক্তিম দেহে পশ্চিম গগনে লুকাইত হইলেন। মহম্মদ হানিফ এবং জাফর শত্রু বিনাশে বিরত হইয়া, বেষ্টিত, সৈন্যের এক পার্শ্ব হইতে কয়েক জনকে লোহিত বসন পরাইয়া সেই পথে নিজ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কার সাধ্য সম্মুখে দাঁড়ায়? কত তীর, কত বর্ষা, মহম্মদ হানিফার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইল, কিছুতেই কিছু হইল না।

ওতবে অলিদ প্রথম যুদ্ধ-বিবরণ, হানিফার বাহুবলের পরিচয়, তরবারী চালনের ক্ষমতা, বিস্তারিত রূপে লিখিয়া, দামস্ক নগরে এজিদ নিকট কাসেদ প্রেরণ করিলেন।

---

‡ হানিফার অশ্বের নাম।

দশম প্রবাহ।

বিশ্রামদায়িনী নিশার দ্বিযাম, অতীত: অনেকেই নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। কিন্তু আশা, নিরাশ, প্রেম, হিংসা, শোক; বিয়োগ, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ, বিকার এবং অভিমান সংযুক্ত হৃদয়ের বড়ই কঠিন সময়। সে হৃদয়ে শান্তি নাই—সে চক্ষে নিদ্রা নাই। ঐ এজিদের মন্ত্রণা গৃহে, দ্বীপ জ্বলিতেছে, প্রাঙ্গণে, দ্বারে, শাণিত কৃপাণ হস্তে প্রহরী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাদেরও আশা আছে,—নিদ্রা নাই, বড়ই কঠিন সময়। গৃহ অভ্যন্তরে, মন্ত্রদাতা মরিয়ান সহ এজিদ জাগরিত, সন্ধানি গুপ্তচর—সম্মুখে উপস্থিত, ইঁহাদের মনে সকলই আছে,—বড়ই কঠিন সময়। সময় নিশিথ,—মন্ত্রণা গৃহ,—মরিয়ান, এজিদ,—গুপ্তচর, একত্র,—বোধ হয় বড়ই কঠিন সময়।

মরিয়ান আগন্তুক গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দিক যাইতে দেখিলে? আর সন্ধানইবা কি কি জানিতে পারিলে?"

"আমি বিশেষ সন্ধানে জানিয়াছি তাহারা হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছে।"

"মহম্মদ হানিফা যে মদিনায় গিয়াছেন একথা তোমাকে কে বলিল?

"তাহাদের মুখেই শুনিলাম। মহম্মদ হানিফা প্রথমতঃ কারবালাভিমুখেই যাত্রা করেন, পরে কি কারণে কারবালায় না যাইয়া মদিনায় গিয়াছেন সে কথা অপ্রকাশ।"

"তবে কি যুদ্ধ বাধিয়াছে?"

"যুদ্ধ না বাধিলে সাহায্য কিসের?"

"আচ্ছা কত পরিমাণ সৈন্য?"

"অনুমানে নিশ্চয় করিতে পারি নাই।—তবে তুরস্ক, তোগান, প্রদেশেরই বিস্তর সৈন্য? ঐ দুই রাজ্যের ভূপতিদ্বয়ও ঐ সঙ্গে আছেন।"

এজিদ বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ওতবে অলিদ কি করিতেছেন? ভিন্নদেশ হইতে হানিফার সাহায্যে সৈন্য যাইতেছে, সৈন্য সামন্তের আহারীয় পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতেছে, ইহার কোন সংবাদ অলিদ প্রাপ্ত হন নাই? মহম্মদ

হানিফা স্বয়ং মহাবীর, তাহার উপরেও এত সাহায্য। শেষে যাহাই হউক, ঐ সকল সৈন্যগণ যাহাতে মদিনায় না যাইতে পারে তাহার উপায় করিতেই হইবে। ঐ সকল সৈন্য ও আহারীয় সামগ্রী যদি মদিনায় না যায়, তাহা হইলেও অনেক লাভ। এমন কোন বীর পুরুষ কি দামস্ক রাজধানীতে নাই? যে, উপযুক্ত সৈন্য লইয়া, এই রাত্রেই উহাদিগকে আক্রমণ করে। আরও না হয় গমনে বাধা দেয়?"

শিমার করযোড়ে বলিলেন, "বাদসা নামদার! চির আজ্ঞাবহ দাস উপস্থিত, কেবল মহারাজের আজ্ঞার অপেক্ষা। যে হস্তে হোসেন শির কারবালা প্রান্তর হইতে দামস্কে আনিয়াছি, সে হস্তে তোগানের ভূপতি, তুরস্কের সম্রাটকে, পরাস্ত করা কতক্ষণের কার্য্য?"

এজিদের চিন্তিত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। মলিন মুখে ঈষৎ হাসির আভা প্রকাশ পাইল। তখনই সৈন্য শ্রেণীর অধিনায়ককে, শিমারের আজ্ঞাধীন করিয়া দিলেন।

শিমার হানিফের সাহায্যকারীদিগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত সৈন্য লইয়া গুপ্তচর সহ ঐ নিশিথ সময়েই যাত্রা করিলেন।

এজিদ বলিলেন, মরিয়ান! মহম্মদ হানিফ একাদিক্রমে শতবর্ষ—যুদ্ধ করিলেও আমার সৈন্যবল, অর্থবল, ক্ষয় করিতে পারিবে না। যে পরিমাণ সৈন্য নগর হইতে বাহির হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পূর্ব্বেই আদেশ করিয়া দিয়াছি। ওদিগে যুদ্ধ হউক, এদিকে আমরা জয়নাল আবিদিনকে শেষ করিয়া ফেলি। জয়নাল আবিদিনের মৃত্যু ঘোষণা হইলে, হানিফা কখনই দামস্কে আসিবে না। কারণ জয়নাল উদ্ধারই হানিফার কর্ত্তব্য কার্য্য, সেই জয়নালই যদি জীবিত না থাকিল, তবে হানিফার যুদ্ধ বৃথা। দ্বিতীয় কথা হানিফার বন্দী বা মৃত্যু আমাদের পক্ষে উভয়ই মঙ্গল। কিন্তু জয়নাল জীবিত থাকে;—আর হানিফাও জয়লাভ করে, তাহা হইলে মহা সঙ্কট ও বিপদ। এ অবস্থায় আর জয়নালকে রাখা নহে।—আজ রাত্রেই হউক কি কি কাল প্রত্যুষেই হউক, জয়নালের শিরশ্ছেদ করিতেই হইবে।

"আমি ইহাতে অসম্মত নহি, কিন্তু ওতবে অলিদের কোন সংবাদ না পাইয়া জয়নাল বধে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ তাহা আজ আমি স্থির

করিতে পারিলাম না। জয়নাল্ মদিনার সিংহাসনে বসিয়া দামস্ক সনের অধীনতা স্বীকারে কিছু কিছু কর যোগাইলে, দামস্করাজের যত গৌ হোসেন বংশ একেবারে শেষ করিয়া একচছত্ররূপে মক্কা মদিনার রাজত্ব করিলে কখনি তত গৌরব হইবে না।"

"সে যথার্থ, কিন্তু তাহাতে সন্দেহ অনেক। কারণ জয়নাল প্রাণ রক্ষার জন্য আপাততঃ আমার অধীনতা স্বীকার করিলেও করিতে পারে, কিন্তু সে, যে বংশের সন্তান কালে যে তাহার পিতার, পিতৃব্য এবং ভ্রাতাগণের দায় উদ্ধার করিতে বদ্ধ পরিকরে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না ইহা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"যাহা হউক মহারাজ! জয়নাল বধ বিশেষ বিবেচনার সাপেক্ষ, আগামী কল্য প্রাতে যাহা হয় করিব।"

একাদশ প্রবাহ

এজিদের গুপ্তচরের অনুসন্ধান যথার্থ। তোগান তুর্কীর ভূপতিদ্বয় সসৈন্যে মহম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনাভিমুখে যাইতেছেন। দীনমণি অস্তাচলে গমন করায়, গমনে ক্ষান্ত দিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। প্রহরী-গণ ধনু হস্তে শিবির রক্ষার্থে দণ্ডায়মান। শিবিরের চতুর্দ্দিকে আলোকমালায় সজ্জিত। ভূপতিগণ স্ব স্ব নিরূপিত স্থানে অবস্থিত। শিবির মধ্যে বিশ্রাম, আয়োজন, রন্ধন, কথোপকথন, স্বদেশ বিদেশের প্রভেদ, জল বায়ুর গুণাগুণ, দ্রব্যাদির সুলভ দুর্ল্লভ, আচার ব্যবহারের আলোচনা, নানা প্রকার কথায় এবং আলাপের স্রোত চলিয়াছে।

ওদিকে শিমার, সসৈন্যে মহাবেগে আসিতেছেন। শিমারের মনে, আশা অনেক। হোসেনের মস্তক দামস্কে আনিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন, আবার এই বৃহৎকার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবেন।

ক্রমে মান মর্য্যাদা বৃদ্ধির সহিত পদ বৃদ্ধির নিতান্তই সম্ভাবনা। যদি বিপক্ষ দলের সহিত দেখা হয়, তবে প্রকাশ্য যুদ্ধ করিবেন, কি নিশাচর নর পিশাচের ন্যায় গুপ্তভাবে আক্রমণ করিবেন, এচিন্তাও অন্তরে উদয় হইয়াছে। কি করিবেন, আজ মহারাজ এজিদের সৈন্যাধ্যক্ষ পরিচয়ে দণ্ডায়মান হইবেন, কি—দস্যু নামে জগত কাঁপাইবেন, এ পর্য্যন্ত মীমাংসা করিতে পারেন নাই। যাইতে যাইতে আগন্তুক রাজাগণের শিবির বহির্দ্বারস্থ আলোকমালা দেখিতে পাইলেন। স্থায়ী গৃহ নহে, চিরস্থায়ী রাজপুরী নহে।—নিশাপোযোগী বস্ত্রাবাস মাত্র। তাহারই সম্মুখস্থ আলোক মালার পারিপাট্য দেখিয়া শিমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই নয়নের তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল। শিবিরের চতুঃপার্শ্বেই প্রহরী। হস্তে তীর ধনু, বিশেষ সতর্কের সহিত প্রহরীরা আপন আপন কার্য্য করিতেছে। সাবধানের মার নাই। শিমারের পথ দর্শক গুপ্তচর দিগের হস্তস্থিত দীপশিখা, শিবির রক্ষীদিগের চক্ষে পড়িবামাত্র তাহারা পরস্পর কি কথা বলিয়া শরাসনে বাণ যোজনা করিল। শিমার দলের দক্ষিণ বাম পার্শ্ব হইতে সমযোগে দুইটী শর বজ্র শব্দে চলিয়া গেল। পাষাণ হৃদয় শিমারের অঙ্গ শিহরিয়া, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ক্রমেই সুতীক্ষ্ণ বাণ, উপর্য্যুপরি শিমার সৈন্য মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। শিবির মধ্যে সংবাদ রটনা হইয়া গেল, দস্যুদল অগ্নি জ্বালিয়া শিবির লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। তাহাদের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, অল্প সময় মধ্যে শিবির আক্রমণ করিবে। সকলেই অস্ত্র সস্ত্রে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের জ্বালিত আলোক আভায় অস্ত্রের চাক্ চক্য, অশ্বের অবয়ব, সৈন্যের সজ্জিত বেশ, সকলই দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তমোময় নিশার প্রতিবন্ধকতায় নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারিলেন না;— দস্যু কি রাজ সৈন্য। গুপ্ত সন্ধানিরাও সন্ধান করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। মহা শঙ্কট! শিমারের দুইটি চিন্তার একটি নিষ্ফল হইল। দস্যু ভাবে আক্রমণ করিতে আর সাহস হইল না। প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া, রণ বাদ্য বাজাইতে আদেশ করিলেন।————

আর সন্দেহ কি? আগন্তুক সৈন্য দলে জনৈক দূত পাঠাইয়া তত্ত্ব [illegible]সুর অভিমত হইলে কাহারও কাহারও অমত হইল, তাঁহারা বলিলেন যে,

অপমানের সহিত তাড়াইয়া দিল। নিরাশ হইয়া চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত। সে দ্বারের প্রহরিগণ নানাপ্রকার কথার তরঙ্গ উঠাইয়া আলাপে মন দিয়াছিলেন। শিমার, ঈশ্বরের নাম করিয়া দণ্ডায়মান হইতেই, প্রহরিগণ তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কোন অধ্যক্ষ মহামতি বারণ করিলেন, এবং বলিলেন, "ফকির কি চাহে জিজ্ঞাসা কর? এ দ্বার তুর্কীদিগের তত্ত্বাবধারণে। জিজ্ঞাসা করিলে শিমার ঈশ্বরের নাম করিয়া বলিলেন, "আমি সংসারত্যাগী ফকির! আমার মনে কোন আশা নাই, কিছুই চাহি না। আপনারা কে—কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোথায় যাইবেন, জানিতে বাসনা। আর অন্য কোনরূপ আশা আমার নাই।"

সৈন্যাধ্যক্ষ বলিলেন, "আপনি মহাধার্ম্মিক আশির্ব্বাদ করুণ, আমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া হাসি মুখে যেন স্বদেশে ফিরিয়া যাই, এইমাত্র বলিলাম। আর কোন কথা বলিব না; তবে আপনি অনুমানে যতদূর বুঝিতে পারেন।'

"আমি অনুমানে কি বুঝিব আমিত অন্তর্য্যামী নহি।"

"হজরত! কি করিব, প্রভুর আদেশ অগ্রে প্রতিপাল্য; ইহা আপনি জানেন?

"তাহা জানি,—কিন্তু যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই নিজ মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কুচিত।"

"আপনি যাহা বলেন বলুন, আমি বলিব না,—এ সম্বন্ধে আপনার কথার আর উত্তর করিব না। অন্য আলাপ করুন্।

"অন্য আলাপ কি করিব? ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য্য কেহ বাধা দিতে পারে না।"

"সে কথা সত্য, কিন্তু প্রভুর আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ।"

"আমি কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মাত্র, ইচ্ছা হয় বলিবেন, ইচ্ছা না হয় বলিবেন না। আর আমি ইহাও বলি, যদি আমার দ্বারা আপনাদের কোন সাহায্য হয়;—আমি প্রস্তুত আছি। পরোপকার করিতে করিতেই জীবন শেষ করিয়াছি। ঈশ্বর ভক্ত মাত্রেরই আমি ভক্ত। সামান্য উপকার করিতে পারিলেও কথঞ্চিত সুখী হইব। পরোপকার, পর কার্য্য;

করাই, আমার স্বভাব, এবং ধর্ম্ম। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? পরোপকারের ন্যায় পুণ্য আর কি আছে? ভাবিতে পারেন আমি পথের ভিখারি। —এক মুষ্টি অন্নের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, কিন্তু সে ভাব অজ্ঞ লোকের হৃদয়ে উদয় হওয়াই সম্ভব। আপনার ন্যায় মহান হৃদয়ে কি, সে ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে?"

"তবে আপনি কিছু বলিবেন? আমাদ্বারাও কিছু বলাইবেন।"

"আপনি কিছু বলুন আর না বলুন আমিই দুই একটি কথা বলিব।"

"বলুন আপনার কি কথা?"

"এখানে বলিব না।"

"তবে কি গোপনে বলিবেন?"

"ইচ্ছাত তাহাই, আমার মঙ্গলের জন্য আমি ভাবি না, চিন্তাও করি না, পরহিত সাধনই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য, নিত্য নিয়মিত ব্রত।"

"আচ্ছা চলুন আমিই আপনার সঙ্গে আসিতেছি।" সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি যাইবার সময় সঙ্গিদিগকে সঙ্কেতে বলিয়া গেলেন যে, "আমাদের প্রতি লক্ষ রাখিও। আমরা ঐ বৃক্ষের আড়ালে কথা বার্ত্তা কহিব। তোমরা আমাদের অদৃশ্য ভাবে বিশেষ সতর্কে, সজ্জিতভাবে দূরে থাকিবে।"

সৈন্যাধ্যক্ষ শিমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পূর্ব্ব কথিত বৃক্ষ আড়ালে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু কথাগুলি বড়ই মৃদু মৃদু ভাবে চলিল। অপরের শুনিবার ক্ষমতা রহিল না। হস্ত চালনা, মুখ ভঙ্গি, মস্তক হেলন, হাঁ,—না,—মহম্মদ হানিফ, এজিদ, মহারাজ অসংখ্য ধন,-লাভের জন্য চাকুরি,—আত্মীয় নয়,—ভ্রাতা নয়—লাভ কি? আপুন লাভ,—ইত্যাদি অনেক বাদানুবাদের পর, সৈন্যাধ্যক্ষ নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "বিশ্বাস কি?"

শিমার বলিলেন, অগ্রে হস্তগত, পরে ধৃত, শেষে শিবির ত্যাগ—আবার ত্যাগ পরেই পদ লাভ। আপনার কথাও শুনিলাম। আমার চিরব্রত হিত কথাও শুনাইলাম। এখন ভাবিয়া দেখুন লাভালাভ কি?"

"তাহাত বটে, কিন্তু শেষে একুল ওকুল দুকুল না যায়।"

"না—না দুই কুল যাইবার কথা কি? সে বিষয় নিশ্চিন্তিত থাকুন, বিশ্বাস

এই দল প্রথমে দস্যুভাবে, শেষে প্রকাশ্যে রণবাদ্য বাজাইয়া আসিয়াছে, ইহাদিগকে বিশ্বাস নাই। সমর পদ্ধতির চির প্রচলিত বিধি, এই আগন্তুক শত্রুর নিকট আশা করা যাইতে পারে না। এই দলের অধিনায়ক খ্যাত নামা বীর হইলেও এইক্ষণে তিনি নিতান্তই নীচ প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, কখনই উঁহার নিকট দূত পাঠান কর্ত্তব্য নহে।

শিবিরস্থ প্রায় লোকই দেখিলেন যে, আগন্তুক দল ক্রমে তিন দলে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ বামে দুই দল চলিয়া গেল। একদল স্থির ভাবে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রহিল। নিশিথ সময়ে যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর! শিবিরস্থ মন্ত্রীদল মন্ত্রনায় বসিলেন। শেষে সাব্যস্ত হইল, এক্ষণে কেবল আত্ম রক্ষা। নিশাবসান হইলে চক্ষে দেখিয়া যাহা বিবেচনা হয় যুক্তিমত করিব। তবে রক্ষীরা আত্ম রক্ষা, আর শত্রুগণের আক্রমণে বাধা জন্মাইতে, কেবল তীর ধনুকে যাহা করিতে পারে তাহাই করুক, নিশাবসান না হইলে অন্যকোন প্রকারের অস্ত্র ব্যবহার করা হইবে না। যতক্ষণ প্রভাত বায়ু বহিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিতে থাকুক। ইহারা কে? কেন আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল? এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সন্ধান না লইয়া, শত্রুবল না বুঝিয়া, আক্রমণ বৃথা। অনিশ্চিত, অপরিচিত আগন্তুক শত্রুর সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর নহে।

শিমার প্রেরিত সৈন্যদল দুই পার্শ্ব হইতে অগ্রসর হইতে হইতে পুনঃ একত্র মিশিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগিল। ক্রমেই অগ্রসর, ক্রমেই আক্রমণের উদ্যোগ।

এ যুদ্ধ দেখে কে? এ বীরগণের প্রশংসা করে কে? শিমারের বাহাদুরীর যশঃগান মুক্ত কণ্ঠে গায় কে? জাগে নক্ষত্র, জাগে নিশা, জাগে উভয় দলের সৈন্যদল। কিন্তু দেখে কে?

শিমার দল এবং তাহার অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি দল অগ্রসরে ক্ষান্ত হইল। আর পদ নিক্ষেপে সাহস হইল না। শিবিরের চতুর্দ্দিক হইতে অনবরত তীর আসিতে লাগিল। শিমার পক্ষীয় বিস্তর সৈন্য তীরাঘাতে—হত—আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। উভয় দলেই দুই হস্তে নিশাদেবীকে তাড়াইয়া উষার প্রতীক্ষা করিতেছেন। গগনের চিহ্নিত নক্ষত্র প্রভৃতিও বার বার চক্ষু

পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে শুক তারা দেখা দিল, শিবির রক্ষীদিগের তীরও তুনিরে উঠিল। কারণ ?—প্রভাতীয় উপাসনা সময় প্রায় সমাগত। এ সময় অস্ত্র ব্যবহার নিসিদ্ধ। বিপক্ষদল তীর নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেও শিমার সৈন্য,এক পদ ভূমি ও অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। শিমারের জ্বলন্ত উত্তেজনাতেও তাহাদের হস্ত পদ আর উঠিল না; সকলেরই প্রভাতের প্রতীক্ষা।

শিবিরস্থ মন্ত্রীদল দেখিতেছেন, শিবিরের চতুর্দ্দিকেই বিপক্ষ সৈন্য। এক প্রকারে বন্দী! এ আগন্তুক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে মদিনা যাওয়া কঠিন। উভয় দলেই উষা দেবীর প্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান। ক্রমে প্রদীপ্ত দীপ শিখার তেজ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল—ঘোর অন্ধকারে তরলতা প্রবেশ করিল।—দেখিতে দেখিতে প্রভাত বায়ুর সহিত ক্ষণস্থায়ী উষাদেবী ধবল বসনে ঘোমটা টানিয়া, পূর্ব্বদিক হইতে রজনী দেবীকে সরাইয়া সরাইয়া দিনমণির আগমন পথ পরিস্কার করিয়া, উভয় দলকেই পরস্পর দেখা করাইয়া দিলেন।

শিমার পক্ষ হইতে জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য দ্রুতবেগে শিবিরের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল "তোমরা যে উদ্দেশ্যে যেখানে যাইতেছ,—ক্ষান্ত হও। যদি প্রাণের আশা থাকে গমনে ক্ষান্ত হও।—আর যাইতে পারিবে না। যদি চক্ষু থাকে তবে চাহিয়া দেখ, তোমরা মহারাজ এজিদের প্রধান বীর, শিমারের কৌশলে এই ক্ষণে বন্দী। তোমরা পরের জন্য কেন প্রাণ হারাইবে? তোমাদের সহিত মহারাজ এজিদের কোন বিবাদ নাই। তোমাদের কোন বিষয়ে অভাব, কি অনটন হইয়া থাকিলে, আমরা তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। মানে মানে প্রাণ লইয়া স্ব স্ব রাজ্যে গমন কর। মদিনাভিমুখে যাইবার কথা আর মুখে আনিও না। যদি এই সকল কথা অবহেলা করিয়া মদিনাভিমুখে যাইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও, তবে জানিও মরণ অতি নিকট। এখন তোমাদের ভাল মন্দের ভার তোমাদের হস্তে।"

শিবিরবাসীদের পক্ষ হইতে কেহ তাহার নিকট আসিল না, কেহ তাহার কথার উত্তর করিল না।—কিন্তু কথা, শেষের সহিত লাখে লাখে, ঝাঁকে ঝাঁকে, তীর সকল গগন আচ্ছন্ন করিয়া স্বাভাবিক শন্ শন্ শব্দে আসিতে লাগিল। আক্রমণ ও বাধার আশা, অতি অল্প সময়ে মধ্যেই শিমারের অন্তর

হইতে অপসৃত হইয়া গেল। শিমারের সৈন্যগণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না। আঘাত সহ্য করিতেছে, মরিতেছে, কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে, রক্ত বমন করিতেছে, বক্ষ হইতে রক্তের ধার ছুটিতেছে, চক্ষু উলটিয়া পড়িতেছে, ক্ষত বিক্ষত হইয়া মহা অস্থির হইয়া পলাইতেছে। আবার কেহ ধরাশায়ী হইয়া, নাকে মুখে শোণিত উদ্গীরণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে।

শিমারের চাতুরী বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। সন্ধি প্রস্তাবে দূত প্রেরণ করিলেন। শিবিরস্থ সৈন্যগণের সুতীক্ষ্ণ তীর তুনিরে প্রবেশ করিল, ক্ষণকাল জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

শিমার প্রেরিত দূতবরের প্রার্থনা এই যে, আমরা বহুদূর হইতে আপনাদের অনুসরণে আসিয়া মহাক্লান্ত হইয়াছি। আজিকার মত যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকুক ;—আগামী প্রভাতে আমরা প্রস্তুত হইব। যদি বিবেচনা হয় তবে বিনা যুদ্ধে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিব। আজ আমরা মহাক্লান্ত।

"শিবিরস্থ মন্ত্রিদল মধ্যে তুর্কীর মন্ত্রি বলিলেন আমরা সম্মত হইলাম। ক্লান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে, অস্ত্র উত্তোলন করিলে, অস্ত্রের অবমাননা করা হয়। আমরা ক্ষান্ত হইলাম। তোমরা পথ শ্রান্তি দূর কর। শিমার দূত যথাবিধি অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

শিমার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণের পরে শিমারের কথা ফুটিল। "প্রকাশ্য যুদ্ধে পারিব না।—কখনই পারিব না। এ-তীরের মুখে আমরা টিকিতে পারিব না। কৌশলে না হয় অর্থ। বাহুবলের আশা বৃথা!" শিমার উঠিলেন। পরিচারকগণকে বলিলেন যে, আমার এই সকল যুদ্ধসাজ, অস্ত্র সস্ত্র, বেশ ভূষা, [illegible]য়া দেও ; যদি কখন অস্ত্র হস্তে লইবার উপযুক্ত হই তবে লইব। নতুবা এই রাখিলাম। শিমার আর উহা স্পর্শ করিবে না। যুদ্ধ সাজ অস্ত্র সস্ত্র আমাদের উপযুক্ত নহে। তুর্কি এবং তোগানের সৈন্যগণই উহার যথার্থ অধিকারী।"

দ্বাদশ প্রবাহ।

তুমি না সেনাপতি? ছি ছি শিমার! তুমি যে এইক্ষণে এজিদের সেনাপতি? কি অভিমানে বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিকারির বেশ ধারণ করিয়াছ? উচ্চ পদলাভ করিয়াও কি তোমার চির স্বভাব নীচতা যায় নাই? ছি ছি! সেনাপতির এই কার্য্য? বলত? আজ কোন কুসুম কাননের প্রস্ফুটিত কমল গুচ্ছ সকল গোপনে হস্তগত করিতে, ছদ্মবেশী হইলে? কি অভিপ্রায়ে অঙ্গে মলিন বসন,—স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি,———শিরে জীর্ণ আস্তরণ! এত কপটতা কার জন্য? তোমার অন্তরের কপাট তুমিই খুলিয়া দেখ? দেখত, বাহিক বেশের সহিত তাহার কোন বর্ণের মিল আছে কি না? মনের কথা মন খুলিয়া বলত? তোমার পূর্ব্ব কথার সহিত কোন কথার মিল আছে কি না? ও হস্তে আর অস্ত্র ধরিবে না তাহাই কি সত্য? সেই অভিমানেই কি এই বেশ? আজ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছ বলিয়াই কি, সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী হইলে? কিন্তু শিমার! সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়া, দশ দিনের মধ্যে আর জগতে আসিবেন না.—বহু পরিশ্রমের পর কিছু দিন বিশ্রাম করিবেন,——বৎসর কাল আর বিধুর উদয় হইবে না।—কারণ তাঁহার ক্রোড়স্থ মৃগ শিশুটি, হঠাৎ ক্রোড়-স্খলিত হইয়া পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।—সেই দুঃখে মহা কাতর!! এ সকল অকথ্য, স্বভাবের বৈপরীত্য কথাও, বিশ্বাস করিতে পারি,—কিন্তু শিমার! তোমার বাহিক বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া, অন্তরে বিরাগ, সংসারে ঘৃণা, ধর্ম্মে আস্থা, ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। সূর্যদেব মধ্য গগনে।—উত্তাপ প্রখর! তুমি একা একা কোথা যাইতেছ? ওদিকে তোমার প্রয়োজন কি? ওরা যে তোমার শত্রু! শত্রু শিবিরদিকে এ বেশে কেন?

শিমার অতি গম্ভীর ভাবে যাইতেছেন, শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলেই প্রহরিগণ বলিল, কোন প্রাণীর প্রবেশ সাধ্য নাই———তফাৎ।

সে দ্বার হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, অন্য দ্বারে উপস্থিত। সেখানেও ঐ কথা। তৃতীয় দ্বারে উপস্থিত হইলে, প্রহরিগণ কর্কশ বাক্যে বিশেষ

না হয় আমিই অগ্রে বিশ্বাস স্থাপন করি। সন্ধ্যার পর একটু ঘোর অন্ধকার হইলে আপনি এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবেন, যে কথা সেই কার্য্য। হস্তগত হইলেও কি মনের সন্দেহ দূর হইবে না ?

"সে ত বটে, সে কথাত বটে, কিন্তু শেষে কি ঘটে বলিতে পারি না।"

"আর কি ঘটিবে আপনারাই সকল, আপনারাই বাহুবল।"

"তা যাহা হউক আপনিত কৌশল করিয়া আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন না ?"

"যদি তাহাই বিবেচনা করেন তবে আপনিই ঠকিলেন। আমি এখন আর কিছুই বলিব না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সন্ধ্যাদেবী ঘোমটা টানিয়া জগত অন্ধকার করিলেই আপনাকে যেন এখানে পাই। আমি বিদায় হইলাম।————নমস্কার!"

"আপনি বিদায় হইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে অশান্তির বীজ রোপণ করিয়া গেলেন ?"

শিমার ত্রস্থ পদে আর এক পথে স্ব সৈন্য মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সেনাপতি মহোদয়ও অতি মৃদু মৃদু ভাবে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে শিবিরে আসিলেন। প্রহরিদ্বয়ও কিঞ্চিৎপরে শিবিরে আসিল। ধিক রে তুর্কীর সেনাপতি————ধিক রে অর্থ!!

ত্রয়োদশ প্রবাহ।

কে জানে কাহার মনে কি আছে? এই অস্থি, চর্ম্ম, মাংস—পেশি-জড়িত দেহ অন্তরস্থ, হৃদয়খণ্ডে কি আছে, তাহা কে জানে? ভূপালদ্বয় শিবির মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন,—রজনী ঘোর অন্ধকার। শিবিরস্থ প্রহরীগণ জাগরিত হঠাৎ চতুর্থ দ্বারে মহা কোলাহল। ঘোর আর্ত্তনাদ,—মার, ধর, কাট, জ্বালাও ইত্যাদি।—যাহারা জাগিবার তাহারা জাগিয়াছিল, যাহারা ঐ সকল শব্দ ও গোলযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, তাহারা ঘোর নিদ্রার ভাণেই পড়িয়া রহিল। যাহারা যথার্থ নিদ্রায় অচেতন ছিল তাহারা ব্যস্ত সমস্তে জাগিয়া উঠিল। অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। কোথায় অস্ত্র, কোথায় অশ্ব? কিছুই স্থির করিতে পারিল না, দেখিতে দেখিতে অগ্নি-শিখা সহস্র প্রকারে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, দগ্ধীভূত প্রাণীর দাহ্য পদার্থের দুর্গন্ধ ছুটিতে লাগিল; মহা বিপদ! কার কথা কে শুনে, কেইবা ভূপতিগণের অন্বেষণ করে?

ভূপতিগণ মধ্যে যিনি সৈন্যগণের কোলাহল, অগ্নির দাহিকা শক্তির আরবে জাগরিত হইয়াছিলেন, জাগরিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে নিশ্চয় মরণ জানিয়া মনে মনে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিলেন। স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই,—কঠিনভাবে বস্ত্রে মুখ বন্ধ। শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি ও নাই, হস্ত পদ কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। যাহারা বান্ধিল, তাহারা সকলেই পরিচিত, কেবল দুই একটী মাত্র অপরিচিত। কি করিবেন কোন উপায় নাই। মহা মহা বীর হইয়াও হস্ত পদ বন্ধন প্রযুক্ত কোনই ক্ষমতা নাই। দেখিতে দেখিতে চক্ষুদ্বয়ও বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিল, ক্রমে শয্যা হইতে শূন্যে শূন্যে কোথায় লইয়া চলিল।

শিবির মধ্যে যাহারা যথার্থ নিদ্রিত ছিল, তাহারা অনেকেই জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যাহারা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তাহারা কেহই মরিল না, শিবিরেও থাকিল না, শিমার দলে মিশিয়া গেল। জ্বলন্ত হুতাশন কে নিবারণ করে? কে প্রভুর অন্বেষণ করে? কে মন্ত্রি দলের সন্ধান করে? আপন আপন প্রাণ লইয়াই মহাব্যস্ত।

শিমার ভূপতিদ্বয়কে বন্ধন দশাতেই নিজ শিবিরে লইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিলেন। এবং বন্দীদ্বয়ের হস্ত পদ বন্ধন, চক্ষের আবরণ মোচন করাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইলেন। গায় গায় প্রহরী! এক পদও হেলিবার সাধ্য নাই, আরও আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, তাঁহাদের কতক সৈন্য ঐ দলে দণ্ডায়মান কিন্তু শিমারের আজ্ঞাবহ।

শিমার বলিলেন, "আপনারা মহারাজ এজিদের বিরুদ্ধে হানিফার সাহায্যে মদিনা যাইতেছেন, সেই অপরাধে অপরাধী, এবং শিমার হস্তে বন্দী। মহারাজ এজিদ স্বয়ং আপনাদের বিচার করিবেন, ফলাফল কর্ম্মের লিখা; আমি আপনা দিগকে এখনই দামস্কে লইয়া যাইব। এই বলিয়া কঠিন নিগড়ে ভূপতিগণকে পুনরায় হস্ত পদাদি বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

শিমার-শিবিরে আনন্দের লহরী ছুটিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের প্রতীক্ষা—— গত রজনীতেও প্রভাতের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এখনও প্রভাতের প্রতীক্ষায় আছেন; দগ্ধ শিবিরেও প্রভাতের প্রতীক্ষা। শিবিরস্থ সৈন্য যাহারা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিল তাহাদেরও প্রভাতের প্রতীক্ষা। এ প্রভাত কাহার পক্ষে সুপ্রভাত হইবে তাহা কে বলিতে পারে? দগ্ধিভূত শিবিরের অগ্নি এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। কত সৈন্য নিদ্রার কোলে অচেতন অবস্থায় পুড়িয়া মরিয়াছে। কত অর্দ্ধ পোড়া হইয়া ছটফট্ করিতেছে। ভূপতিগণের অবস্থা কি হইল? তাঁহারা পুড়িয়া খাক হইয়াছেন? কি পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন;—পলাইত সৈন্যগণ তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। যাহাদের সম্মুখে ভূপতিগণকে বান্ধিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারা কে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনও জানা যায় নাই।

আজ শিমারে অন্তরে নানা চিন্তা। একচিন্তার ভাব ভিন্ন, আকার ভিন্ন, প্রকার ভিন্ন। কারণ সুখের চিন্তার ইয়ত্তা নাই, শেষ নাই। যে কার্য্য-ভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া দামস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, সর্ব্বতোভাবেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মনে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়া মহা গোলযোগ করিতেছে। ধনলাভ কি মর্য্যাদা বৃদ্ধি, কি পদ বৃদ্ধি, কি হইবে? কি চাহিবেন, কি গ্রহণ করিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। রজনী প্রভাত হইল। জগত জাগরিত হইয়া, প্রথম

পাখীকুল, শেষে মানবগণ, বিশ্বরঞ্জন-বিশ্বপতির নাম করিয়া জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বগগনে রবিদেব আরক্তিম লোচনে দেখা দিলেন। গত দিবাবসানে যে কারণে মলিনমুখী হইয়া অস্তাচলে মুখ ঢাকিয়াছিলেন, আজি যেন সেভাব নাই। ঘোর লোহিত, অসীম তেজ, সহস্র কিরণ,—দেখিতে দেখিতে সে প্রখর কিরণ বিকীর্ণ করিয়া পিতার উপযুক্ত পুত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

শিমার দামস্কে যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত,—সৈন্যগণ সাজিতেছে, অশ্ব সকল সজ্জিত হইয়া আরোহীর অপেক্ষায় রহিয়াছে, বাজনার রোল ক্রমেই বাড়িতেছে, বিজয় নিশান উচ্চ শ্রেণীতে উর্দ্ধভাগ উঠিয়া ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু রবিদেবের প্রজ্জলিত অগ্নি মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বদিক—প্রায় লক্ষাধিক দেব-মূর্ত্তি সদৃশ, লক্ষ সূর্য্যের আবির্ভাব। কি সুখ দৃশ্য, কি চমৎকার বেশ, অস্ত্রেরই বা চাকৃচক্য কেমন? স্বর্ণ, রজত নির্ম্মিত দণ্ডে, কারুকার্য্য খচিত পতাকা,—অশ্ব-পদ-বিক্ষণের শ্রীইবা কি মনোহর,—কি চমৎকার দৃশ্য! শিমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পতাকার চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার বদনে বিষাদ-কালিমা রেখার সহস্র চিহ্ন বসিয়া গেল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। চঞ্চল অক্ষি স্থির হইল। মুখে বলিলেন হায়! এ কার সৈন্য? এযে নূতন বেশ, নূতন আকৃতি, নূতন সাজ, উষ্ট্রোপরি ডঙ্কা, নাকারা বাদিত হইতেছে; নিশান দণ্ড উষ্ট্র পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া বীরভাবের পরিচয় দিতেছে, বংশি-রবে উষ্ট্র সকল মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে। একার সৈন্য?"

উষ্ট্র পৃষ্ঠে, নকিব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া যাইতেছে যে "এরাকের অধিপতি মস্‌হাবকাক্কা, মহম্মদ হানিফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছেন, যদি ইহাঁর গমনে কাহারও বাধা দিতে ইচ্ছা থাকে, সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হও। না হয় পরাস্ত স্বীকারে পথ ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

এই সকল কথা শিমারের কর্ণে বিষসংযুক্ত-তীরের ন্যায় বিঁধিতে লাগিল। তোগানের সৈন্য যাহারা নিশিথ সময়ে জলন্ত অনল হইতে প্রাণ বাচাইয়া শিমার ভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়া ছিল, তাহারা ঐ মধুমাখা রব শুনিয়া মহোল্লাসে নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিল। "বাদসা নামদার! আমাদের দুর্দ্দশা শুনুন। আমাদের দুর্দ্দশা শুনুন।"

সৈন্যগণ গমনে ক্ষান্ত দিয়া দণ্ডায়মান হইল। এরাক অধিপতি সৈন্য গণের সম্মুখ শ্রেণী ভেদ করিয়া বিবরণ জিজ্ঞাসু হইলে, ভুক্তভোগী সৈন্যগণ এরাক অধিপতি সম্মুখে রাত্রের ঘটনা সমুদায় বিবৃত করিল। আরও বলিল, বাদসা নামদার! ঐযে জলন্ত হুতাশন দেখিতেছেন উহাই শিবিরের ভস্মা-বশেষ, এখন পর্য্যন্ত আগুনে পোড়াইয়া খাকে পরিণত করিতে পারে নাই। কত সৈন্য, কত উষ্ট্র, কত আহারীয়, কত অর্থ, কত বীর, ঐ মহা অগ্নির উদরস্থ হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। তোগান, তুর্কী, ভূপতিদ্বয় মহম্মদ হানি-ফার সাহায্যে মদিনায় যাইতেছিলেন, এজিদ সেনাপতি শিমার রাত্রে দস্যুতা করিয়া এই মহা অনর্থ ঘটাইয়াছে, এবং ভূপতিদ্বয়কে বন্দী করিয়া ঐ শিবিরে লইয়া গিয়াছে। এখনই দামস্কে যাইবে। গত কল্য প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমরা কেবল তীরের লড়াই করিয়াছিলাম। বিপক্ষদিগকে এক পদও অগ্রসর হইতে দিয়াছিলাম না। শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ঐ দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া রাত্রেই এই ঘটনা! শিমার ভয়ানক চতুর, মিথ্যা সন্ধির ভাণ করিয়া শেষে এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

"মস্‌হাব বলিলেন' "তোমরা বলিতে পার এ কোন শিমার?"

"বাদশা নামদার! গতকল্য ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এই শিমারই স্বহস্তে এমাম হোসেনের শির,খঞ্জর দ্বারা খণ্ডিত করিয়া মহাবীর হইয়াছে। এ-মন পাষাণ প্রাণ না হইলে কি করিয়া এত লোককে আগুনে পোড়াইয়ামারিল।"

এরাক ভূপতি চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া "তুমি সেই শিমার" এই কথা—বলি-য়াই অশ্ব ফিরাইলেন। সৈন্যগণও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব উঠাইল। অশ্বপদ নিক্ষিপ্ত ধুলী রাশিতে চতুষ্পার্শ্বে অন্ধকার হইয়া গেল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের-ন্যায় মসহাব কাক্কা শিমার-শিবির আক্রমণ করিলেন। অশ্বের দপট, অস্ত্রের চাকচক্য শিমারের চক্ষে মহা বিভীষিকা রূপ দেখাইতে লাগিল। আজ নিস্তার নাই। কাক্কা স্বয়ং অসি ধরিয়াছেন, আর রক্ষা নাই। মসহাব বলিতে লাগিলেন, "শিমার! আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে চিনি, তুমিও আমাকে সেই সময় হইতেই বিশেষ রূপে জান। আর বিলম্ব কেন? শীঘ্র আইস, দেখি তোমার দক্ষিণ হস্তে কত বল? (ক্রোধে অধীর হইয়া) আয় পামর!-দেখি তোর খঞ্জরে কত তেজ।"

শিমার মোসহাব কাক্কার বল বিক্রম পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, সম্মুখ সমরাশা দূরে থাকুক ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন—কি বলিবেন, কাহাকে কি আজ্ঞা করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মসহাব কাক্কা সৈন্যগণকে বলিলেন, সৈন্যগণ! এই সেই শিমার! এই সেই শিমার! ইহার মস্তক দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে আমার জীবন পণ। এ সেই পাপিষ্ঠ শিমার! আইস আমার সঙ্গে আইস, চতুর্দ্দিক হইতে পামরের শিবির আক্রমণ করি। কাক্কা অশ্ব-কষাঘাত করিতেই অশ্বারোহী বীর সকল ভৈরব নিনাদে, সিংহ বিক্রমে শিমার সৈন্য-উপরি যাইয়া পড়িল। আজ শিমারের মহা শঙ্কট সময় উপস্থিত। আত্মরক্ষার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, কিছুই কার্য্যে আসিল না। পরাস্ত স্বীকারের চিহ্ন দেখাইলেন, মসহাব কাক্কা সে দিকে দৃকপাতও করিলেন না; কেবল মুখে বলিলেন,

"শিমার! তোর সঙ্গে যুদ্ধের রীতি কি? তোর সঙ্গে সন্ধি কি? তুই কোথায়? শীঘ্র আসিয়া আমার তরবারী-নিচে স্কন্ধ পাতিয়া দে? তোকে পাইলেই আমি যুদ্ধ ক্ষান্ত দিই। তোর সৈন্যগণের প্রাণবধ হইতে বিমুখ হইব। তুই কেন গোপন ভাবে রয়েছিস্? তুই নিশ্চয় জানিস্, আজ তোর নিস্তার নাই। এই অশ্বচক্র মধ্যে তোর প্রাণ, তোর সৈন্য সামন্ত সকলের প্রাণ, বাঁধা রহিয়াছে। একটি প্রাণী ও এ চক্র ভেদ করিয়া যাইতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিস্, তোদের সকলের জীবন আমাদের তরবারির ধারের উপরে নির্ভর করিতেছে। তুই সেই শিমার! আবার আজকাল মহাবীর শিমার বলিয়া পরিচিত, আবার শুনিলাম তুই শিমার, আবার এজিদের সেনাপতি? তোর আত্ম গোপন কি শোভা পায়? ছি ছি তুই সেনাপতির নাম ডুবাইলি? মহাবীর নামে কলঙ্ক রটাইলি। তোর অধীনস্থ সৈন্যগণ নিকট অপদস্থ হইলি? ভীরুতার পরিচয় প্রদান করিলি? নিজেও মজিলি, তাহাদিগকেও মজাইলি। তোর শুভ্র নিশানে ভুলিব না, তুই গতকল্য যাহা করিয়াছিস তাহাতে সন্ধির প্রস্তাব আর কর্ণে করিব না। তোর কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য করিব না। তুই যে খেলা খেলিয়াছিস্, যে আগুন জ্বালাইয়াছিস্, তাহার ফল চক্ষের উপরেই রহিয়াছে।—এখনও জ্বলিতেছে, এখনও পুড়িতেছে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোর জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিলে আমার অন্তরের—জ্বালা নিবারণ হইবে না। তুই অনেক প্রকারের

খেলা খেলিয়াছিস, কি ধূর্ত্ত পরকালের পথও একেবারে নিষ্কণ্টক করিয়া রাখিয়াছস্, তোর চিন্তা কি ? তোর মরণে ভয় কি ? তোগান, তর্কী ভূপতি দ্বয়ের যে দশা ঘটিয়াছে ইহা তাঁহাদের ভ্রম নহে, বিশ্বাসী না হইলে বিশ্বাস ঘাতকতা করিবার সাধ্য কার ?

কাক্কা কথা কহিতেছেন, এ দিকে শিমারের সৈন্য বাতাহত কদলির ন্যায় কাক্কার সৈন্য হস্তে পতিত হইতেছে, কেহ কোন কথা বলিবার অবসর পাইতেছেনা। নির্ব্বাকে রক্তমাখা হইয়া ভূতলে পড়িতেছে। শিমার কোন চাতুরি করিয়াই আর উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। বহু চিন্তার পর স্থির হইল যে, ভূপতিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিলেই বোধ হয় মসহাব কাক্কা যুদ্ধ ক্ষান্ত দিবে। প্রাণে বাঁচিলে ত পদোন্নতি ? আজ এই কালান্তক কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে ত অন্য আশা। অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, ঘটনা স্রোত যে দিকে যায় সেই দিকেই অঙ্গ ভাষাইব, এক্ষণে ভূপতি-দ্বয়কে ছাড়িয়া দেই।

শিমার ভূপতিদ্বয়কে নিষ্কৃতি করিয়া দিলেন। তোগান এবং তুর্কীয় ভূপতি-দ্বয়কে দেখিয়া মসহাব কাক্কা বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আর চিন্তা নাই। সৈন্য সামন্ত আহারীয় দ্রব্য অর্থ ইত্যাদি যাহা ভস্মীভূত হইয়াছে সে জন্য দুঃখ নাই, বিপদগ্রস্ত না হইলে নিরাপদের সুখ কখনই ভোগ করা যায় না,-দুঃখ ভোগ না করিলেও সুখের স্বাদ পাওয়া যায় না। ভ্রাতা-গণ! কথা কহিবার সময় অনেক পাইব, কিন্তু শিমার হাত ছাড়া হইলে আর পাইব না। আপনারা আমার সাহায্যে অস্ত্র ধারণ করুন, ঐ অশ্ব সজ্জিত আছে, অস্ত্রের অভাব নাই, যে অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করেন রক্ষিকে আদেশ করিলেই যোগাইবে ; বিলম্বের সময় নহে, শীঘ্র সজ্জিত হইয়া আমার সাহায্য করুন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন। দেখি শিমার কোথা যায়।"

শিমারের সেনাগণ সেনাপতির কাপুরুষত্ব দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ! ছি ! আমরা কাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি ? এমন ভীরু স্বভাব, নীচমনার আজ্ঞাবহ হইয়া সমরসাজে আসিয়াছি ? ছি ! ছি ! এমন ভয়াকুল সেনাপতি কখনও দেখি নাই ! বিনা যুদ্ধে সৈন্যক্ষয় করিতেছে, কি কাপুরুষ ? যুদ্ধ করি-বার আজ্ঞাও মুখ হইতে নির্গত হইতেছে না। ছি ! ছি—এমন যোদ্ধা ত

জগতে দেখি নাই ? ধিক আমাদিগকে ? এমন ভীরু স্বভাব সেনাপতির অধীনে আর থাকিব না। চল ভ্রাতাগণ! চল, ঐ বীর কেশরীর আজ্ঞাবহ হইয়া প্রাণরক্ষা করি, যদি বল আমাদিগকে তাহারা বিশ্বাস করিবে না, বিশ্বাস না করুক আগে পাছে উহাদের হাতেই মরণ—নিশ্চয় মরণ। চল ঐ মহাবীর মসহাব কাক্কার পদানত হই, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে”

শিমার সৈন্যগণ, জয় মহম্মদ হানিফ! জয় মহম্মদ হানিফ। মুখে উচ্চারণ করিয়া বিপক্ষ দল সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তরবারি আদি সমুদায় অস্ত্র, তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিল। মহাবীর মসহাব তাহাদিগকে অভয়দানে আশ্বস্ত করিয়া, সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অস্ত্র লইতে দিলেন না।

শিমার, অর্থ লোভ দেখাইয়া, পদোন্নতির আশা দিয়া, অর্থে বশীভূত করিয়া যে সকল সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষকে নিজ শিবিরে আনিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, “আমরা যে ব্যবহার করিয়াছি, শিমারের কুহকে পড়িয়া যে কুকাণ্ড করিয়াছি, ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হইবে। কি ভ্রমে পড়িয়া এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলাম। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া যায় না;—হওয়াই উচিত। কিন্তু এখন কথা এই যে, সেনাপতি মহাশয় নিজ সৈন্যদিগকে স্ববসে রাখিতে যখন অক্ষম, তখন আমাদের দশা কি হইবে? অতি অল্প সময় মধ্যেই আমরা, কাক্কার হস্তে ধরা পড়িব। কোন দিক হইতেই আর জীবনের আশা নাই, এ অবস্থায় আর বিলম্ব করিব না। চল, মসহাব কাক্কার হস্তে আত্ম সমর্পন করি; কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কে রাখিয়া যাইব না—শেষে ভবিতব্যে যাহা থাকে হইবে। আমরাই জগতে বিখ্যাত যোদ্ধা, আর আমাদের এ কলঙ্ক কালিমা রেখা চিরকাল সমভাবে থাকিবে, যে, তুর্কী সৈন্য, সৈন্যাধ্যক্ষ অর্থ লোভে বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ভাই সকল! তাহাতেই বলি, কথার শেষে আর একটি কথা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া যাই। শিমার! শিমার! শিমার!”

শিমার শিবির মধ্য হইতে ঘোর রবে, “জয় এরাফ অধিপতি! জয় মহম্মদ হানিফ!” রব হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শিমারের হস্তপদ বন্ধন করিয়া রণ প্রাঙ্গনে, মসহাব কাক্কার সম্মুখে শিমারকে রাখিয়া, যোড় করে বলিতে লাগিল, ‘আমরা অপরাধি দণ্ড করুন! আর সেনাপতি মহাশয়কেও বান্ধিয়া আনিয়াছি গ্রহণ করুন।”

মসহাব কাক্কা প্রথমতঃ শিমারের চাতুরী মনে করিয়া, দ্রুত হস্তে অসি চালনে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন। পরে আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ! তোমরাই বাহাদুর! তোমরাই শিমারের রক্ষক, তোমরাই শিমারকে বন্দীভাবে লইয়া আমার সহিত মদিনায় চল। মহম্মদ হানিফায় সম্মুখে তোমাদের এবং শিমারের বিচার হইবে।"

এ দিকে কাক্কা সৈন্যগণকে গোপনে আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্রোহী সৈন্য ও শিমারকে কৌশলে মদিনায় লইতে হইবে, সাবধান, উহার একটি প্রাণী ও যেন হাত ছাড়া না হয়। বিশেষ শিমার বড় ধূ—" এই আদেশ করিয়া মসহাব কাক্কা মদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

জগদীশ! তোমার মহিমার অন্ত নাই! কাল কি করিলে? আবার রাত্রে কি ঘটাইলে? প্রভাতেই বা কি দেখাইলে? আবার এখনইবা কি কৌশল খাটাইয়া কি খেলা খেলাইলে? ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার কারিগিরি!!! যে ফণীদ্বারা দংশন করাইলে, সেই বিষধর ফণীই, বিষের বিশেষ ঔষধ করিয়া নির্ব্বিষ করিয়া দিলে? ধন্য তোমার মহিমা! ধন্য তোমার লীলা!

যাও শিমার! মদিনায় যাও। তোমার বাক্য সফল হইল। আর ও হাতে লৌহ অস্ত্র ধরিতে হইবে না। যাও মদিনায় যাও!—মদিনায় গিয়া তোমার কৃতকার্য্যের ফল ভোগ কর। সেখানে অনেক দেখিবে;—সেপ্রান্তরে অনেক দেখিতে পাইবে। তোমার প্রাণপ্রতীম প্রিয় সখা ওতবে অলিদকে দেখিতে পাইবে। অশ্ব, শিবির, অস্ত্র, যুদ্ধ, যোদ্ধা, সমরাঙ্গন—সকলি দেখিতে পাইবে; কিন্তু তুমি পর হস্তে থাকিবে। শিমার! একবার মনে করিও। শিমার! একবার ফেরাত কূলের ঘটনা, মনে করিও। আজরের কথা মনে করিও। তুমি জগত কান্দাইয়াছ! বন, উপবন, পর্ব্বত, গিরি, গুহা, গগন, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য বায়ু ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে যে হৃদয় বিদারক শব্দ উদ্ভাবন করাইয়াছ, সে কথাটাও একবার মনে করিও। এইত সে দিনের কথা! হাতে হাতেই এই ফল!—ইহাতে আর আশা কি? এ নশ্বর জীবনে, এঅস্থায়ী জগতে–আর আশা কি শিমার? প্রাতে তোমার মনে, যে ভাবনা ছিল, এইক্ষণ তাহার কি কিছু আছে? বলত মানুষের সাধ্য কি? বাহুবল,

অর্থবল লইয়া মূর্খেরাই দর্প করে। তুমি না দামস্কে যাইতে মহা হর্ষে যাত্রা করিয়া ছিলে? সুখ সময়ে সুযাত্রার চিহ্ন স্বরূপ কত পতাকাই উড়াইয়া ছিলে? কত বাজনাই না বাজাইয়াছিলে? দেখদেখি মুহূর্ত্ত মধ্যে কি ঘটিয়া গেল? ভবিষ্যত গর্ভে যে কি নিহিত আছে, তাহা জানিবার কাহারও সাধ্য নাই। যাও মদিনায় যাও তোমার কৃতকার্য্যের ফল ভোগ কর।

চতুর্দ্দশ প্রবাহ।

হায়! হায়! এ আবার কি? এ দৃশ্য কেন চক্ষে পড়িল? উহু কি ভয়ানক ব্যাপার!! উহু! কি নিদারুণ কথা। এ প্রবাহ না লিখিলে কি “উদ্ধার পর্ব্ব” অসম্পূর্ণ থাকিত, না বিষাদ-সিন্ধুর কোন তরঙ্গের হীনতা জন্মিত? বুদ্ধি-নাই তাই বলিয়াই শিমারের বন্ধনে, মনে মনে একটু সুখী হইয়াছিলাম! কিন্তু এখন যে প্রাণ যায়! এ বিষাদ-প্রবাহে এখন যে প্রাণ যায়! হায়! হায়! এসিন্ধু মধ্যে কি, মহা শোকের কল্লোলধ্বনি ভিন্ন আনন্দ হিল্লোলের সামান্য ভাব ও থাকিবে না? হায়! কি বিষম কৃপাণ! আবরণ বিহীন কৃপাণ!! এজিদের হস্তে কৃপাণ!!! সম্মুখে মদিনার ভাবি রাজা, ঊর্দ্ধ দৃষ্টে দণ্ডায়মান। তিন পার্শ্বে সজ্জিত প্রহরী। এক পার্শ্বে প্রহরি শূণ্য। কারণ, হাসনেবানু, সহরেবানু, জয়নাব, প্রভৃতির দৃষ্টির বাধা না জন্মে,—জয়নালের শিরঃশ্ছেদ সচ্ছন্দে তাঁহাদের চক্ষে পড়ে। সেই উদ্দেশ্যেই বন্দীগৃহের সম্মুখে বধ্য ভূমি, এবং সেই দিকে প্রহরি শূন্য। সন্তানের মস্তক কি প্রকারে ধরায় লুণ্ঠিত হয়, তাহাই মাতাকে দেখাইবার জন্য সে দিকে প্রহরি শূন্য! এজিদ অসি হস্তে জয়নাল সম্মুখে দণ্ডায়মান। মরিয়ান নীরব, পুরবাসীগণ নীরব, দর্শকগণ ম্লান মুখে নীরব। এ ঘটনা কেহ ইচ্ছা করিয়া দেখিতে আসে নাই। প্রহরিগণ বলপূর্ব্বক নগরবাসিগণকে ধরিয়া আনিয়াছে।

এজিদ আজ্ঞায় প্রহরিগণ, যে সময় জয়নাল আবিদিনকে বন্দী গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক আনিয়াছে, সেই সময়েই হোসেন বানু অচৈতন্য হইয়াছেন—সে চক্ষু আর উন্মিলিত হয় নাই। সহরে বানু, জয়নাব, বিবি সালেমা, জয়নালের হাসি হাসি—মুখ খানির প্রতি স্থির নেত্রে চাহিয়া আছেন।—নিমেষ শূন্য চক্ষে জলের ধারা বহিতেছে,—অন্তরে, হৃদয়ে, শ্বাসে, প্রশ্বাসে, সেই বিপদ তারণ ভগবানের নাম, সহস্র বর্ণে সহস্র প্রকারে, বর্ণিত হইতেছে।

এজিদ বলিলেন,"জয়নাল! তোমার জীবনের এই শেষ সময়।—কোন কথা বলিবার থাকে ত বল? তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে। ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলে আর কি হইবে? আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে, আমার নামে খোতবা পড়িবে, আমাকে রাজা বলিয়া মান্য করিবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। ঘটনা ক্রমে তাহা ঘটিল না। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই, —হাতে পাইয়াও ছাড়িতে নাই, আমি নিশ্চয় জানিয়াছি তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না; এ অবস্থায় তোমাকে জীবিত রাখিয়া সর্ব্বদা সন্দিহান থাকা আর আমার বিবেচনা হইল না। জয়নাল! ঊর্দ্ধে কি আছে? অনন্ত আকাশে সূর্য্য ভিন্ন আর কি আছে? তুমি আকাশে কি দেখ? আমায় দেখ? আমার হস্তস্থিত শাণিত কৃপাণ প্রতি চাহিয়া দেখ? তোমার মরণ অতি নিকট; যদি কোন কথা থাকে তবে বল।" আমি মনোযোগের সহিত শুনিব।

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, "তোমার সহিত আমার কোন কথা নাই। আমার জীবন মরণে তোমার সমান ফল। আমি বাঁচিয়া থাকিলেও তোমার নিস্তার নাই, মরিলেও তোমার নিষ্কৃতি নাই।"

এজিদ সরোষে বলিলেন, "এখনও আস্পর্দ্ধা? এখনও অহঙ্কার!—এখনও ঘৃণা? এখনও এজিদে ঘৃণা? এ সময়েও কথার বাঁধুনি? দেখ! এজিদের নিষ্কৃতি আছে কি না? জীবন মরণে সমান ফল? দেখ জীবন মরণে সমান—।"

এজিদ তরবারি উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতেই মরিয়ান বলিলেন, "বাদসা নামদার! একটু অপেক্ষা করুন, ঐ দেখুন! ওতবে অলিদের সেই নির্দ্দিষ্ট বিশ্বাসী কাসেদ, অশ্বারোহী হইয়া মহাদ্রুতবেগে

আসিতেছে। ঐ দেখুন আসিয়া উপস্থিত হইল। একটু অপেক্ষা করুন। যদি হানিফার জীবন শেষ হইয়া থাকে, তবে সে সংবাদ জয়নালকে শুনাইয়া কার্য্য শেষ করুন্। শত্রুর শেষ, কার্য্যের শেষ, সকল শেষ, একবারে হইয়া যাউক বাদসানামদার একটু অপেক্ষা করুন।

এজিদের হস্ত নিচে নামিল। কি সংবাদ? কাসেদ কি সংবাদ লইয়া আসিল শুনিতে মহাব্যগ্র। অতি অল্পসময় জন্য জয়নাল বধে ক্ষান্ত— কাসেদ প্রতি লক্ষ।

কাসেদ অভিবাদন করিয়া, ওতবে অলিদের লিখিত পত্র মরিয়ানের হস্তে দিয়া, মলিন মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। মরিয়ান উচ্চৈঃস্বরে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।

"মহারাজাধিরাজ এজিদ বাদসা নামদারের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল! আজ্ঞা বহ কিঙ্করের নিবেদন এই যে, মহম্মদ হানিফা চতুঃর্দশ সহস্র সৈন্যসহ মদিনার নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত নগরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। প্রথম দিনের যুদ্ধে আমার সহস্রাধিক সেনা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। আগামি কল্য যে, কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? যতশীঘ্র হয় মরিয়ানকে, অধিক পরিমান সৈন্য সহ আমার সাহায্যে প্রেরণ করুন। হানিফাকে বন্দী করা দূরে থাকুক মরিয়ান না আসিলে চির দাস অলিদ, বোধ হয় আর দামস্কের মুখ দেখিতে পারিবেন না।"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ। এ আপদ কোথা ছিল? এক দিনের যুদ্ধে হাজার সৈন্যের অধিক মারা পড়িয়াছে, একি কথা?"

মরিয়ান বলিলেন, "বাদসা নামদার। এ সময় একটু বিবেচনার আবশ্যক। বন্দীর প্রাণ, বিনাশ করিতে কতক্ষণ?

"না—না;—ও সকল কথা কথাই নহে। জয়নালকে আর জগতে রাখাযাইতে পারে না। আমি তোমারও ভ্রমপূর্ণ উপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছাকরিনা।"

পুনরায় তরবারী উত্তোলন করিতেই দর্শকগণ মধ্যে, মহা গোল উপস্থিত হইল। কেহ কিছু হটিল, কেহ পড়িয়া গেল, কেহ উত্তর

পার্শ্বের ধাক্কা খাইয়া এক পার্শ্বে সরিল। জনতা ভেদ করিয়া দ্বিতীয় সংবাদবাহী, এজিদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ম্লান মুখে বলিতে লাগিল। "মহারাজ! ক্ষান্ত হউন! জয়নাল বধে ক্ষান্ত হউন। বড়ই অমঙ্গল সংবাদ আনিয়াছি। সাধারণ সমক্ষে বলিতে সাহস হয় না।"

এজিদ মহারোষে বলিলেন, "এখানে মহম্মদ হানিফা নাই? বল"—

সংবাদবাহী বলিল, "আমরা যাইয়া দেখি সেনাপতি শিমার, নিশিথ সময়ে সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, বিপক্ষগণের শিবির বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। প্রভাত বায়ুর সহিত বিপক্ষ দল হইতে অসংখ্য তীর বরিষণ হইতে লাগিল—দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত তীর চলিল। আমাদের সেনাপতি একপাদ ভূমিও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; ক্রমে সৈন্যগণ বাণাঘাতে জর জর হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। সেনাপতি শিমার, কি মনে করিয়া সন্ধি সূচক শুভ্র পতাকা উড়াইয়া দিলেন, কিছুই বুঝিলাম না;—যুদ্ধ ক্ষান্ত হইল। কোন পক্ষ হইতেই আর যুদ্ধের আয়োজন দেখিলাম না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নিশার গভীরতার সহিত বিপক্ষ শিবিরে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহার পর দেখি যে, বিপক্ষ শিবিরে আগুন লাগিয়াছে—দেখিতে দেখিতে কত অশ্ব, কত সৈন্য, পুড়িয়া মরিল। তাহার পর দেখিলাম শিবিরস্থ ভূপতিদ্বয়কে বন্দীভাবে, সেনাপতি মহাশয়—শিবিরে লইয়া আসিল; আনন্দের বাজনা বাজিয়া উঠিল। প্রভাত পর্য্যন্ত মহা আনন্দ। সূর্য্য উদয় হইলেই শিবির ভগ্ন করিয়া সেনাপতি মহাশয়, দামস্ক নগরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্ব দিক হইতে বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য, বিশেষ সজ্জিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিপক্ষদলের সৈন্যগণ যাহারা পলাইয়া, সে জলন্ত হুতাষণ হইতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল; দুর হইতে তাহাদের জাতীয় চিহ্ন সংযুক্ত পতাকা দেখিয়া ঐআগন্তুক দলে ক্রমে মিশিতে লাগিল। দলের অধিনায়ক যেমনি রূপবান—তেমনি বলবান। পালায়িত সৈন্যগণের সম্মুখে কি কথা শুনিয়া, চক্ষের পলকে সেনাপতি মহাশয়কে সৈন্যগণ সহ, অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা ঘিরিয়া শৃগাল কুকুরেরন্যায় একে একে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহাশয়ের সৈন্যগণ যেন মহা মন্ত্রে মোহিত।—মায়া বিদ্যায় আত্ম বিস্মৃত। শত্রুর তরবারী তেজে

প্রাণ যাইতেছে, দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত হইয়া, ভূতলে পড়িতেছে, কাহার মুখে কোন কথা নাই। কার যুদ্ধে কে করে? পলাইয়া যে প্রাণ রক্ষা করিবে সে ক্ষমতাও কাহার দেখিলাম না। মহারাজ! দেখিবার মধ্যে দেখিলাম দামস্ক সৈন্য মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, হানিফার নাম করিয়া ঐ মহাবীরের সম্মুখে সমুদায় অস্ত্র রাখিয়া, নতশিরে দণ্ডায়মান হইল। এই দৃশ্য চক্ষু হইতে সরিতে না সরিতেই, আবার নূতন দৃশ্য। আমাদের সেনাপতি মহাশয়কে কএকজন ভিন্ন দেশীয় সৈন্য, বন্দী অবস্থায় সেই বীরকেশরির সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। এবং সেনাপতি বাহাদুরকে ঐ বন্ধন দশায় উষ্ট্রে চড়াইয়া মদিনাভিমুখে লইয়া গেল।”

এজিদ হাতের অস্ত্র ফেলিয়া বলিলেন, “শিমার বন্দী !!”

মরিয়ান ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি বার বার বলিতেছি সময় সঙ্কট, মহা সঙ্কট! চার দিগে বিপদ। যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ইহা নির্ব্বাণ করিয়া রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে!

এজিদ বলিলেন, জয়নাল! “যাও কয়েক দিনের জন্য জগতের মুখ দেখ। মরিয়ানের কথায় আরও কএক দিন বন্দী গৃহে বাস কর।”

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, “ঈশ্বর রক্ষা না করিলে তোমারইবা কি সাধ্য? মরিয়ানেরইবা কি ক্ষমতা?” আমি বলি তুমিও যাও। আজ হইতে তুমিওতোমার প্রাণের চিন্তা করিতে ভুলিও না। সময় অতি নিকট। আমি কিছু দিন জগতের মুখ দেখিব, কি তুমি কিছুদিন দেখিবে তাহার নিশ্চয় কি?

এজিদ মহারোষে জয়নাল আবিদিনকে লক্ষ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বন্দী, বন্দী গৃহে আনিত হইল। জয়নাল আবিদিনের চির বিরহে আর আমাদিগকে কান্দিতে হইল না! ঈশ্বরের মহিমা!!

পঞ্চদশ প্রবাহ।

এইত সেই মদিনার নিকটবর্ত্তী প্রান্তর। উভয় শিবিরের উচ্চমঞ্চে, রঞ্জিত নিশান উড়িতেছে,—সমরাঙ্গনে সামরিক নিশান বায়ু সহিত ক্রীড়া করিতেছে—অবিশ্রান্ত অস্ত্র চলিতেছে—মার মার শব্দ হইতেছে। আজব্যুহ নাই—সৈন্য শ্রেণীর, শ্রেণীভেদ নাই—অস্ত্র চালনার পারিপাট্য নাই,—আত্ম পর, ভাবিয়া আঘাত নাই;—মরিতেছে, মারিতেছে, আঘাতিত হইয়া ভূতলে পড়িতেছে, হুহুঙ্কার বজ্র-নাদে, সমরাঙ্গন কাঁপাইতেছে,—আজ উভয় দলের সৈন্য শোণিত পাতে রণভূমি রঞ্জিত হইতেছে। জয় পরাজয় কাহারও ভাগ্যে ঘটিতেছে না। কিন্তু অলিদ সৈন্য অধিক পরিমাণ মারা পড়িতেছে। আজ মহা সংগ্রাম। উভয় দলে আজ বিষম-সমর। সৈন্যগণের চক্ষু উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মুখাকৃতি বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে।—রোষে, ক্রোধে, যেন উন্মত্ত হইয়া, চক্ষু-তারা ফুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে—মুখ ব্যাদনে, জিহ্বা, তালু কণ্ঠ, কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে। অস্ত্রাঘাতে মনের তৃপ্তি হইবে না, বলিয়াই যেন দণ্ডাঘাতের জন্য ব্যাকুল রহিয়াছে। প্রান্তরময় সৈন্য,—প্রান্তরময় যুদ্ধ। হানিফা আজ স্বয়ং সৈন্যগণের পৃষ্ঠ রক্ষক, গাজী রহমান পরিচালক। মহাবীর অলিদও আজ মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। এক প্রভাত হইতে অন্য প্রভাত গত হইয়াছে। এখন রবি দেব মধ্য গগনে,——কোন পক্ষই পরাস্ত স্বীকার করিতেছে না,—যুদ্ধের ও ইতি হইতেছে না। অলিদের প্রতিজ্ঞা যে, আজ হানিফার শিরশ্ছেদ করিয়া জগতে মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিব, হানিফার ও চেষ্টা যে, আজ মদিনার পথ পরিষ্কার না করিয়া ছাড়িব না। হয় অলিদ হস্তে জীবন বিসর্জ্জন, না হয়—সসৈন্যে মদিনায়প্রবেশ——

গাজী রহমান বলিলেন, "সৈন্যগণ মহা ক্লান্ত হইয়াছে। কি করিবে? এত মারিয়াও যখন শেষ করিতে পারিতেছে না তখন আর উপায় কি?"

মহম্মদ হানিফা অশ্ব বলগা ফিরাইয়া বলিলেন, "আজ উভয়দলের সৈন্য যে প্রকার ক্ষয় হইতেছে, ইহাতে মহা বিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি।

এখন না নিবারণের উপায় আছে? না উপদেশের সময় আছে? না কথা বলিবার অবসর আছে?"

অলিদের সমস্ত সৈন্য শেষ হইলে, অলিদ কখনই পরাস্ত স্বীকার করিবে না, আমরাও পরাস্ত না করিয়া ছাড়িব না।"

এই প্রকার কথা হইতেছে, এমন সময়ে অলিদ দলে সন্তোষের বাজনা-বাজিয়া উঠিল। ওতবে অলিদ দূর হইতে তাহার নিদ্ধারিত সৈন্য সাজ, যাহা নূতন সৈনিক দলের ব্যবহার জন্য, প্রস্তুত করিয়াছেলেন, সেই সাজে সজ্জিত সেনাগণ যাহারা মসহাব কাক্কার সঙ্গে আসিতেছিল তাহাদিগকে দেখিয়া মনের আনন্দে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিয়াছেন। গাজি রহমানের কর্ণে, ঐহঠাৎ বাজনার রোল মহা বিপদ জনক ও বিষম বোধ হইতে লাগিল। কারণ—উভয় দলেই প্রমত্ত কুঞ্জরসম, যুদ্ধে মত্ত, কেহই পরাস্ত স্বীকার করে নাই। এ অসময় সন্তোষের বাজনা কেন? গাজি রহমানের বিশাল চক্ষু মদিনা প্রান্তরের চতুঃদ্দিকে ঘুরিতে লাগিল, চিন্তা স্রোত খরতর বেগে বহিতে লাগিল,—পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যুদ্ধ জয়ের আশা,—মদিনা প্রবেশের আশা,—জয়নাল উদ্ধারের আশা, অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া গেল।

মহম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "বাদ্সা নামদার! ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটাইতে, মানুষের ক্ষমতা নাই। সৈন্য শ্রেণী যে প্রকারে চালনা করিয়াছিলাম, সৈন্যগণ ও যে বীর বিক্রমে আক্রমণ করিয়া ছিল, অতি অল্প সময় মধ্যেই, অলিদ বাধ্য হইয়া পরাস্ত স্বীকারে মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতেন, পথ না ছাড়িতেন রহমানের হস্তে নিশ্চয়, আজ বন্দী হইতেন। কিন্তু কি করি! ঐ দেখুন? উহারা যখন আমাদের পশ্চাৎ দিক হইতে আসিতেছে, তখন রক্ষার আর উপায় নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় দিকেই শত্রুসেনা, আর নিষ্কৃতি কোথা? নিশ্চয় বন্দী!! আজ সৈন্যসহ আমরা বন্দী!!

মহম্মদ হানিফা বলিলেন, বহুতর অশ্বারোহি সৈন্য বটে; পদাতিক সৈন্য ও আছে। উহারা যে বীরদাপে, আসিতেছে শত্রুসেনা হইলে মহাবিপদ তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্দেহ অনেক।

সন্দেহের কোন কথা নাই। কথাআসিতে ও পারে না। বিপক্ষ দলের

বাজনাই তাহার নিশ্চয়তার প্রমাণ। ও তবে অলিদ কি এমনি অবোধ যে, না জানিয়া, আপন পর না ভাবিয়া, আনন্দ বাজনা বাজাইয়াছে? নিশ্চয় উহারা দামস্কের সৈন্য।

. আগন্তুক সৈন্যদল ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অলিদের মনে ধ্রুব বিশ্বাস যে, দামস্ক হইতে মরিয়ান, তাঁহার সহায়ে আসিয়াছেন।

অলিদ সদর্পে বলিতে লাগিলেন, "বন্দি! মহম্মদ হানিফা আজ সৈন্যসহ নিশ্চয় বন্দী। আর কি সন্দেহ আছে? আমারই নির্ব্বাচিত,—চিহ্ন সংযুক্ত,—নূতন সাজ। দামস্কের সৈন্য না হইয়া যায় না। বাজাও ডঙ্কা? বাজাও ভেরী? কিসের ভয়? সহস্র হানিফা হইলেও আজ অলিদ হস্তে পরাস্ত? সম্মুখে অস্ত্র, পশ্চাতে অস্ত্র, এতে কি রক্ষা আছে? কার সাধ্য? জগতে এমন কোন বীর নাই যে, সম্মুখ পশ্চাদ উভয় দিক রক্ষা করিয়া, সমান ভাবে শত্রু সম্মুখিন্ হইতে পারে।" মনের উল্লাসে উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মহাম্মদ হানিফ! তুমি কোথায়? তোমার চক্ষু কোন দিকে? তুমি কায়মনে যে ঈশ্বরের বল করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছ, সেই ঈশ্বরের দোহাই,—একবার পশ্চাদ দিকে চাহিয়া দেখ। এখনও অলিদ সম্মুখে, অস্ত্র রাখিলে না? এখনও যুদ্ধে বিরত হইলে না? এক বার পশ্চাদে চাহিয়া দেখ। তোমার জীবন প্রদীপ এখনই নির্ব্বান হইবে। তোমার বুদ্ধি মান মন্ত্রি গাজি রহমানের জীবন এখনই শেষ হইবে। সম্মুখে অলিদ, পশ্চাদে মরিয়ান। এখনও যুদ্ধ—? রাখ তরবার—কর পরাস্ত স্বীকার—? মঙ্গল হইবে। ক্ষান্ত হও, এখনও ক্ষান্ত হও; আত্ম সমার্পণের এই উপযুক্ত সময়। বীরের মান বীরেই রক্ষা করিয়া থাকে। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমাদের সকলের পরমায়ু শেষ হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। আবার বলি পশ্চাদে চাহিয়া দেখ। মহারাজ এজিদের কারু কার্য্য খচিত উড্ডীয়মান নিশান প্রতি চাহিয়া দেখ।"

গাজি রহমান এপর্য্যন্ত নিশান প্রতি লক্ষ করিয়া ছিলেন না। অলিদের কথায় নিশান প্রতি চাহিয়াই, ঈশ্বরকে শত শতধন্যবাদ দিলেন। এদিকে অলিদ ও ভয়ে বিহ্বল প্রায় হইয়া, বেগে অশ্ব উঠাইয়া শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

মহাম্মদ হানিফ গাজি রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কারণ কি ? নিশান দেখিয়া অলিদের মুখ ভারি হইল কেন ? ওরূপ দ্রুতবেগে হঠাৎ শিবি-রেইবা চলিয়া গেল কেন ?

"বাদসা নামদার ! অলিদের বাজনায় ধুমে, আমি আমার চিন্তাকে ভ্রম পূর্ণ বিপথে চালনা করিয়াছি। অনিশ্চিৎ, সন্ধিহান, অনুমান, প্রতি নির্ভব করিয়া,—যে কার্য্য করে,তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিব ? আরও অধিক আশ্চর্য্য, এইযেএকজন সেনাপতি ! অলিদ, যে কি প্রকৃতির সেনাপতি তাহা আমি; এখনও বুঝিতে পারি নাই। কিগুণে এতাধিক সৈন্যেরআধিনায়ক হইয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও এইক্ষণে বুঝিতে পারিতেছিনা। অলিদ প্রতি আমার ভক্তি মাত্র নাই। আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, যে, ইহারা কি প্রকারে মহাবীর হাসেন হোসেন সহিত যুদ্ধ করিয়াছে ! একটু অপেক্ষা করুন সকলই স্পষ্টত দেখিতে পারিবেন।"

"আমারও সন্দেহ হইতেছে। ঐ সকল চিহ্নিত পতাকা কখনি এজিদের নহে।"

"বাদসা নামদার। অলিদ আমাকে ভ্রম কুপে ডুবাইয়াছে ; এখন আর কিছুই বলিব না—সকলই ঈশ্বরের মহিমা।

এদিকে রণপ্রাঙ্গনে অলিদ পক্ষীয় সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। বাতাহত কদলিবৃক্ষের ন্যায় ভূমিস্যাত হইতেছে। একদল হত হইলেই যে, অন্য দল আসিয়া, শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে ছিল, তাহা আর হইতেছেনা। যাহারা সমরে লিপ্ত ছিল তাহারাই ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল।

সন্দেহ দূর হইল। মহম্মদ হানিফার সৈন্যগণ জাতীয় পতাকা স্পষ্ট ভাবে দেখিয়া, সজোরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া, প্রান্তর সহিত রণস্থল কাঁপা-ইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে মসহাব কাক্কা সৈন্যদল সহ আসিয়া,—হানি-ফার সহিত যোগ দিলেন। মসহাব কাক্কা হানিফার পদচুম্বন করিয়া বলিলেন—

"বিলম্বের কারণ পরেবলিব এখন কি আজ্ঞা ?"

মহম্মদ হানিফা বলিলেন, "ভাই ! পরে শুনিব। কথা পরে শুনিব। এখন ধর তরবার। মার কাফের। তাড়াও অলিদ। মনের কথা কহিতে, দুঃখের কান্না কান্দিতে, অনেক সময় পাইব। সে সকল কথা, মনেই গাঁথা আছে।

এখন প্রথম কার্য; মদিনায় প্রবেশ। তোমার তরবার এদিকে চলিতে থাকুক, আমি অন্য দিকে চলিলাম।"

হানিফা অশ্ব উঠাইলেন। মসহাব কাক্কাও ঈশ্বরের নাম করিয়া শত্রু নিপাতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। উভয়ের সম্মিলনে একঅপূর্ব্ব নবভাবের আবির্ভাব হইল। উভয় দলের বাজনা একত্র বাজিতে লাগিল, উভয় দলের সৈন্য মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া চলিল,—অলিদের মনেও নানা রূপ চিন্তার লহরি খেলিতে লাগিল। "মহাম্মদ হানিফার সঙ্গেই জয়ের আশাছিল না, তাহার পর তৎতুল্য আর একটী বীর হঠাৎ উপস্থিত হইল—অস্ত্র ও ধারণ করিল,—আর রক্ষা নাই। কিছুতেই আজ রক্ষা নাই।"

অলিদ মহাশঙ্কটে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। অনেক ক্ষণ চিন্তার পর, মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, ভাগ্যে যাহা থাকে হইবে, সহসা মসহাব কাক্কার সম্মুখে যুদ্ধে যাইব না। দেখি মসহাব কাক্কা কি করেন।

অলিদ গুপ্তস্থানে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, হানিফা! দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া, মদিনা গমন পথ পরিস্কার করিতেছেন, মসহাব কাক্কা বাম পার্শ্বে (তাঁহারই দিকে) অস্ত্র চালনা করিতেছেন। আর বারবার অলিদ নাম উচ্চারণ করিয়া, যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, "অলিদ! শীঘ্রহ বাহির হও। শিবির হইতে শীঘ্রহ বাহির হও। তোমার বীরপণা দেখিতেই, আজ ক্লান্ত, পথ শ্রান্ত ভাবেই অস্ত্র ধরিয়াছি। আইস আর বিলম্ব কি? অলিদ! আইস? আজ তোমাকে দেখিব। ঈশ্বরের দোহাই তোমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিব। তোমার বল বিক্রম সাহস সকলই দেখিব। যদি সময় পাই তবে তোমার তরবারির তেজ, বর্ষার ধার, তীরের লক্ষ, খঞ্জারের হাত, গদার আঘাত, সকলই দেখিব,—ভয় কি? শত্রু যুদ্ধার্থী, তুমি শিবিরে? ছি ছি! বড় ঘৃণার কথা। ছি ছি অলিদ! তুমি না সেনা পতি? এজিদের বিশ্বাস্য সেনা পতি?"

মসহাব কাক্কা অলিদকে ধীক্কার দিয়া, ঘৃণা জন্মাইয়া, যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু অলিদ গুপ্ত ভাবে থাকিয়া কি দেখিতেছেন, কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের হাব ভাবে

তাঁহাকে আরও ব্যতি ব্যস্ত হইতে হইল;—চতুর্দ্দিকে ভীষণ বিভীষিকাময় দেখিতে লাগিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইতে হইবে, মদিনার পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে—এখনই ছাড়িয়া দিতে হইবে,—না হয় বন্দী ভাবে হানিফার পদানত হইতে হইবে, ইহাতে দুঃখ নাই—অপমানের কথা নাই। কিন্তু আপন সৈন্য দ্বারা অপমানিত হওয়া বড়ই ঘৃণার কথা, ও লজ্জার কারণ মনে করিয়া, অলিদ বাধ্য হইয়া সশস্ত্রে মসহাব কাক্কার সম্মুখিন্ হইলেন।

মসহাব কাক্কা বলিলেন, "অলিদ! শত্রু সম্মুখে আসিতে, যুদ্ধার্থে রণ-ক্ষেত্রে পদ বিক্ষেপ করিতে, তোমার আমার কি এত বিলম্ব শোভা পায়? যাহা হউক, আইস, অগ্রে তোমার বাহুবল পরীক্ষা করি। আমি তোমাকে অস্ত্রাঘাতে মারিব না—নিশ্চয় বলিতেছি তোমার প্রতি মসহাব কাক্কা কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না।"

অলিদ দুটী চক্ষু পাকল করিয়া বলিলেন, "মহাবীরের দর্প দেখ? অস্ত্রাঘাতে মারিবেন না, কথাব আঘাতে মারিবেন?

"অরে পামর! কথা রাখ,! অস্ত্র ধর।"

"মসহাব! তুমি এই মাত্র আসিয়াছ—এখনই যুদ্ধ। কে না বলিবে? যে দেখিবে সে বলিবে, যে শুনিবে সেও বলিবে যে, দুর্গম পথ শ্রান্তিতে কাতর ছিল, ক্ষণকালও বিশ্রাম করে নাই, যেমনি দেখা, অমনি যুদ্ধ, কাজেই পরাস্ত। সেই আমার বিলম্বের কারণ। কিন্তু, তুমি তাহা বুঝিলে না,—তোমার ভালর জন্যই আমি এতক্ষণ আসি নাই।"

মসহাব কাক্কা রোষে অধীর হইয়া, সিংহনাদে অলিদের দুই হস্ত, দুই হস্তে ধরিয়া, সজোরে অলিদ অশ্বকে পদাঘাত করিলেন; অশ্ব বহুদূরে ছুটিয়া পড়িল। অলিদ, কাক্কার হস্তে রহিয়া গেলেন, মসহাব অলিদকে লইয়া এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান হইলেন। বীরবর অলিদ! যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কাক্কার হস্ত হইতে নিজ হস্ত ছাড়াইতে পারিলেন না।

মসহাব বলিলেন "এইত প্রথম পরীক্ষা দ্বিতীয় পরীক্ষাও দেখ।" এই কথা বলিয়াই অলিদকে শূন্যে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন।

দেখ কাকের দেখ? কাহার কথা সত্য? আমি কথার আঘাতে মারিতে পারি? কি আছাড় মারিয়া মারিতে পারি? চতুর্দ্দিক হইতে মহা গোলযোগ হইয়া উঠিল। সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ যায়—দামস্ক রাজ এজিদের সেনাপতি, শূন্যে, চক্রাকারে ঘুরিয়া প্রাণ হারায়,—বড়ই লজ্জার কথা। অলিদ সৈন্য, মসহাবের দিকে মহারোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিতে লাগিল। এদিকে মহম্মদ হানিফ ঐ গোল যোগের কারণ জানিতে আসিয়া দেখিলেন, অলিদ কাক্কার হস্তে উত্তোলিত হইয়া চক্রাকারে ঘুরিতেছেন, আর রক্ষা নাই।

মহম্মদ হানিফ উচৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। "ভাই মসহাব? আমার কথা রাখ। ভাই! আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ? কথা রাখ। ভাই। ক্ষান্ত হও। অলিদকে প্রাণে মারিওনা, মারিও না। আমি বারণ করিতেছি উহাকে প্রাণে মারিওনা।"

মসহাব বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরধার্য্য, কিন্তু আমি ইহাকে একটী আছাড় না মারিয়া ছাড়িব না—তাহাতেই যদি উহার প্রাণ বাহির হয় কি করিব? উহার প্রতি আমি অস্ত্রের আঘাত করিব না একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এজিদের সেনাপতির বীরত্ব দেখুন? অলিদের বাহুবল দেখুন?"

এই কথা বলিয়াই মসহাব কাক্কা অলিদকে, মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। অলিদ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে, বিংশতি হস্ত ব্যবধানে ছুটিয়া পড়িলেন। ক্ষণ কাল অচৈতন্য ভাবে থাকিয়া রণপ্রাঙ্গন হইতে উঠিতে পড়িতে, শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অলিদের সৈন্য এখন কাক্কার হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার উপায় খুজিতে লাগিলেন। "আর কি করিবেন?—পলায়ন।"

মসহাব কাক্কা বীর দর্পে বলিতে লাগিলেন, আয় রে! কাফেরগণ! আয়! মদিনার পথে বাধা দিতে আয়! এই মসহাব চলিল।"

মসহাব সমুদায় সৈন্য লইয়া অলিদের শিবির পশ্চাৎ করিয়া যাইতে লাগিলেন, কার সাধ্য মসহাবকে বাধা দেয়? সে বীর কেশরী সম্মুখে কে দাঁড়ায়?

গাজি রহমান বলিলেন, "আজ মদিনায় প্রবেশ করিব না, এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রান্ত সীমাতেই থাকিব। সৈন্যগণ মহাক্লান্ত হইয়াছে। আরও একটি কথা, মদিনা প্রবেশের পূর্ব্বেই আমাদের কতক সৈন্য, নগরের বহির্ভাগে, নগর প্রবেশ দ্বারে, সর্ব্বদা সজ্জিত ভাবে অবস্থিতি করিবে। দামস্কের, মন্ত্রি, সৈন্যাধ্যক্ষ, কাহাকেও বিশ্বাস নাই। ছল,চাতুরি, অধর্ম্ম, প্রবঞ্চনা, সকলি তাহাদের আয়ত্বাধীন—জাতিগত স্বভাব।"

মসহাব কাক্কা সম্মত হইলেন, মহাম্মদ হানিফা ও রহমানের কথা গ্রাহ্য করিলেন। সৈন্যগণ অলিদের শিবির লুটপাট করিয়া, খাদ্য সামগ্রী অস্ত্র শস্ত্র যাহা ছিল লইয়া, জয় জয় রবে প্রান্তর কাঁপাইয়া, চলিল।

মসহাব কাক্কা মহম্মদ হানিফাকে বলিলেন, "হজরাত! আর একটী কথা' তুরস্ক তোগাণ রাজ্যের ভূপতিদ্বয় আমার সঙ্গে আছেন। তাঁহারা পথে শিমার হস্তে যেরূপ বিপদ গ্রস্থ হইয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলিব। এইক্ষণ একটী শুভ সংবাদ অগ্রে না দিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছিনা। সেই পাপাত্মা শিমারকে আমি বন্দী করিয়া আনিয়াছি।"

হানিফার মনের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল—নির্ব্বাণ আগুণ দ্বিগুণ রূপে জ্বলিয়া উঠিল। কারবালার কথা মনে পড়িল। হু হু শব্দে কান্দিয়া উঠিলেন, মসহাব, এক প্রকারে অপ্রতিভ হইলেন। কিছু ক্ষণ পরে হানিফা মসহাবের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি আমার মাথার মণি, হৃদয়ের বন্ধু, প্রাণের ভাই। আইস ভাই। তোমারে একবার আলিঙ্গন করি। তুমি শিমারকে বন্দী করিয়াছ এ গৌরব, এ কীর্ত্তি, অক্ষয় রূপে জগতে চিরকাল থাকিবে—তুমি বিনা মূল্যে আজ হানিফাকে ক্রয় করিলে। ভ্রাতঃ আর আমার গমনে সাধ্য নাই। শিমারের নাম শুনিয়া আমি অধীর হইয়াছি। আরবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাবীর ভ্রাতৃ বরের শিরশ্ছেদ বিবরণ শুনিয়া অবধি সেই শিমারকে একবার দেখিব, মনে করিয়া আছি। তাহার দক্ষিণ হস্তে কত বল? সে খঞ্জর ধরিতে কেমন পটু? তাহাও দেখিব মনে আছে। আর তাহাকে কয়েকটী কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিব। এছাড়া আর-আমার কোন সাধ নাই। শিমার সম্বন্ধে, তুমি যাহা করিবে আমি তাহার সঙ্গি আছি।" আর বেশী দূর যাইব না আজ এই খানেই বিশ্রাম।"

ষোড়ষ প্রবাহ।

পরিণাম কাহার না আছে? নিশার অবশান, দিনের সন্ধ্যা, পরমায়ুর শেষ, গর্ভের প্রসব, উপন্যাসের মিলন, নাটকের যবনিকা পতন, অবশ্যই আছে—পূণ্যের ফল, পাপের শাস্তি ইহাও নিশ্চয় আছে।

শিমার আজ বন্দী, যে শিমারের নামে হৃদয় কাঁপিয়াছে, যে শিমার জগত কান্দাইয়াছে, সেই শিমার আজ বন্দী। সেই শিমারের আজ পরিণাম ফল—শেষ দশা। মহম্মদ হানিফা, মসহাব কাক্কা, গাজি রহমান, এবং প্রধান প্রধান সেনাপতি দিগের মত হইল যে, শিমার কে কিছুতেই ইহ জগতে রাখা বিধেয় নহে। এমন নিষ্ঠুর অর্থ পিশাচ, পাপাত্মার মুখ আর চক্ষে দেখা উচিত নহে। তবে, কি কর্ত্তব্য? যমালয় প্রেরণ;—কি প্রকারে? এখনও সাব্যস্ত হয় নাই।

অলিদকে ধৃত করিয়া মহম্মদ হানিফা কেন ছাড়িয়া দিলেন?—তিনিই জানেন। মহম্মদ হানিফ মদিনার প্রবেশ পথে নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছেন, শিমারের শাস্তি বিধান করিয়া অদ্যই মদিনায় যাইবেন—এই কথাই প্রকাশ।

অলিদের আর যুদ্ধের সাধ নাই—হানিফার মদিনা গমনে বাধা দিবারও আর শক্তি নাই,—মহম্মদ হানিফা যখন ধরিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তখন এক প্রকারে প্রাণেরভয়ও নাই,—কিন্তু আশঙ্কা আছে;-মসহাব কাক্কার কথা মূহূর্ত্তে মূহূর্ত্তে অন্তরে জাগিতেছে। কি লজ্জা! অধীনস্থ সৈন্যগণ যাহারা জীবিত আছে, তাহারাইবা মনে মনে কি বলিতেছে? আর একটী কথা, সে কথা কাহারেও বলেন নাই, মনে মনেই চিন্তা করিয়াছেন—মনে মনেই দুঃখ ভোগ করিতেছেন।

দামস্কের বহুতর সৈন্য মসহাব কাক্কার সঙ্গি হইয়াছে ইহার কারণ কি? কেন তাহারা কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিল,—ইহার কি কোন কারণ আছে?

এই সকল ভাবিয়া অলিদ দামস্কে না যাইয়া, ভগ্ন হৃদয়ে, ভগ্ন শিবিরে হানিফার মদিনা প্রবেশ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে থাকাই স্থির করিয়াছেন।

অসময়ে হানিফার শিবিরে আনন্দের বাজনা। আজ আবার বাজনা—কেন? অলিদ ভাবিলেন আবার কি যুদ্ধ? আবার কি মসহাব কাক্কা রণক্ষেত্রে? মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন, আবার সেই দূর দর্শনের সহায় গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ সাজ নহে। মসহাব কাক্কা মহম্মদ হানিফ, প্রভৃতি বীরগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে শিবিরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং হস্ত পদ বন্ধন অবস্থায় একজন বন্দীকে কয়েকজন সৈন্য, ধরাধরি করিয়া আনিয়া—উভয় শিবিরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক, লৌহ দণ্ডের সহিত বক্ষ বাঁধিয়া দুই হস্ত দুই দিকে, অপর দুই দণ্ড সহিত কঠিন রূপে বাঁধিয়া বন্দীর পদদ্বয় ঐ হস্ত আবদ্ধ দণ্ডের নিম্ন ভাগে আঁটিয়া বাঁন্ধিয়া দিল।

অলিদ মনে মনে ভাবিতেছেন, এ আবার কি কাণ্ড উপস্থিত। এমন নিষ্ঠুর ভাবে ইহাকে বাঁধিয়া তীর ধনু হস্তে সকলে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি ভাবে, কেন ঘিরিয়া দাড়াইল? এ লোকটী এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে? ইহার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে কেন? একটু অগ্রসর হইয়া দেখি—কার এদুর্দ্দশা!

মসহাব কাক্কা ধনুর্ব্বাণ হস্তে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, শিমার! আজ তোমার সৃষ্টি কর্ত্তার নাম মনেকর, তোমার কৃত কার্য্যের পাপ কথা মনে কর—দেখিলে? জগত কেমন ভয়ানক স্থান? দেখিলে—একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কার্য্য ফল কথঞ্চিৎ পরিমানে এখানেই কিছু কিছু পাওয়া যায়। লোকে অজ্ঞতা-তিমিরাচ্ছন্নে ভবিষ্যত জ্ঞান হারা হইয়া, অনেক কার্য্যে হস্ত ক্ষেপণ করে, কিন্তু শেষে কোথায় রক্ষা পায়? কে রক্ষা করে? মাতা, পিতা, স্ত্রী, পরিবার, পরিজন, কেহ কাহার নহে। আজ কে তোমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল? কে তোমার পক্ষ হইয়া দুট কথা বলিল? মোহতিমিরে কেমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তোমার হৃদয় আকাশ কেমন ঘন ঘটায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি একবার ভাব দেখি নুরনবি মহম্মদের দৌহিত্র এমাম হোসেনের মস্তক, সামান্য অর্থ লোভে স্বহস্তে ছেদন করিয়া তোমার কিলাভ হইল? আরও অনেকে তোমার সঙ্গে ছিল তাহারাও যুদ্ধ জয় করিয়াছিল, কিন্তু এমাম শির দেহ বিচ্ছিন্ন করিতে কৈ কেহইত অগ্রসর হইল না? ধিক তোমাকে! শিমার! শত ধিক তোমাকে!—

তুমি জগত কান্দাইয়াছ।—পশু পক্ষীর চক্ষের জল ঝরাইয়াছ।—মানব হৃদয়ে বিষময় বিশাল শেলের—আঘাত করিয়াছ। আকাশ, পাতাল, বন, উপবন, পর্ব্বত, বায়ু তোমার কুকীর্ত্তির কীর্ত্তন করিতেছে—সে রবে প্রকৃতির বক্ষ পর্য্যন্ত ফাটিয়া যাইতেছে।—কিন্তু তোমার পরিণাম দশা, তুমি কিছুই ভাব নাই। দেখ দেখি! আজ তোমার কোন দিন উপস্থিত। শিমার! তুমি কি ভাবিয়া ছিলে যে, এ দিন চিরদিন তোমার সুখ সেব্য সুদিনই যাইবে? একদিনও কি এ দিনের সন্ধ্যা হইবে না? দেখ দেখি, এখন কেমন কঠিন সময় উপস্থিত! সে পবিত্র মস্তক, পবিত্র—দেহ হইতে ভিন্ন করিতে, খঞ্জর দ্বারা কত কষ্ট দিয়াছ? সে যাতনা সহ্যকরিতে না পারিয়া প্রভু কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন মনে হয়? ওরে পাপীষ্ঠ নরাধম! এমামের সেই মুমূর্ষ অবস্থার কথা কিছু মনে হয়? তোকে আরকি বলিতে পারি না। পরকালের জন্য যে, তোমার চিন্তা নাই তাহা আমরা বিশেষ করিয়া জানি। তোমার পাপ ভার, সে পাপ ভার, হায়! হায়! তুমি যাহার বুকের উপর উঠিয়া খঞ্জর দ্বারা গলা কাটিয়াছিলে তিনিই লইয়াছেন। কিন্তু শিমার! জগতের দৈহিক যাতনার দায় হইতে উদ্ধার করিতে তোমার মুখ পানে চায় এমন লোক কৈ! ঈশ্বরের লীলা দেখ, তোমারই অনুগত সৈন্য তোমারই হস্ত পদ বন্ধন করিয়া, আমার সম্মুখে আনিয়া দিল। ইহাতেও কি তুমি সেই অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি ভক্তি সহকারে বিশ্বাস করিবে না? এখনও কি তোমার পূর্ব্ব ভাব অন্তর হইতে অন্তর হয়নাই? এই আসন্নকালে একবার ঈশ্বরের নাম কর। শিমার! আমরা তোর সমুচিত শাস্তি বিধান করিব বলিয়াই আজ তীর হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছি। তরবারী আঘাত করিলাম না,—বর্শা দ্বারা ভেদ করিলাম না,—এই বিষাক্ত তীরে তোমার শরীর জর্জ্জরীভূত করিয়া তোমাকে এই জগত হইতে দূর করিব। ঐ দেখ, তোমার প্রিয় বন্ধু ওতবে অলিদ ছল ছল নয়নে তোমার দিকে চাহিয়া আছে মাত্র। কে—আজ তোমার সাহায্য করিতে আসিল? তোমার নীরব রোদনে কে,—কর্ণপাত করিল? তুমি যাহার নিতান্ত অনুগত, তোমার আজিকার দশা, তাহার নিকট প্রকাশ করিতে—আজিকার এই অভিনয়ের

অভাবনীয় দৃশ্য, রাজ গোচর করিতে অনেক চক্ষু তোমার দিকে রহিয়াছে, দেখিতেছি। কিন্তু কেহই তোমার কিছুই করিল না। কি আশ্চর্য্য তাঁহাদের অস্ত্রের অভাব হয় নাই, সাহসের অভাব ঘটিয়াছে কিনা, জানিনা—কৈ তাহারা কি করিল? জগতে কেহ কাহার নহে। সকলেই স্বার্থের দাস, লোভের কিঙ্কর। তোমার সঞ্চিত অর্থ আজ কোথায় রহিল? সেই পুরস্কারের লক্ষ টাকায় কি উপকার হইল? ঈশ্বর কৃপায় তুমি আজ আমাদের ক্রীড়ার সামগ্রী। ধনুর্ব্বান সহিত তোমাকে লইয়া আজ ক্রীড়া করিব। শিমার! তোমাব কৃত কার্য্যের ফল সামান্য রূপে আজ আমাদের হস্তে ভোগ কর। এই আমার কথার শেষ,—বানের প্রথম। দেখ, বানেব আঘাত কেমন মিষ্টি বোধ হয়? কেমন সুখ সেব্যে নিদ্রা আইসে।

ধনুর টঙ্কাব শিমারের কর্ণে বজ্রধ্বনীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল,—প্রাণের মায়া কাহার না আছে? আজ শিমারের চক্ষে জল পড়িল, আজ পাষান গলিল। পূর্ব্ব কৃত প্রতি মুহূর্ত্তের পাপ কার্য্যের ভীষণ ছবি মনে উদয় হইল। পাপময় জীবনের নিদারূণ পাপছায়া, ভীমদর্শনে শিমা-রের চক্ষের উপর ঘুরিতে লাগিল। জলবিন্দুর সহিত, শরীরের রক্ত বিন্দু ঝরিতে লাগিল।—শিমার উর্দ্ধ দৃষ্টিতে আকাশ পাণে চাহিয়া হোসেনের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া জীবন শেষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শরীরের মাংশ সকল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে দেহস্খলিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়ি-তেছে,—তত্রাচ শিমারের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে না। মসহাব কাক্কা প্রভৃতি দ্বিগুণ জোরে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শরীরের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু প্রাণ বাহির হইল না।—কি কঠিন প্রাণ!

তখন শিমার উর্দ্ধ দৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "হা ঈশ্বর! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমার শরীরের মাংশ খণ্ড প্রায় স্খলিত হইয়া পড়িল, অস্থি সকল জর জর, হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, তবু প্রাণ বাহির হইল না। হে দয়াময়! আমিও তোমার সৃষ্ট জীব,—আমার প্রতি কটাক্ষপাত কর,—আমার প্রাণ-বায়ু শীগ্রহ হোসেনের পদপ্রান্তে নীত কর।"

মহম্মদ হানিফা এবং মসহাব কাক্কা এই কাতরপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া শরাসন-জ্যা শিথিল করিলেন, আর তূনীরে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন না। সকলেই দয়াময়ের নাম করিয়া শত সহস্র প্রকারে তাঁহার গুণানুবাদ করিলেন—শিমারের প্রাণ-বায়ু, ইহ জগত হইতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া, হোসেনের পদপ্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বীর কেশরীগণ আর শিমার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। শিবিরে আসিয়া মদিনা যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ওতবে অলিদ বিষণ্ণ বদনে, দামস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে আশা তাঁহার অন্তরে জাগিতে ছিল, সে আশা আশা-মরীচিকাবৎ ঐ প্রান্তরের বালুকাকণা মধ্যে মিশিয়া গেল। মনে মনেই বুঝিলেন, শিমারের সৈন্যগণ মসহাব কাক্কার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। আর আশা কি ?—এ প্রান্তরে আর আশা কি ?

সপ্তদশ প্রবাহ।

মন্ত্রণা গৃহে, এজিদ একা। দেখিলেই বোধ হয় যেন, কোন বৃহৎ চিন্তায় এখন তাঁহার মস্তিস্ক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখের সহিত চিন্তা—এ চিন্তার কারণ কি ? কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া গৃহের চতুঃপার্শ্বে দৃষ্টি করিলেন,—কেহ নাই। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ে মরিয়ান, মন্ত্রণা গৃহে উপস্থিত থাকিবেন, সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তত্রাচ মন্ত্রিবর আসিতেছেন না। এজিদের চিন্তাকুল অন্তর ক্রমেই অস্থির হইতেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৃদুঽ স্বরে বলিলেন "শিমার বন্দী ! এত দিন পরে শিমার সক্র হস্তে বন্দী ! অলিদেরও প্রাণের আশঙ্কা ! আমারই সৈন্য, আমারই চির অনুগত সৈন্য যখন বিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন আর কল্যাণ নাই। হা ! কি কুক্ষণেই জয়নবি-রূপ নয়নে পড়িয়াছিল। সে বিশালাক্ষীর দোলায়মান কর্ণাভরণের দোলায়, কি মহা অনর্থ ঘটিল। অকালে কত প্রাণীর প্রাণ পাখী, দেহ জগত হইতে একেবারে উড়িয়া চলিয়া গেল। শতঽ সতী নারী—

পতি হারা হইয়া মনের দুঃখে আত্ম বিসর্জ্জন করিল। কত মাতা, সন্তান বিয়োগে অধীরা হইয়া—অস্ত্রের সহায়ে, দৈহিক মায়া হইতে—শোক তাপের যন্ত্রণা হইতে—আত্মাকে রক্ষা করিল। কত দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান, এক বিন্দু জলের জন্য শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, মাতার ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। ছি ছি! সামান্য প্রেমের দায়ে, দুরাশার কুহকে, মহাপাপী হইতে হইল। হায় হায়! রূপজ মোহে মোহিত হইয়া, আত্ম হারা, বন্ধু হারা, শেষে সর্ব্বস্ব হারা হইতে হইল? বিনা দোষে, বিনা কারণে, কত পুণ্যাত্মার জীবন প্রদীপ নিবিয়া গেল। এত হইল, এত ঘটিল, আগুণ নিভিল না।—সে জ্বলন্ত হুতাশনের তেজ কমিল না।—সে প্রেমের জ্বলন্ত শিখা আর নিচে নামিল না।—সে রত্ন হস্তগত হইয়াও আশা পূর্ণ হইল না,—স্ববশে আসিল না।—হোসেনকে বধ করিয়াও সে চিন্তার ইতি হইল না। ক্রমেই আগুণ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, রূপে জ্বলিয়া উঠিল। সৈন্য হারা, মিত্র হারা, রাজ্য হারা ক্রমে সর্ব্বস্ব হারা হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। ধিক প্রণয়ে! ধিক প্রেমে! ধিক রমণীর রূপে! শত ধিক কুপ্রেমাভিলাষি পুরুষে! সহস্র ধিক পরস্ত্রী অপহারক রাজায়!" এই পর্য্যন্ত বলিতেই মরিয়ান উপস্থিত হইয়া যথাবিধি সম্ভাষণ করিলেন। এজিদ অন্য মনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিমার উদ্ধারের কি হইল?"

"মহারাজ! শিমার যখন বিপক্ষ দলের হস্তগত হইয়াছেন তখন তাঁহার আশা এক প্রকার পরিত্যাগই করিতে হইবে। এখন ওতবে অলিদের রক্ষা, রাজ্য রক্ষা, প্রাণ রক্ষা, এই সকল রক্ষার উপায় চিন্তা করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। শিমার উদ্ধার, শিমারের—আশা আর করিবেন না। কারণ শিমার মহম্মদ হানিফার হস্তগত হইলে তাঁহার রক্ষা কিছুতেই নাই।"

"তবে কি শিমার নাই?"

"শিমার নাই, একথা আমি বলিতে পারি না। তবে অনুমানে বোধহয় যে, শিমার মহম্মদ হানিফার হস্তে পড়িয়াছেন। সুতরাং শিমার উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া অলিদ উদ্ধারের চিন্তাই এইক্ষণে আবশ্যক হইয়াছে। এ কয়েক দিনে যদি অলিদ বন্দী হইয়া থাকে, কি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকে, তবে প্রথম চিন্তা দামস্ক রাজ্য রক্ষা, আর আপনার প্রাণ রক্ষা। আপন সৈন্য যখন বিপক্ষ দলে মিশিয়াছে, তখন দুঃসময়ের

পূর্ব্বচিহ্ন, দুরবস্থার পূর্ব্ব লক্ষণ, সম্পূর্ণ বিপদের সূচনা দৃশ্য,—দেখাইয়া অমঙ্গল কে আহ্বান করিতেছে। আমাদের সৌভাগ্য-শশী, চির রাহু গ্রস্ত হইবে বলিয়াই জগতের অন্ধকার ছায়ার দিকে ক্রমশঃই সরিতেছে।”

এজিদের কর্ণে কথা কএকটি, বিষ সংযুক্ত সূচিকার ন্যায় বিদ্ধ হইয়া, তাঁহার মনের পূর্ব্ব ভাব—কে যেন হরণ করিয়া অন্তর মধ্য মহাবিষ ঢালিয়া দিল। সিংহ গর্জ্জনে গর্জিয়া উঠিলেন। “কি আমি বাঁচিয়া থাকিতে দামস্কের সৌভাগ্য শশী চির রাহু গ্রস্ত হইবে? একথা তুমি আজ কোথায় পাইলে? কে তোমার কর্ণে এমূল মন্ত্র টিপিয়া দিয়াছে? মরিয়ান! বুঝিলাম! হানিফার তরবারির তেজের কথা শুনিয়া, তোমার ও হৃদপিণ্ডের শোণিতাধার শুখাইয়া গিয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এজিদ বর্ত্তমান থাকিতে, এরাজ্যের সৌভাগ্য শশীর অতি অল্প পরিমাণ অংশও রাহুব গ্রাসে পড়িবে না। আমি তোমাকে এইক্ষণে কএকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহারই উত্তর দেও। জয়নাল আবিদিন, হাসেন পরিবার, ইহারা কি এখন জীবিতই থাকিবে? মহাম্মদ হানিফা যদি শিমারের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি জয়নালের শিরশ্ছেদ সহস্তে করিব।”

“মহারাজ এসময়ে জয়নাল আবেদিনের প্রাণ বিনাশ করিলে আর নিস্তার নাই। এজ্বলন্ত আগুণ এখনও নির্ব্বাণের উপায় আছে—এখনও রক্ষার উপায় আছে—এখনও সন্ধির আশা আছে। কিন্তু জয়নালের কোন অনিষ্ট ঘটাইলে ধন, জন, রাজ্য, প্রাণ, সমূলে বিনাশের সুপ্রশস্ত পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। দামস্ক রাজ্যের আশা প্রাণের আশা, পরিত্যাগ করিয়া জয়নাল আবিদ্দিনকে যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন। এখন পরাস্ত স্বীকারে জয়নালকে ছাড়িয়া দিলে, দামস্ক নগর রক্ষার আশা করিলেও করা যাইতে পারে। দেখুন! হাসেনের বধ সাধন হইলে, বৃদ্ধ মন্ত্রি হামান প্রকাশ্য সভায় যে, সারগর্ভ রাজ নৈতিক উপদেশচ্ছলে নিজমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—সে সময় আমি তাঁহার মতের পোষকতা করি নাই, যদি জানিতাম যে হোসেন ব্যতিত মহম্মদ হানিফা নামে প্রবল পরাক্রান্ত আরও এক বীর আছেন, তাহা হইলে বৃদ্ধ সচিবের কথা কখন অবহেলা করিতাম না। আপন মত প্রবল করিতে

কোন কালেই অগ্রসর হইতাম না। যদি হইতাম তবে অগ্রে হানিফার বধ সাধন না করিয়া হোসেনের বিরুদ্ধে কিছুতেই অস্ত্র ধরিতাম না। ভ্রমই লোকের সর্ব্বনাশের মূল। ভ্রমই মানুষের অমঙ্গলের কারণ"

"মরিয়ান! তোমার এ দুর্ব্বুদ্ধি আজ কেন হইল। আমি পরাস্ত স্বীকারে সন্ধি করিব? প্রাণের ভয়ে হানিফার সহিত সন্ধি করিব? জয়নালকে,—হোসেন পরিজনকে ছাড়িয়া দিব। জয়নাবকে ছাড়িয়া দিব? ধিক তোমার কথায়! আর শত ধিক এজিদের প্রাণে। মরিয়ান! বল ত এ মহা সংগ্রমের কারণ কি?—এ ঘটনার মূল কি? তুমি কি বিস্মরণ হইয়াছ? মনে হয়? তুমিই না বলিয়াছিলে "স্ত্রী জাতি বাহ্যিক সুখ প্রিয়" কৈ এত দিনেও ত তোমার কথার সত্য প্রমাণ—উজ্জল দৃষ্টান্ত পাইলাম না। জগতে সুখি হইতে কে না ইচ্ছা করে।" এ ও তোমারই কথা। কৈ? বন্দীগৃহে মহা ক্লেশে থাকিয়াও ত সুখি হইতে ইচ্ছা করে না। পাটরাণী হইতেও চাহে না! তোমার পদে পদে ভ্রম! আমিত উন্মাদ! গত বিষয় আলোচনা বৃথা। আমার আজ্ঞা এই যে, তোমাকে এখনি অলিদ সাহায্যে—এবং শিমার উদ্ধারে যাইতে হইবে"

"আমি যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অলিদের সাহায্য ব্যতিত এসময়ে হানিফ কে আক্রমণ করিতে আমি পারিব না।

"সুযোগ পাইলে আক্রমণ করিবে না, একি কথা?"

"সুযোগ পাইলে মরিয়ান ছাড়িয়া দিবে তাহা মনে করিবেন না। তবে অগ্রেই বলিতেছি যে অলিদকে রক্ষা করাই আমার প্রধান কার্য্য।

"শিমার উদ্ধার"?

"শিমারের দেখা পাইলে, কি জীবিত থাকিলে, অবশ্যই উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"চেষ্টা করিবে, কি কথা? উদ্ধার করিতে হইবে।

"মহারাজ! যে কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চিত রূপে আর কিছুই বলিতে পারিনা। সময় মন্দ হইলে চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ চাপিয়া পড়ে। এখন ভবিষ্যত ভাবিয়া কার্য্য না করিলে পরিনাম রক্ষা হইবে না একা মহম্মদ হানিফা আপনার শত্রু নহে। নানা দেশের, নানা রাজ্যের,

ভূপতি ও বীরপুরুষগণ আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে; বলিতে গেলে মহম্মদ ভক্ত মাত্রেই আপনার প্রাণ লইতে হস্ত বিস্তার করিয়াছে।"

"আমি কি এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছি যে, তোমার বর্ণিত রাজাগণ সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইব?"

"মহারাজ জয় পরাজয় ভবিষ্যত-গর্ভে।"

"তবে কি হানিফার খণ্ডিত মস্তক আমি দেখিব না?"

"অবশ্যই দেখিতে পারেন—কিন্তু বিলম্বে।"

"কথা অনেক শুনিলাম, কিন্তু তুমি অদ্যই পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অলিদের সাহায্যে এবং শিমারের উদ্ধারে গমন কর, এই আমার আজ্ঞা।"

এই আজ্ঞা করিয়া এজিদ রোষভরে মন্ত্রণা গৃহ হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

মরিয়ান বলিতে লাগিলেন "দুর্ম্মতির লক্ষণই এই, যেখানে উচিত সেই খানেই রোষ; যাহাহউক, আমি এখনই যাত্রা করিব, শিমারের উদ্ধার যাহা হইবার বোধ হয় এতদিন হইয়াগিয়াছে, অলিদ উদ্ধার হয় কিনা তাহাই সন্দেহ।"

অষ্টাদশ প্রবাহ।

কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! কি হৃদয় বিদারক বিষাদ ভাব! কাহার মুখে কথা নাই, হরিষের চিহ্ন নাই, যুদ্ধজয়ের নাম নাই, শিমার বধের প্রসঙ্গ নাই, অলিদ পরাস্তের আলোচনাও নাই। রাজাঙ্গ,—রাজবেশ শূন্য, শীর—শিরাবরণ শূন্য, পদ—পাদুকা শূন্য। পরিধেয় নীলবাস,—বিষাদ-চিহ্ন নীলবাস। সৈন্যদলে বাজনা বাজিতেছেনা, ভুরি ডঙ্কার আর শব্দ হইতেছে না। নকীব উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিয়া ভেরী-রবে, ভূপতিগণের শুভাগমন বার্ত্তা আর ঘোষণা করিতেছেনা। সকলেই পদব্রজে,—সকলেই ম্লানমুখে-নীরবে। তীর-তূনীরে, তরবারি কোষে, খঞ্জর—পিধানে, সকল-চক্ষুই জলে—পরিপূর্ণ। কারুকার্য্য খচিত

সুন্দর নিসান স্থানে, আজ নীল নিসান—হানিফা সসৈন্য রাজপথে—পুণ্যভূমী মদিনা নগরের রাজপথে। নগরের উচ্চ২ প্রাসাদে, অত্যুচ্চমঞ্চে, সিংহদ্বারে, নানাস্থানে, অনন্ত শোকপ্রকাশক নীলপতাকা সকল, সুনীল অনীল সহকারে, অনন্ত নীলাকাশে মিশিয়া; হোসেনের অনন্ত শোক প্রকাশ করিতেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই, শোকের চিহ্ন,—বিষাদের রেখা। হোসেন-শোকে মদিনার এই দশা! এ দশা কে করিল? এ অন্তঃর্ভেদি দুর্দ্দশা কে ঘটাইল? মর্ত্তে, শূন্যে, আকাশে, এ নীলিমা রেখাকে অঙ্কিত করিল? হায়! হায়! হোসেনশোকের অন্ত নাই। এ বিষাদসিন্ধুর, শেষ নাই। বিমানে সূর্য্যদেবের অধিকার,—রজনীদেবীর তারামালায় অধিকার থাকা পর্য্যন্ত, মহা স্মদীয়গণের অন্তঃরাকাশ হইতে, এ মহা বিষাদ নিলীমা রেখা বিলীন হইবেন,—কখনই সরিবে না।

মহম্মদ হানিফ নিদারুণ শোকে,—মর্ম্মভেদি বেশে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগর বাসীগণ হোসেনের নাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে মহম্মদ হানিফার পদ প্রান্তে লুণ্ঠীত হইতে লাগিলেন। হায়! পুণ্যভূমি মদিনা আজ অন্ধকার! মহম্মদ হানিফার অন্তরে শোকসিন্ধুর তরঙ্গ উঠিয়াছে,—প্রবাহছুটিয়াছে। নুর নবি মহম্মদের রওজার চতুঃপার্শ্বে যাইয়া সকলে একত্রে হাসেন, হোসেন, কাসেন-শোকে, কান্দিতে লাগিলেন। ক্রমেই ক্রন্দনের আবেগ কমিতে লাগিল, ক্রমেই দুই একটী কথা শুনা যাইতে লাগিল। মহম্মদ হানিফ সকলের কথাই শুনিতে লাগিলেন। কাহাকে আশ্বস্ত করিলেন, কাহাকে সাহস দিলেন, কাহাকে সস্নেহে মিষ্ট সম্ভাষণে আদর করিলেন। ক্রমে নাগরিক দলকে বিদায় করিয়া সঙ্গির রাজাগণ, সৈন্যগণ, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব গণের আহার—বিহার—বিশ্রামের—শৃঙ্খলায় মন নিবেশ করিলেন।

মদিনার প্রধান প্রধান ও মাননীয় সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ, আসিয়া বলিতে লাগিলেন; "যাহা হইবার হইয়াছে এক্ষণে কি করা?"

মহম্মদ হানিফ বলিলেন, "মদিনার সিংহাসনে জয়নাল আবিদিনকে না বসাইতে পারিলে, আমার মনে শান্তি হইবে না। দুঃখ করিবার সময় অনেক রহিয়াছে। মদিনার যেরূপ বিশ্রী অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আমার মন

অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া, মহা কষ্ট ভোগ করিতেছে। জয়নাল আবিদিন নিশ্চয়ই জীবিত আছে। জয়নাল, মদিনা দামস্ক উভয় রাজ্য করতলস্থ করিয়া একছত্র রূপে রাজত্ব করিবে ইঁহা নিশ্চয়, এবং অব্যর্থ। যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এতদূর সফল হইল, তাঁর বাক্যের শেষ অংশ কি সফল হইবে না? আপনারা সকলে অনুমতি করিলেই আমি দামস্ক আক্রমণে যাত্রা করিতে পারি।"

নাগরিক দলমধ্য হইতে এক জন বলিলেন, "জয়নাল অবিদিন ঈশ্বর অনুগ্রহে অবশ্যই মক্কা, মদিনা, দামস্কের সিংহাসন অধিকার করিবেন, সে বিষয় আমাদের অনন্ত—বিশ্বাস, অটল আশা আছে; তবে কয়েক দিন বিলম্ব মাত্র। আপনি পথশ্রমে শ্রান্ত, সৈন্যগণও অলিদসহ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়াছে কয়েক দিন এই পবিত্র ধামে বিশ্রাম করিয়া, দামাস্ক যাত্রা করিবেন, এই আমাদের প্রার্থনা। জয়নাল উদ্ধারে, মদিনার আবাল বৃদ্ধ আপনার পশ্চাৎবর্ত্তী হইবে। কেহই ঘরে বসিয়া থাকিবে না। এত দিন আমরা নায়ক বিহীন হইয়া, পথে পথে ঘুরিয়াছি। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়াছি, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। হজরতের চরণ প্রান্তে, আশ্রয় লইব বলিয়াই কাসেদ পাঠাইয়াছিলাম। আপনি এত অল্পসৈন্য লইয়া কখনি দামস্কে যাইবেন না। এজিদের চক্র, মরিয়ানের মন্ত্রণা ভেদ করা, বড়ই কঠিন।—আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। এখনও মদিনা বীরশূন্য হয় নাই,—এখনও মদিনা পরাধীন পদ-ভরে দলিত হয়নাই,—এখনও মদিনার স্বাধীন সূর্য্য অস্তমিত হয়নাই। (কখনই হইবে না) এখনও মদিনা একবারে নিঃসহায় কি কোন বিষয় নিরাশ হয় নাই। এজিদের অত্যাচার নুরনবি মহম্মদের বংশধরগণ প্রতি অত্যাচারের কথা, মদিনা ভুলে নাই। যাঁহারজন্য এই পবিত্র সিংহাসন শূন্য আছে, তাঁহার কথা সকলের অন্তরে গাঁথা রহিয়াছে,—তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা দিবা নিশি অন্তরে জাগিতেছে। আপনি যে দিন মদিনাহইতেযাত্রাকরি-বেন, সেইদিন মদিনার লোকের প্রভুভক্তি,—রাজভক্তি,—একতার আদর্শ,—হোসেনের বিয়োগ জনিত দুঃখের চিহ্ন; সকলই দেখিতে পাইবেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না, এইমাত্র নিবেদন যে, সপ্তাহ কাল এই নগরে বিশ্রাম করুণ, সপ্তাহ অন্তর আমরা সকলে আপনার সঙ্গী হইব।"

মহম্মদ হানিফ নগরবাসিদিগের অনুরোধে সপ্তাহকাল সসৈন্যে মদিনায় থাকিতে সম্মত হইলেন।

ওদিকে মরিয়ানের মদিনায় আগমন, অলিদের দামস্কে গমন, পথিমধ্যে উভয় সেনাপতির সাক্ষাত—উভয় দলের মিলন। অলিদ সঙ্গে অতি অল্প মাত্র সৈন্য, তাহার অধিকাংশই আঘাতিত, কত জ্বরা, কত অর্দ্ধমরা, কত অসুস্থ।—মুখ মলিন, বেশ মলিন। পৃষ্ঠে তুনির ঝুলিতেছে—কিন্তু তীরের অভাব। কোষ রহিয়াছে তরবারী নাই। বর্ষার ফলক কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, দণ্ড মাত্র বর্ত্তমান। ছিন্ন পতাকা, ভগ্নদণ্ড। সাহস উৎসাহের নাম মাত্র নাই। যেন, তাড়ীত–ভয়ে চকিত, সততই পশ্চাদদৃষ্টি।—মনঃসংযোগে অশ্বপদ শব্দ শুনিতে—কর্ণ স্থির। সৈন্যগণের অবস্থা দেখিলেই অনুমান হয় যে, প্রবল ঝঞ্জাবাতে ইহাদের সর্ব্বস্ব উড়িয়া গিয়াছে। খাদ্যাদির অভাবেও মহাক্লান্ত।

মন্ত্রিপ্রবর মরিয়ান, অলিদের অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে সাহসি হইলেন না। ঐ সংযোগ স্থলেই উভয় দল একত্রিত হইয়া গমনে ক্ষান্ত দিলেন। পরস্পর কথাবার্ত্তা হইয়া মরিয়ান, বলিলেন যে, "এইক্ষণ মদিনা আক্রমণ, কি হানিফের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। আমাদের বল বিক্রম সহিত, তুলনা করিলে মহম্মদ হানিফার সৈন্যবল, সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আত্ম রক্ষাই সর্ব্বতোভাবে বিধি।"

অলিদ বলিলেন "আত্মরক্ষা ভিন্ন আর উপায় কি? শিমারের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিয়া গিয়াছে।"

"শিমারের দুর্দ্দশা কি?"

অলিদ শিমারের সাস্তির বৃত্তান্ত আদি অন্ত বিবৃত করিলেন।

মরিয়ান বলিলেন, "শিমারের যে, দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা আমি অগ্রেই ভাবিয়া স্থির করিয়াছি।"

অলিদ বলিলেন, "ভ্রাতঃ! হানিফের বল বিক্রম দেখিয়া স্বদেশের আশা, জীবনের আশা হইতে; একেবারে নৈরাশ, হই নাই, কিন্তু সন্দেহ অনেক ঘটিয়াছে।"

"অরে ভাই! আমিই ত শিমার উদ্ধার, আর তোমার সাহায্য এই দুই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। শিমারের উদ্ধার ত

এ জীবনে একপ্রকার শেষ হইল। এখন তোমার সাহায্য বাঁকি। যাহাহউক এই সকল অবস্থা লিখিয়া মহারাজ সমীপে কাসেদ প্রেরণ করি, উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই স্থানেই অবস্থিতি করিব, এ স্থানটী অতি মনোরম।"

ঊণবিংশ প্রবাহ

রাত্রের পর দিন, দিনের পর রাত্র, আসিয়া, দেখিতে দেখিতে সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল। মদিনাবাসিরা মহম্মদ হানিফকে, সসৈন্য আর এক সপ্তাহ মদিনায় থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। হানিফ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হাঁ—না কিছুই করিলেন না।

গাজী রহমান বলিলেন,—"আপনাদের অনুরোধ অবশ্যই প্রতিপাল্য, কিন্তু জয়নাল উদ্ধারে যতই বিলম্ব-ততই আশঙ্কা, ততই বিপদ—মনে করিতে হইবে। এ সময় বিশ্রামের সময় নহে। এক এক মুহূর্ত্ত এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতেছে। বিশেষ মরিয়ানের মন্ত্রণার অন্ত নাই—কোন সময়, এজিদকে কোন পথে চালাইয়া; কি অনর্থ ঘটায়, তাহা কে বলিতে পারে? হয়ত সেসময় এজিদের প্রাণান্ত সহিত দামস্ক নগর সমভূমি করিলেও সে দুঃখের উপশম হইবে না।—সে অনন্ত দুঃখের ইতি হইবে না। আপনারা প্রবীণ এবং প্রাচীন, যাহা ভাল হয় করুন।"

নাগরিক দল হইতে একজন বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আপনার সারগর্ভ বচন অবশ্যই আদরণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা যে কারণে প্রভুকে আর এক সপ্তাহকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছি, সে কথা এখন বলিব না। সময়ে অপ্রকাশ থাকিবে না। জয়নাল আবিদিন, এজিদ পাপাত্মার বন্দীগৃহেবন্দী, প্রভু হাসেন হোসেনের স্ত্রী পরিবার, নূরনবী মহম্মদের কন্যা বিবি সালেমা, ইহাঁরাও বন্দী। দিবা-রাত্র-প্রহরে-দণ্ডে,পলে, অনুপলে, আমাদের অন্তরে সে কথা জাগিতেছে,—প্রাণ কান্দিতেছে,--তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া

হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মনে হইতেছে; যদি পাখা থাকিত,—যদি মুহূর্ত্ত মধ্যে যাইবার কোন উপায় থাকিত,—তবে এখনি যাইয়া দামস্ক নগর আক্রমণ, এবং দামস্ক—নরাধম এজিদের প্রাণ বধ করিয়া জয়নাল উদ্ধারের উপায় করিতাম। আমরা ভুক্তভোগী, আমাদের পদে পদে আশঙ্কা, পদে পদে নিরাশ। অধিক আর কি বলিব, এজিদের আজ্ঞায়, মরিয়ানের মন্ত্রণায়, অলিদের চক্রে, যায়দার সাহায্যে, মায়মুনার কৌশলে, মহাঋষি হাসেনকে হারাইয়াছি। জেয়াদের ছলনায়, সেই মহাপাপী চির নারকী জেয়াদের প্রবঞ্চনায়, প্রভু হোসেন, মহাবীর কাসেম, এবং আলি আকবার প্রভৃতিকে, মদিনা হইতে চিরবিদায় করিয়া দিয়াছি। মন্ত্রিবর! মদিনার শত শত সমুজ্জল রত্ন, কারবালা প্রান্তরে রক্তস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—সে সকল কথা কি আমরা ভুলিয়াছি? তবে যে কেন বিলম্ব করিতেছি—বলিব। যদি ঈশ্বর সে সময়ের মুখ দেখান তবে বলিব। আমাদের শত অনুরোধ; মদিনাবাসী আবাল বৃদ্ধ, নর নারী, সকলের অনুরোধ, আর এক সপ্তাহ আপনারা সসৈন্য মদিনায় অবস্থিতি করুন। সময় হইলে আমরা কখনি দামস্কগমনে বাধা দিব না। বরং মনের আনন্দে জয়-জয়রবে জয়নাল উদ্ধারে, আপনাদের সঙ্গে যাত্রা করিব।"

মদিনাবাসীদিগের মত না লইয়া, দামস্ক আক্রমণ করিবেন না, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই সুস্থির আছে। সুতরাং গাজী রহমান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। অন্য অন্য আলাপে, নগরবাসীদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। সে দিন কাটিয়া গেল। নিশাগমনে ঈশ্বর আরাধনা করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে নিদ্রাদেবীর নিয়মিত অর্চ্চনায় শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মহম্মদ হানিফ শয়ন করিয়া আছেন। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। স্বপ্ন দেখিতেছেন—নূরনবী মহম্মদ তাঁহার শিয়রে, দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন "মহম্মদ হানিফ! জাগ্রত হও, আলস্য পরিহার কর, এ সময় তোমার বিশ্রামের সময় নহে। তোমার পরিজন দামস্কে বন্দী, তুমি মদিনায় বিশ্রামসুখে বিহ্বল। যাও, দামস্কে যাও, ঈশ্বরের নাম করিয়া এখনি যাত্রা কর, জয়নাল উদ্ধার হইবে, কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর তোমার সহায়" মহম্মদ হানিফ যেন, স্বপ্নযোগেই প্রভুর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল,—অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে ভীত হইয়া গাজী রহমানকে ডাকিয়া, মসহাব কাক্কা

ওমর আলী এবং আর আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুগণকে জাগাইয়া, স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন।

গাজিরহমান বলিলেন, "প্রভুর আদেশ হইয়াছে আর বিলম্ব নাই, এখনই যাত্রা,—এই শুভ সময়। হাঁ এখন বুঝিলাম।—সময়ের অর্থ এখন বুঝিলাম। আমরা কেবল রাজ নীতি সমর নীতি বিধি, ব্যবস্থা যুক্তি, কারণ প্রতি নির্ভর করিয়াই কার্য্য করি। ভ্রম হইলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া রক্ষাপাই। কিন্তু মদিনা বাসীরা আমাদের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি সে সময়ে সময়ের অর্থই বুঝিতে পারিনাই। ধন্য মদিনা! ধন্য তোমার পবিত্রতা। ধন্য তোমার একাগ্রতা।

মহাম্মদ হানিফ বলিলেন, "রহমান! আমরা বাহ্যিক ব্যবহার, বাহ্যিক কারণ দেখিয়াই কার্য্যানুষ্ঠান করি, কিন্তু মদিনা বাসীদিগের প্রতিকার্য্য ঈশ্বরে, নির্ভর, এবং নূরনবী মহাম্মদ প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি—তাহার প্রমাণ প্রাচীন কাহিনী। প্রভুর জন্মস্থান, মক্কা নগর অধিবাসিরা, প্রভুর কথায় বিশ্বাস, ওআস্থা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহার জীবনের বৈরি হইয়াছিল। এই মদিনা বাসীরাই তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করে, এবং ঈশ্বরের সত্যধর্ম্ম এই মদিনা বাসীরাই প্রকাশ্য ভাবে অকপটে গ্রহণ করে। আর অধিক কি বলিব, মদিনা বাসীর অন্তর সরল ও প্রেমপূর্ণ। আমি এখনই যাত্রা করিব, প্রভাতের প্রতীক্ষায় আর থাকিব্ না।"

আজ্ঞা মাত্র ঘোররবে ভেরী বাজিতে লাগিল। সৈন্যগণ নিদ্রাসুখ পরিহার করিয়া আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল। সাজ সাজ রবে চতুর্দ্দিক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সজ্জিত হইতে হইতে প্রভাতীয় উপসনা সময়ের, আহ্বান স্বরে সকলের কর্ণকে আনন্দিত করিল। মদিনা বাসীরা প্রথম ভেরীর শব্দ, পরে উপসনার সুমধুর আহ্বান স্বরে, জাগরিত হইয়া নিয়মিত উপসনায় যোগ দিলেন। মহাম্মদ হানিফ, গাজী রহমান, প্রভৃতি এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ, সৈন্যগণ, সজ্জীত বেশে উপাসনায় দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে, উপাসনা সমাধান করিয়া জয়নালের উদ্ধার জন্য পরম পিতা পরমেশ্বর নিকট প্রার্থনা করিলেন।

নগর বাসীরা মহাব্যস্তে হানিফের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, জোড় করে বলিতে লাগিলেন, "হাজরাত ! গতকল্য আমরা যে, প্রার্থনা করিয়া ছিলাম তাহা বোধহয় গ্রাহ্য হইল না ?"

মহাম্মদ হানিফা বিনয় বচনে বলিলেন, "ভ্রাতঃ গণ ! বিগত নিশায় স্বপ্ন যোগে, প্রভূ মহাম্মদ আমাকে দামস্কে গমনে আদেশ করিয়াছেন। আব আমার সাধ্য নাই যে, এখানে ক্ষণ কালও বিলম্ব করি।"

"হাজরাত ! আমরা অজ্ঞ, অপরাধ মার্জ্জনা হউক, ঐ আদেশের জন্যই সপ্তাহ কাল মদিনায় অবস্থিতি জন্য পূর্ব্বেও প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, গত-কল্যের প্রার্থনাও ঐ কারণে—আমরা চির আজ্ঞাবহ দাস ! মার্জ্জনা করিবেন। এখন আমাদের আর কোন কথানাই, আপনিও প্রস্তুত হইয়াছেন, আমরাও প্রস্তুত আছি। আপনি অশ্বে কষাঘাত করিলেই দেখিবেন, কত লোক জয়নাল উদ্ধারে আপনার অনুগামী হয়।"

মহম্মদ হানিফ মসহাব কাক্কা গাজি রহমান, এবং হানিফের আর আর আত্মীয় স্বজন,—ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজাগণ বীর দর্পে অশ্ব পৃষ্ঠে, ঈশ্বরের নাম করিয়া চাপিয়া বসিলেন। রণ বাদ্য বাজিতে লাগিল, সৈন্যগণ শ্রেণী বদ্ধ হইয়া হানিফের বিজয় ঘোষণা করিতে করিতে যাত্রা করিল। ধানুকি, পদাতিক, পতাকিগণ, আনন্দ রবে অগ্রে অগ্রে চলিল।

সপ্তবার হাজরতের পবিত্র রওজা পরিক্রম করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ডাকিয়া জয়নাল উদ্ধারে যাত্রা করিলেন। মদিনা বাসীরাও অস্ত্র শাস্ত্রে সুসজ্জীত হইয়া মহানন্দে হানিফের জয় ঘোষণা করিতে করিতে সৈন্যদলে মিশিলেন। মারণ ভিন্ন মরণ কথা কাহার মনে নাই। সিংহ দ্বার পার হইয়া সকলে পুনরায় একস্বরে, ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পথ দর্শক উষ্ট্রারোহী মধুরস্বরে বংশী বাদন করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে চলিল।

দিবা ভাগে গমন—রাত্রে বিশ্রাম। এই ভাবে কএক দিন যাইতে যাইতে একদিন পথদর্শক দল—সকলের দৃষ্টির আকর্ষণ জন্য, ভেরী বাজাইতে লাগিল। সকলেই সমুৎসুকে, সম্মুখে স্থির নেত্রে দৃষ্টি করিতেই দেখিলেন যে, বহুদূরে, শিবিরের উচ্চ চূড়ায় লোহিত নিসান উড়িতেছে। গাজী রহমান সাঙ্কেতিক

নিশান উড়াইয়া সকলকে গমনে ক্ষান্ত করিলেন। সকলেই মহাব্যস্ত। তত্ত্বানুসন্ধানে জানিলেন যে, সম্মুখে সমর নিসান উড়িয়াছে, সবিশেষ নাজানিয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

মরিয়ান শিবিরেও মরিয়ান ভেরী বাদন ধ্বনী শুনিয়াছেন।

শিবির বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখে অন্য কোন কথা সরিলনা, কেবল ব্যতিব্যস্ত ভাবে, অলিদকে জিজ্ঞাশা করিলেন, ভ্রাতঃ আবার যে পূর্ব্ব গগনে কি দেখা, যায়? ঐ কি আগমন?"

"কাঁর আগমন?"

"আর কার? যার ভয়ে অলিদ কম্পবান—মরিয়ান অস্থির।"

অলিদ বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিয়া বলিলেন "আর সন্দেহ নাই—এক্ষণে কি করা?"

"আর কি করা, কিছুদিন বিশ্রাম করিব আশাছিল—ঘটিলনা। ক্ষণকাল তিষ্ঠিলেই তোমার আমার দশা মিলিয়া মিসিয়া বোধহয় একই হইবে। হয়ত কিছু বেশীও হইতে পারে। পূর্ব্ব সঙ্কল্প ঠিক রাখিয়া যত শীগ্রহ হইতে পারে যাইয়া নগর রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত পক্ষে চাপিয়া পড়ে, দামস্ক নগর নিকটস্থ প্রান্তরে আবার ডঙ্কা বাজাইয়া—নিশান উড়াইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইব। এখানে আর কিছুই নহে, প্রস্থান—ত্রস্থে-প্রস্থান।"

উহারা যে বিক্রমে আসিতেছে আমরা যে উহাদের অগ্রে দামস্কে যাইতে পারিব তাহাতেও অনেক সন্দেহ। আপন রাজ্য দ্বিগুণ বল, যেখানে ধর ধর, সেই খানেই মার মার। ঐ দেখ উহারও গমনে ক্ষান্ত দিয়াছে, নাজানিয়া, বিশেষ তত্ত্ব নালইয়া, কেন অগ্রসর হইবে? আমাদের সন্ধান না লইতে লইতে আমরা এস্থান হইতে চলিয়া যাই। আর কথা নাই ভাই। প্রস্থান, শীগ্রহ—প্রস্থান করি।"

তখনই শিবির ভগ্নের আদেশ হইল, লোহিত পতাকা নিচে নামিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবির ভগ্ন করিয়া মরিয়ান, অলিদ, সৈন্য গণসহ দামস্কাভি মুখে বেগে চলিলেন।

ওদিকে গাজিরহমান মহা চিন্তায় পড়িয়াছেন। এই নিসান উড়িতে উড়িতে কোথায় উড়িয়াগেল? দেখিতে দেখিতে শিবিরও ভগ্ন হইল।

লোক জনও সরিতে লাগিল। ক্রমেই ইসদ দৃষ্টি, ক্রমেই দৃষ্টির অগোচর।

মহম্মদ হানিফ রহমানকে বলিলেন আর চিন্তা কেন? পৃষ্ঠ দেখাইয়া যখন পালাইয়া গেল, তখন আর সন্দেহ কি? পালায়িত ব্যক্তির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন—আজ এই স্থানেই বিশ্রাম।”

“তাহাতে ক্ষতিনাই, কিন্তু বিশেষ সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে। উহারা পালাইল বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, গুপ্ত চর দিগকে কয়েক জন চতুর সৈন্য সহ সন্ধানে পাঠাইতেছি, সন্ধান করিয়া জানিয়া আশুক—উহারাকে? কেন শিবীর স্থাপন করিয়াছিল? কেনইবা চলিয়াগেল।’

“ওত ওতবে অলিদের শিবীর নহে?

“না—না অলিদের শিবীরের অত যাঁক জমক কোথা?

“তবে কে?”

“সেইত সন্দেহ এখনই জানিতে পরিব।”

বিংশ প্রবাহ।

শিমার নাই? আমার চির হিতৈষী শিমার নাই? মহাবীর শিমার ইহ জগতে নাই? হায়! হায়! যে বীরের পদভরে কারবালা প্রান্তর কাঁপিয়াছে, অস্ত্রের তেজে রক্তের স্রোত বহিয়াছে, হোসেন শির দামস্কে আসিয়াছে, সে বীর নাই?—কেন নাই? কে বধ করিল? কে তাহার প্রাণ হরণ করিল? হায়! হায়! নিমাক হারাম সৈন্য গণ, ষড়যন্ত্র করিয়া শিমারকে বান্ধিয়া দিল, তাহাতেই এই ঘটিল। “কাসেদ! বল? কে শিমারকে বধ করিল।”

কাসেদ জোড় করে বলিতে লাগিল, “বাদ্‌শা নামদার! মহাবীর শিমারকে একজনে মারে নাই। পঞ্চদশ রথি- মিলিয়া বাণাঘাতে শিমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে।”

“শিমারের হস্তে অস্ত্র ছিল না?”

"তাঁহার হস্ত পদ লৌহদণ্ডে বাঁধা ছিল। ঐ বন্ধন দশায় তীরের আঘাতে শরীরের মাংস শেষে অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া খসিতে লাগিল, তবু মহাবীরের প্রাণ বাহির হয় নাই, শেষে ঈশ্বরের নাম করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করায় মহাবীর-আত্মা ইহজগত হইতে অনন্ত ধামে চলিয়া গেল।"

এজিদ মহা ক্রোধে বলিলেন, "সেখানে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ কেহ ছিলনা ?"

"বাদসানামদার! সৈন্য বলিতে আর কেহ নাই। তবে পতাকাধারী, ভার বাহি, প্রহরী, জনকতক মাত্র সৈন্য উপস্থিত ছিল।"

"আর আর সৈন্য ?"

"আর আর সৈন্য প্রায়ই হানিফার অস্ত্রে মারা গিয়াছে, যাহারা জীবিত ছিল তাহারা প্রাণ ভয়ে, কে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান নাই।"

"অলিদ ?"

"সৈন্যাধ্যক্ষ মহামতি জীবিত আছেন কিন্তু———"

"কিন্তু কি ?"

"বাদসানামদার! সকলি পত্রে লিখা আছে"

(মহাক্রোধে) "পত্র শেষে শুনিব, ও তবে অলিদ উপস্থিত থাকিতে শিমার উদ্ধার হইলনা ? কিকথা ?"

"তিনি উপস্থিত ছিলেন, এখনও জিবিতই আছেন কিন্তু মরিয়া বাঁচিয়াছেন।'

"হানিফা কি মদিনায় যাইতে সাহসি হইয়াছে ?"

"বাদসানামদার! সেসকল কথা মুখে বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। পত্রেই বিশেষ লিখা আছে।"

"না—আমি পত্র খুলিবনা তোমার মুখেই শুনিব। বল ?"

"বাদসা নামদার! অলিদ পরাস্ত হইয়াছেন।"

"কে পরাস্ত করিল ?"

"মহম্মদ হানিফ!"

"কি প্রকারে ?

"অলিদ মদিনা প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়াছিলেন, হানিফার সহিত যুদ্ধ হয়, ক্রমে কয়েক দিন যুদ্ধ হয়, দিবারাত্র যুদ্ধ। শেষ দিবস মসহাব কাক্কা

বিস্তর অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উপস্থিত। দামস্কসৈন্য আর টিকিতে পারিল না—রক্তমাখা হইয়া দলেং ভূতলে গড়াইতে লাগিল। অশ্ব দপটেই বা কত জনার প্রাণ বিয়োগ হইল। বাদসা নামদার! এমন যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন বীরও কখনও দেখিনাই। অস্ত্রের আঘাত—অশ্বের পদাঘাত সমান চলিল। দেখিতে দেখিতে দামস্কসৈন্য তৃণবৎ উড়িয়া গিয়া, কে কোথায় পালাইল তাহার অন্ত রহিল না। বিপক্ষেরা সেনাপতি মহাশয়ের শিবির-লুট পাট করিয়া, মদিনাভিমুখে জয়! জয়! রব করিতে করিতে চলিয়া গেল।"

"অলিদ কিছুই করিলেন না?"

"তিনি আর কি করিবেন, মসহাব কাক্কা ধরিয়া, তাঁহার অশ্বকে লাথি মারিয়া মারিয়া ফেলিল। তাঁহাকে শূন্যে উঠাইয়া এক আছাড়েই মহারথীর প্রাণ বাহির করিবে কথা—হানিফার অনুরোধে অলিদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। কিন্তু মসহাব কাক্কা ছাড়িবার পাত্র নন্ এমনি সজোরে অলিদ মহামতিকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন অবস্থায় থাকিয়া শেষে উঠিতে পড়িতে, পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

"মসহাব কাক্কা কে?"

"তিনিই ত মহারথী শিমার কে ধরিয়া লইয়া—"

"তাহা ত শুনিয়াছি অলিদ বাঁচিয়া গিয়াও আর কিছুই করিলেন না?"

"মহারাজ! পালায়িত, হারিত, আতঙ্কিত, নিদ্রাবেশে কাক্কারূপে চমকিত, তিনি কি আর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন?"

"মরিয়ান বোধ হয় অলিদের সাহায্য করিতে পারে নাই?"

"তিনি আর কি সাহায্য করিবেন, বাদসা নামদার! মহাম্মদ হানিফ, এদিকে সর্ব্বঃস্বান্ত করিয়া মদিনায় প্রবেশ করিলে, অলিদ মহামতি দামস্কাভিমুখে যাত্রা করিল, এদিকে মন্ত্রি মহোদয় ও দামস্ক হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন, পথি মধ্যে উভয়ের দেখা। এইক্ষণ তাহারা সেই সংযোগ স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্রামে আছেন। আমি সেই সংযোগ স্থান হইতে মন্ত্রী প্রবরের পত্র লইয়া আসিয়াছি। তাঁহারা গোপণানুসন্ধানে জানিতে পরিয়াছেন যে, মহাম্মদ হানিফ শীঘ্রই দামস্ক নগর আক্রমণ করিবেন।"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন। "তাঁহারা শুনিতে পারেন? তাঁহারা হারিতে পারেন? তাঁহারা হানিফা নামে, কাঁপিতে পারেন, তাঁহারা বিশ্রাম করিতেও পারেন? দামস্ক নগর মানুষের আক্রমণ করার সাধ্য আছে? এই নগরে শত্রু প্রবেশের ক্ষমতা আছে? এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর, পঞ্চ বিংশতি লৌহদ্বার, ষষ্টী সেতু, অশীতি পরিখা, পঞ্চ সহস্র গুপ্তকূপ, এজিদ জীবিত, ইহাতে হানিফার পীত, আসিলেও এনগরে প্রবেশ করিতে, পারিবে না। যাও কাসেদ এখান যাও। মরিয়ানকে গিয়াবল যে, আমি স্বয়ং যুদ্ধে আসিতেছি। দেখি মদিনা আক্রমণ করিতে পারি কি না? দেখি মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারি কি না? দেখি আমার হস্তে হানিফা বন্দী হয় কি না? দেখি এই তরবারীতে মসহাব কাক্কার শির ধরায় গড়াগড়ী যায় কি না? যাও তোমার পত্র তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও—যাহা বলিতে বলিলাম মুখে বলিও।" ক্রোধে অধীর হইয়া মরিয়ানের পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কাসেদ পত্র লইয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়াগেল।

এজিদ বিশ্রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আদেশ করিলেন যে, "যত সৈন্য এই ক্ষণে নগরে উপস্থিত আছে, সমুদায় প্রস্তুত হও—সামান্য প্রহরী মাত্র রাজ পুরী রক্ষা করিবে, সৈন্য নামে নগর মধ্যে কেহ থাকিতে পরিবে না, সকলকেই আমার সহিত মদিনা আক্রমণে যাইতে হইবে—হানিফার বধ সাধনে যাইতে হইবে। বাজাও ডঙ্কা, বাজাও ভেরী, আন অশ্ব, আন উষ্ট্র এখনি যাত্রা করিব।"

আমাত্য গণ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধে বিরত করিতে অনেক কথা বলিলেন, কাহারও কথাই এজিদের নিকট স্থান পাইল না—কর্ণে ভাল লাগিল না, পরিশেষে বৃদ্ধ মন্ত্রি হামান্ বলিতে লাগিলেন। এত দিন পরে বৃদ্ধ সচিব আজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া স্থির ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"মহারাজ!—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি. বয়স দোষে, আমার বুদ্ধির ভ্রম জন্মিয়াছে, বিবেচনায় দোষ ঘটিয়াছে, দূর চিন্তাতেও অপারগ হইয়াছি। ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু মহারাজ! এই বৃদ্ধ, আপনার পিতার চির হিতৈষি মন্ত্রি। আপনার হিতৈষি—দামস্ক রাজ্যের হিতৈষী; এই দামস্ক

রাজ্য পূর্ব্বে যাঁহার করতলে ছিল, ন্যায়ের অনুরোধে, উচিত বলিতে এই বৃদ্ধ কখনই তাঁহার নিকট সঙ্কোচিত হয় নাই, তাহারপর আপনার পিতার রাজত্য কালেও এই বৃদ্ধ সর্ব্ব প্রধান মন্ত্রির আসন প্রাপ্ত হইয়া ন্যায্য কথা বলিতে কখনই ভীত হয়নাই। মহারাজের রাজত্ব সময়েও আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনই ক্রুটী করি নাই। কিন্তু সেকাল আর একাল অনেক ভিন্ন। পূর্ব্বে মন্ত্রনায় বিচার হইত, তর্কে মীমাংসা হইত। ভ্রম কাহার না আছে? ভূপতির ভ্রম হইলেও তিনি ভ্রম স্বীকার করিতেন, অমাত্য-গণের ভ্রম হইলে তাঁহারাও ভ্রম স্বীকার করিতেন। এখন সে কাল নাই, সে মন্ত্রণাও নাই, সে মীমাংসাও নাই। ন্যায্য হউক, অন্যায্য হউক, ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, স্বস্ব মত প্রবল করিতে সকলেই ব্যস্ত সকলেই চেষ্টিত। বিশেষ অপরিপক্ক মস্তিষ্ক নিকট আমরা এক প্রকার বাতুল বলিয়াই সাব্যস্ত হইয়াছি। মহারাজ! মনেহয়? হাসেনের বিষ পানের পর এ নির্ব্বোধ বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? সেই প্রকাশ্য দরবারে এই বৃদ্ধ কি বলিয়াছিল? নবীন বয়সে, নূতন সিংহাসনে বসিয়া, কৃষ্ণ-কেশ সংযুক্ত অপরিপক্ক মস্তিস্কের মন্ত্রণাতেই মত দিলেন। সেই অদূর-দর্শী, ভাবি জ্ঞান-শূন্য, মজ্জারই বেশী আদর করিলেন। সে সম্পূর্ণ [illegible] [illegible], অসার বাক্য, মনের বিরাগে সারগর্ভ উপদেশ ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহারই পোষকতা করিলেন। আমরা অপুচ্ছ ও তুচ্ছ হইলাম। বালকেই বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করে, যুবাই যুবার নিকট আদর পায়। আপনি রাজা, আমি বয়সে মহা প্রাচীন হইলেও আমার মাথার মণি। এই বৃদ্ধ সম্বন্ধে সেই একদিন আমার মত প্রকাশ করিয়াছি, আর আজ রাজ্যের দুরবস্থা, ভবিষ্যতে বিপদ আশঙ্কা, দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছি। মহারাজ! বৃদ্ধ মন্ত্রির অপরাধ মার্জ্জনা হউক। একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যেকারণে বৃদ্ধ, যে কারণে দামস্ক রাজ্যের এই শোচনীয় দশা, সে কারণের পরীক্ষা ত অগ্রেই হইয়াছিল? যে আমার নয় আমি তাহার কেন হইব। এ কথা সকলেরই বুঝা উচিত। এক জিনিসের দুইটী গ্রাহক হইলে, পরস্পর শত্রু ভাব, হিংসার ভাব স্বভাবতই যে উপস্থিত হয়, ইহা আমি অস্বীকার করি না। তবে যাহার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে,

সে সেদিকে ভ্রমেও আর লক্ষ্যকরে না তাহাও জানি। যাহার অসহ্য হয়, সে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া বসে।—করিতে পারে—কারণ যৌবন কাল বড়ই বিষম কাল। সে কালের অনেক দোষ মার্জ্জনীয়। তবে যে হৃদয়ে শক্তি আছে, যে মনে বল আছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। শত্রু পরিবারে সক্রতা কি? তাহার সন্তান-সন্ততি পরিজনে হিংসা কি? মহারাজ! হোসেন শির দামস্কে কেন আসিল? হোসেন পরিবার দামস্ক কারাগারে বন্দী কেন? ইহার কি কোন উত্তর আছে?—বিধির ঘটনা, অদৃষ্টের লিখা খণ্ডাইতে কাহারও সাধ্য নাই। মহারাজ! এখনও উপায় আছে। এখনও রক্ষার পন্থা আছে। আপনি ক্ষান্ত হউন। রাজ্য বিস্তারে আমার অমত নাই, কিন্তু—তাহার জন্য সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করে। চতুর্দ্দিকে যে আগুণ জ্বলিয়াছে, আপনি তাহা সহজে নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না, প্রকৃতি ন্যায্যের সহায়, অন্যায্যের বৈরী। মন্ত্রিবর মরিয়ান এখন নিজভ্রম স্বীকার করিয়া দামস্ক রাজ্য রক্ষা হেতু জয়নাল আবিদিনকে কারামুক্তি করিতে মন্ত্রণা দিতেছেন। সে সম্বন্ধে মহারাজ যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহার সদুত্তর করিব। তবে সামান্য ভাবে একটু বলিয়া রাখি যে, হানিফার সে জ্বলন্ত রোষাগ্নি সহজে নির্ব্বাণ হইবার নহে। আপনি যে আজ স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন সেই সম্বন্ধে আমার কএকটী কথা আছে।—প্রথম আপনি কোথায় যুদ্ধে যাইতেছেন? যদি বলেন মদিনা——আমি বলিতেছি মদিনায় যাইবার আর ক্ষমতা নাই। শিমার হত, অলিদ পরাস্ত, মরিয়ান ভয়ে কম্পিত, এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ করা দূরে থাকুক মদিনার প্রান্ত সীমাতেও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ধন বল আর বাহুবলেই রাজার বল, ক্রমাগত যুদ্ধে ধন ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হইল। বাহুবল এখন নাই বলিলেও হয়। শিমার সহিত শিমারের সৈন্যও গিয়াছে,—ওতবে অলিদ সৈন্য সামান্য হারাইয়া প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া আছেন মাত্র।—এখন একমাত্র সম্পূর্ণরূপে জীবিত মরিয়ান, রাজ্য রক্ষার জন্যও সৈন্যের প্রয়োজন—আজ যে আদেশ প্রচার হইয়াছে তাহাতে রাজ্যরক্ষার আর কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ শত্রুর নানা পথ। শত্রুর সন্ধান অব্যর্থ। মহারাজ এ দিকে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, অন্য পথে শত্রু

আসিয়া যদি নগর আক্রমণ করে তখন কে রক্ষা করিবে? সে অস্ত্র সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া কে দণ্ডায়মান হইবে? আমি মহারাজের গমনে বাধা দিতে-ছিনা। আপনারই রাজ্য আপনারই সিংহাসন, আপনিই রক্ষা করি-বেন। আমার যাহা বলিবার বলিলাম—গ্রাহ্য করা না করা মহারাজের ইচ্ছা——"

এজিদ মন্ত্রিবর হামানের কথা মন সংযোগে শুনিলেন কিন্তু—তাঁহার চির হিংসা পূর্ণ হৃদয়কে স্ব বসে আনিতে পারিলেন না। দুর্নিবার ক্রোধ দ্বাদশ প্রকার হিংসার জীয়ন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। লোহিত-লোচনে ক্রোধযুক্ত স্বরে বলিলেন, "তুমি মাবিয়ার মন্ত্রি—আমার সহিত তোমার কোন মতেই ঐক্য নাই——হইবেও না। অনেক সময় আমাকে তুমি মনঃকষ্ট দিয়াছ। আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি না। তুমি দূর হও—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। কে আছ এই বৃদ্ধ পাগলকে রাজ-পুরী হইতে বাহির করিয়া কারাগারে আবদ্ধ কর। যাহার কোন জ্ঞান নাই তাহার উপযুক্ত স্থান মশান—বা শ্মশান। যাও বুদ্ধিমান, যাও, তোমার পরিপক্ক মস্তক লইয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ কারাগারে বাস কর। রাজ প্রাসাদে তোমার আর স্থান নাই।——"

আজ্ঞামাত্র প্রহরীগণ বৃদ্ধ সচিবকে লইয়া চলিল। মন্ত্রিবর যাইবার সময়েও বলিলেন। "মহারাজ! রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আমি এখনও বলিতেছি, আপনার এবং দামস্ক রাজ্যের হিতের জন্য এখনও বলিতেছি, আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না। মরিয়ানের সংবাদ না লইয়া কখনই নগর পরিত্যাগ করিবেন না।"

এজিদ! মহাক্রোধে বলিলেন, "আমি এখনই যুদ্ধে যাইব। কোথায়? ওমর কোথায়? অাসেম কোথায়? সসব্যস্তে, সৈন্যাধ্যক্ষগণ উপস্থিত হইলেন। পুনরায় এজিদ বলিলেন। মদিনা আক্রমণে হানিফার, বধসাধনে, আমার সহিত এখনই সসৈন্যে যাত্রা করিতে হইবে। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পদে আজ ওমর বরিত হইলেন। যাও প্রস্তুত হও, যত সৈন্য নগরে আছে তাহাদিগকে লইয়া প্রস্তুত হও।"

একবিংশ প্রবাহ।

হুতাষণের দহন—আশা, ধরণীর জল শোষণ আশা, ভিখারীর অর্থলাভ আশা, চক্ষুর দর্শন-আশা, গাভীর তৃণভক্ষণ-আশা, ধনীর ধনবৃদ্ধি-আশা, প্রেমিকের প্রেমের আশা, সম্রাটের রাজ্য বিস্তার আশার যেমন নিবৃত্তি নাই,—হিংসা পূর্ণ পাপ হৃদয়ের দুরাশারও ইতি নাই। যতই কার্য্য সিদ্ধি, ততই দুরাশার শ্রীবৃদ্ধি। জয়নাবের রূপমাধুরী, হঠাৎ এজিদ-চক্ষে পড়িল, অন্তরে দুরাশার সঞ্চার হইল। স্বামী জীবিত, জয়নাবের স্বামী আবদুল জব্বার জীবিত, অত্যাচার, বল প্রকাশেও মাবিয়ার নিতান্ত অমত. অথচ জয়নাব-রত্ন লাভের আশা। কি দুরাশা !! সে কার্য্যও সিদ্ধ হইল, কিন্তু আশার ইতি হইল না। সে রত্ন খচিত, জীবিত পুষ্পহার, দৈবনিবন্ধনে যে কণ্ঠ শোভা করিল—হৃদয় শীতল করিল—সেই কণ্টক, এজিদ চক্ষে হাসেন বিষম কণ্টক বোধ হইল। তাহার জীবন অন্ত করিতে পারিলেই, আশা পূর্ণ হয়। তাহাও ঘটিল ; কিন্তু আশার ইতি হইল না। যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ না করিলে, মনের আশা কখনই পূর্ণ হইবে না।—ঘটনা ক্রমে, কারবালা প্রান্তরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রক্তের স্রোত বহিয়া তাহাও ঘটিয়া গেল। সৈন্য সামান্য, প্রহরী পরিবেষ্টিতা হইয়া সে মহা মূল্য রত্ন দামস্ক নগরে আসিল, তত্রাচ আশার ইতি হইল না।

বৃদ্ধ মন্ত্রি, হামান। কথার ছলে বলিয়াছেন "যে আমার নয় আমি তাহার কেন হইব" এ নিদারুণ বচন কি আঘাতিত হৃদয় মাত্রেরই মহৌষধ ?—"না"—। রূপজ মোহ,—যে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সে হৃদয় যথার্থ মানব হৃদয় হইলেও সময়ে সময়ে পশুভাবে পরিণত হয়। প্রথম কথাতেই জয়নাবের, মনের ভাব এজিদ অনেক জানিতে পারিয়াছেন, সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাও দেখিয়াছেন, সে অস্ত্র যে তাঁহার বক্ষে বসিবে না, যাহার অস্ত্র, তাহারই বক্ষ,—তাহারই শোণিত,—কিন্তু বিনা আঘাতে, বিনা রক্তপাতে, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত আজীবন পর্য্যন্ত শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যে অদৃশ্যভাবে, ঝরিতে থাকিবে তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তবে

আশা?—আছে। কুহকিনী,—এজিদের কাণে কএকটি কথার আভাস দিয়াছে। তাহাতেই এজিদের অন্তরে এই কথা—"একি কথা? কমলে গঠিত কোমল শরীরের হৃদয় কি পাষাণ? কোমল হস্তে লৌহ অস্ত্র? কমল অক্ষিতে বজ্র দৃষ্টি? কমল বদনে কর্কশ ভাষা? কোমল প্রাণে কঠিন ভাব? অসম্ভব! অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব। এবং বিপরীত! অবশ্যই কারণ আছে। জয়নাল, হানিফা প্রভৃতি জীবিত। সেই কি মূল কারণ? নিশ্চয়! নিশ্চয় তাহারা,—ভব ধাম হইতে সরিলে, ও বিপরীত ভাব কখনই থাকিবে না। নিশ্চয়! নিশ্চয়!! নিশ্চয়, সে সময়,—সে পদ্ম চক্ষু পুত্তলিতে; এজিদের—ছায়া—ভিন্ন আর কোন ছায়া বসিবে না। সে হৃদয়ে সদা সর্ব্বদা এজিদরূপ ব্যতিত আর কোনরূপ জাগিবে না। নিশ্চয়ই কমলে কমল মিশিয়া-কোমল ভাব ধারণ করিবে। আপাদ মস্তক, অন্তরে হৃদয়ে, প্রাণে শরীরে, উত্তপ্তবিহীন, সুকোমল বিজলী—ছটা—বেগে খেলিতে থাকিবে। দুরাশা! দুরাশা!!

কুহকিনী আশার এই ছলনায় এজিদকাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুন্দুভী বাজাইয়া, লোহিত নিসান উড়াইয়া, যাত্রা করিলেন। ওমর হাসেম আবদুল্লা জেয়াদ প্রভৃতি পদাতিক অশ্বা-রোহী সৈন্য সহ মহারাজের পশ্চাৎ-বর্ত্তী হইলেন। গুপ্তচর, সন্ধানিরা কেহ প্রকাশ্যে কেহ ছদ্মবেশে সকলের অগ্রে অগ্রে নানা সন্ধানে নানা পথে ছুটিল। যেখানে যাহা শুনিতেছে, দেখিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আসিয়া জানাইয়া যাইতেছে।

একজন আসিয়া বলিল, "বাদসা নামদারের জয় হউক! কতগুলি সৈন্য নগরাভিমুখে আসিতেছে।" এজিদের মুখভাব কিঞ্চিৎ মলিন হইল।

কিছুক্ষণ পরে আর এক জন আসিয়া বলিল, "আমি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি তাহারা দামস্কের সৈন্য।"

এজিদ মহা সন্তুষ্ট হইয়া সংবাদ বাহকে বিশেষ পুরস্কৃত করিতে আদেশ দিয়া বিজয় বাজনা বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, "বাদসা নামদার! প্রধান মন্ত্রি মরিয়ান এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আসিতেছেন।"

এজিদ মহোল্লাসের সহিত বলিতে লাগিলেন। ওমর! জেয়াদ, শীঘ্র

আইস বিজয়ী বীর-দ্বয়কে আদরে সম্ভাষণ করিয়া গ্রহণ করি। কি সুযাত্রায় আজ অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলাম। যে, হানিফার নামে জগত কম্পিত সেই হানিফা বন্দী-ভাবে, কি জীবন শূন্য দেহে, কি খণ্ডিত শিরে, দামস্কে আনীত হইতেছে। ধন্য বীর মরিয়ান! কিছু না করিয়া আর দামস্কে ফিরিয়া আসিতেছে না। ধন্য মরিয়ান!,

খণ্ডিত হউক আর অখণ্ডিত হউক হানিফার মস্তক বন্দী গৃহের সম্মুখে লট্‌কাইয়া দিব। জয়নাল শিরও আগামী কল্য ঐ স্থানে বর্শার-অগ্রে স্থাপিত করিব। দেখিবেআকাশ, দেখিবেসূর্য্য, দেখিবে জগত, দেখিবে দামস্কের নর নারী—দেখিবে জয়নাব,—এজিদের ক্ষমতা।"

যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই আশার ছলনায় মোহিত হইতেছেন, এখন মদিনার রাজা কে? মরিয়ান কে উভয় রাজ্যেব মন্ত্রিত্ব পদে অভিষেক করিব, আর আজ আমার নিকট যাহা চাহিবে তাহাই দান করিব। বিজয়ী সেনাগণ কে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করিব। এসকল সৈন্যগণ কেও পুরস্কৃত করিব। কাহাকেও বঞ্চিত করিব না।

এজিদ আশার প্রপঞ্চে পড়িয়া যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাতে হাসিবার কথা নাই। কারণ আশা, আর ভ্রম, এই দুয়েই মানুষের পরিচয়। আমরা ভবিষ্যতে অন্ধ নাহইলে, কখনই ভ্রম কুপে ডুবিতাম না। আশার প্রপঞ্চে ভুলিতাম না। এবং সুখ দুঃখের বিভিন্নতাও বুঝিতাম না। সে যে কি ঘটিত, কি হইত ঈশ্বরই জানেন।

মরিয়ান, ওতবে অলিদ সহ দামস্কা-ভিমুখে আসিতেছেন, এজিদ ও মহা হর্ষে সৈন্যগণসহ, বিজয়ী বীরদ্বয়ের অভ্যর্থনা হেতু অগ্রসর হইতেছেন। মরিয়ান কখনই পরাস্ত হইবে না। মরিয়ান পৃষ্ঠ দেখাইয়া কখনই পালাইবে না। কার্য্য উদ্ধার নাকরিয়াও দামাস্ক আসিবে না। এই দৃঢ় বিশ্বাস—এই এজিদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাহাতেই এত আশা। অল্প সময় মধ্যেই পরস্পর দেখা সাক্ষাত হইল। এজিদ বিজয় বাজনা বাজাইয়া বিজয় নিশান উড়াইয়া উপস্থিত হইলেন। মরিয়ানের অন্তরে আঘাত লাগিতে লাগিল, ম্লান মুখ আরও মলিন হইল।

এজিদ অনুমানেই বুঝিলেন, অমঙ্গলের লক্ষণ, কি বলিয়া কি জিজ্ঞাসা করিবেন। কু কথা কু সংবাদ যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই মঙ্গল। মন্ত্রি-

বরের গলায় বরমাল্য পরাইবার কথা, বিপরীত চিন্তায় চাপা পড়িয়া গেল। বিজয় বাজনা স্বভাবতই বন্দ হইল, মরিয়ানের মুখে কি কথা অগ্রে বাহির হইবে— তাহাই শুনিতে এজিদের আগ্রহ জন্মিল।

মরিয়ান নতশিরে অভিবাদন করিয়া নম্র ভাবে বলিলেন, "মহারাজ ! আর অগ্রসর হইবেন না। শত্রু দল আগত।"

"তোমাদের আকারে প্রকারে অনেক বুঝিয়াছি, কিন্তু বার বার পশ্চাত দিকে সভয়ে কি দেখিতেছ ?"

মরিয়ান মনে মনে বলিলেন—যাহা আপনার দেখিবার বাকি আছে। (প্রকাশ্যে) "মহারাজ ! আর কিছু নহে—সেই চাঁদ তারা সংযুক্ত নিশানের অগ্রভাগ দেখিতেছি। বেশী বিলম্ব নাই, তাহারা যে ভাবে আসিতেছে তাহাতে কোনরূপ সাজ সজ্জা করিয়া আত্ম রক্ষার অন্য কোন নূতন উপায়, কি, নগর রক্ষার কোনরূপ সু বন্দোবস্ত করিতে আর সময় নাই। যাহা সংগ্রহ আছে ইহাই সম্বল, ইহার প্রতিই নির্ভর।

"হানিফা কি এত নিকটবর্ত্তী ?"

"সে কথা আর মুখে কি বলিব, কান পাতিয়া শুনুন, কিসের শব্দ শুনাযায়।"

"হাঁ কিছু কিছু শুনিতেছি। কোন কোন সময়ে আকাশে যে মেঘ গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় বহুদূরে সেই ঘন ঘনাবলি বিজলী সহিত খেলা করিতেছে।"

"মহারাজ ও ঘন ঘটা নহে, বিদ্যুতের আভাও নহে, দামামার শব্দ নাকারার গুড়গুড়ি, ডঙ্কার কর্ণভেদী ধ্বনী, আর অস্ত্রের চাকচৈক্য !"

"এজিদ আরও মননিবেশ করিলেন, স্থিরভাবে অশ্ব বলগা ধরিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, স্পষ্টতঃ ভেরীর ভীষণ নাদ, নাকারার খরতর আওয়াজ, শিঙ্গার ঘোর রোল, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী। বাজনা শুনিতে শুনিতে, দেখিতে পাইলেন। মহম্মদীয় নিশান দণ্ডের অগ্রভাগ, সজ্জিত পতাকায় জাতীয় চিহ্ন, আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণের হস্তস্থিত বর্ষা ফলকের চাকচক্য, স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট তেজিয়ান অশ্বের পদ-চালন। এজিদ সদর্পেতে বলিলেন, "যাহার জন্য আমাকে বহুদূর যাইতে হইত, ঘটনা ক্রমে

নিকটেই পাইলাম। চিন্তা কি? মরিয়ান এত আসঙ্কা কি? চালাও অশ্ব এখনি আক্রমণ করিব।”

“মহারাজ! আমরা সর্ব্ব-বলে বলিয়ান না হইয়া এ সময়ে আর আক্রমণ করিব না। আমাদের বহুতর সৈন্য মহম্মদ হানিফার হস্তে মারা গিয়াছে সৈন্য-বল বৃদ্ধি না করিয়া আর আক্রমণের নামও মুখে আনিবেন না। আত্ম রক্ষা, নগর রক্ষা এই দুইটীর প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। বিশেষ ইহাতে আমার আর একটী উদ্দেশ্য সফল হইবে।”

“কি উদ্দেশ্য সফল হইবে?”

“মহারাজ! কারবালা প্রান্তরে হোসেন যেমন জল বিহনে সারা হইয়াছিল, দামস্ক প্রান্তরে হানিফা অন্ন বিহনে সর্ব্বঃ-স্বান্ত হইবে। এ রাজ্যে কে তাহাদের আহার যোগাইবে? কে তাহাদের সাহায্য করিবে? আমরা আক্রমণের নামও করিব না, উহারাই আক্রমণ করুক, আক্রমণ ইচ্ছা না হয় শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া থাকুক, অগ্রে কিছুই বলিব না। যতদিন বসিয়া থাকিবে ততই আমাদের মঙ্গল। অন্নের অনাটন পড়ুক, ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হউক, সময় পাইলেই আমরা মনমত প্রস্তুত হইতে পারিব।—সেসময় বিষম বিক্রমে আক্রমণ করিব।”

এজিদ অনেক্ষণ চিন্তা করিয়া সম্মত হইলেন—আক্রমণ জন্য আর অগ্রসর হইলেন না।—অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

ওদিকে গাজী রহমান আপন সুবিধা মত স্থানে শিবির নিস্মাণের আদেশ দিয়া গমনে ক্ষান্ত হইলেন। মাহাম্মদ হানিফ, মসহাবকাক্কা প্রভৃতিও গাজী রহমানের নিদৃষ্ট স্থান মনোনীত করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সৈন্য সামান্ত, অশ্ব, উষ্ট্র, ইত্যাদি ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বাস উপযোগী বস্ত্রাবাস নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ হইল। গাজী রহমানের আদেশে দক্ষিণ বামে সম্মুখে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তখনি সামরিক নিসান উড়িতে লাগিল; মরিয়ানের চিন্তা বিফল হইল। সমর ক্ষেত্র, উভয় দলের সম্মুখ ক্ষেত্র,—এজিদ পক্ষেও যুদ্ধ-নিসান উড়িল। শিবির নির্ম্মাণেও ক্রটী হইল না।—প্রভাতে যুদ্ধ।

দ্বাবিংশ প্রবাহ।

নিশার অবসান না হইতেই উভয় দলে রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। এক পক্ষ হানিফার প্রাণ বিনাশ, অপর পক্ষ এজিদের পরমায়ু শেষ, দুই দলে দুই প্রকার আশা। দামস্কনগরবাসীরা কে কোন পক্ষের হিতৈষী তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। কারণ মহম্মদ হানিফার সাপক্ষে কেহ কোন কথা বলিলে,—জয়নাল আবিদিন জন্য কেহ দুঃখ করিলে, রাজ দ্রোহী মধ্যে গণ্য হয়, কোতয়ালের হস্তে প্রাণ যায়—এ অবস্থায় সকলেই সন্তুষ্ট, সকলেই আনন্দিত। কেহ দূরে, কেহ অদূরে, কেহ নগর প্রাচীরে, কেহ কেহ উচ্চ বৃক্ষোপরী থাকিয়া, উভয় দলের যুদ্ধ দেখিবার প্রয়াসি হইলেন। মহম্মদহানিফার পক্ষ হইতে জনৈক আম্বাজী সৈন্য যুদ্ধার্থে রণ প্রাঙ্গনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতি যোধ না পাঠাইয়া উপায় নাই। মরিয়ান বাধ্য হইয়া বল্লকিয়া নামে জনৈক বীরকে আম্বাজীর মস্তক শিবিরে আনিতে আদেশ করিলেন। যে আজ্ঞা— সেই গমন। সকলেই দেখিল উভয় বীর অস্ত্র চালনায় প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। অস্ত্রে অস্ত্রে সংঘর্ষণে, সময়ে সময়ে চঞ্চল চপলার ন্যায় অগ্নিরেখা দেখা দিতেছে। অনেক ক্ষণ যুদ্ধের পর আম্বাজী, বল্লকীয়া হস্তে পরাস্ত হইলেন। পরাস্ত স্বীকার করিলেও বল্লকীয়া অস্ত্র নিক্ষেপে ক্ষান্ত হইলেন না। সকলেই দেখিলেন এস্লাম শোণিতে দামস্ক প্রান্তর প্রথমে রঞ্জিত হইল —এজিদের মন মহা হরষে নাচিয়া উঠিল।

বল্লকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আয় কে যুদ্ধ করিবে আয়! শুনিয়াছি আম্বাজীরা বিখ্যাত বীর। আয় দেখি! বীরের তরবারীর নিকটে কোন মহাবীর আসিবি আয়!"

আহ্বানের পূর্ব্বেই দ্বিতীয় আম্বাজী বল্লকিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইল না। উষ্ণিস সহিত দ্বিতীয় আম্বাজী-শির ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সপ্তজন আম্বাজী বল্লকিয়া হস্তে সহিদ হইল।

এজিদ হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিতে লাগিলেন, " মরিয়ান ! আজ কি দেখিতেছ ? এই সকল সৈন্যগণই ত তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে ? শৃগাল কুকুরের ন্যায় তাড়াইয়া আনিয়াছে।' '

"মহারাজ ! ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের একটি সৈন্যহস্তে মহম্মদীয় সাত জন সৈন্য, কোন যুদ্ধেই যমপুরী দর্শন করে নাই। সকলই মহারাজের প্রসাদাত ! আর দামস্ক প্রান্তরের পবিত্রতার গুণ।"

এজিদ পক্ষে উৎসাহসূচক বাজনার দ্বিগুণ রোল উঠিয়াছে, বল্লকিয়ার সম্মুখে কেহই টিকিতেছে না। হানিফার সৈন্য শোণিতেই রণপ্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইতেছে।—এজিদ মহা সুখী।

গাজি রহমান হানিফকে বলিলেন, "বাদসা নামদার ! এ প্রকারের যোধ শত্রুসম্মুখে পাঠান আর উচিত হইতেছে না। বুঝিলাম। দামস্ক রাজের সৈন্যবল একবারে সামান্য নহে।"

মসহাব কাক্কা, উমার আলী প্রভৃতি, বল্লকিয়ার যুদ্ধ, বিশেষ মনযোগে দেখিতেছিলেন। একা বল্লকিয়া কতক গুলি সৈন্য বিনাশ করিল দেখিয়া তাহারা সকলেই যুদ্ধে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

মহম্মদ হানিফ বলিলেন, " ভ্রাতাগণ ! আমার সহ্য হইতেছে না, সমুদা শরীরে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছে। আর শিবিরে থাকিতে পারিলাম না। তোমরা আমার পশ্চাৎ রক্ষা করিবে, গাজি রহমান শিবিরের তত্ত্বাবধারণে থাকিবে, সৈন্য দিগের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে,--আমি চলিলাম। আজ হানিফার অস্ত্র, আর এজিদের সৈন্য, দুইয়ে একত্র করিয়া দেখিব, বেশী বল কাহার ?"

হানিফ ঐ, কথা বলিয়া, অশ্বারোহণ বরিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া বলিলেন " বীরবর ! তোমার বীরপণায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; কিন্তু তোমার জীবনের সাধ—যুদ্ধের সাধ, সকলই মিটিল।"

বল্লকিয়া বলিলেন—

" মহাশয় ! আর একটি সাধের কথা আর বাকী রাখিলেন কেন ? "

" আর কি সাধ ? "

" হানিফার মস্তক চ্ছেদন। দোহাই আপনার আপনি ফিরিয়া যাউন, কেন আপনার সঙ্গি ভ্রাতাগণ সদৃশ অসময়ে জগত ছাড়িবেন, আপনি ফিরিয়া

যাউন। বল্লিকিয়ার হস্তে রক্ষা নাই। আমি হানিফার শোণিত পিপাসু ! আপনি ফিরিয়া যাউন।"

" তোমার সাধ মিটিবে। আমারই নাম মহম্মদ হানিফ "

" সে কি কথা ? এত সৈন্য থাকিতে মহম্মদ হানিফ সমর ক্ষেত্রে, ইহা বিশ্বাস্য নহে। আচ্ছা এই আঘাত।"

সে আঘাত কে দেখিল ? পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এজিদের প্রাণে আঘাত লাগিল। বল্লকিয়ার শরীরের দক্ষিণ ভাগ, দক্ষিণ হস্ত সহ এক দিকে পড়িল, বাম উরু বাম হস্ত বাম চক্ষু বাম কর্ণ লইয়া অপরার্দ্ধ ভাগ, অন্য দিকে পড়িল।

এজিদ অলিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অহে! বলিতে পার ? এ সৈন্যের নাম কি ?"

অলিদ মনোযোগের সহিত দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ ! ইনিই মহম্মদ হানিফ।"

এজিদ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, সৈন্যগণ ! অসি নিষ্কোষিত কর, বর্ষা উত্তোলন কর, যদি দামস্কের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাও, মহা বেগে হানিফাকে আক্রমণ কর। এমন সুযোগ আর হইবে না, তোমাদের বল বিক্রমের ভালরূপ পরিচর পাইলে হানিফা যুদ্ধক্ষেত্রে আর আসিবে না। নিশ্চয় পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। যাও শীঘ্র যাও, শীঘ্র হানিফার মস্তক চ্ছেদন করিয়া আন। তোমরা দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার বল বিক্রম। তোমরাই আমার সাহস, তোমরাই আমার প্রাণ; ঘোর বিক্রমে হানিফাকে আক্রমণ কর। হয় বন্ধন, নয় শিরচ্ছেদ এই দুইটী কার্য্যের একটি কার্য্য করিতে আজ জীবন পণ কর। বীরগণ ! বীর দর্পে চলিয়া যাও। তোমাদের পারিতোষিক আমার প্রাণ, মন, দেহ। —মণিমুক্তা, হীরক, আদি তুচ্ছ কথা !"

সৈন্যগণ ! অসি হস্তে মার মার শব্দে, সমরাঙ্গনে যাইয়া হানিফাকে আক্রমণ করিল।—এজিদের চক্ষু হানিফার দিকে। এজিদ দেখিলেন যে, হানিফার তরবারী ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায়, চাকচক্য দেখাইয়া, ঊর্দ্ধে নিম্নে, বামে, দক্ষিণে ঘুরিয়া, লোহিত রেখায় পূর্ব্ব চাকচক্যে কিঞ্চিৎ মলিনত্ব আসিল !

সম্মুখেএকটি প্রাণীও নাই। চক্ষুর পলকে স্থির বায়ুসহিত মিশিয়া অশ্ব-সহিত অন্তর্দ্ধান হইল।

মরিয়ান বলিলেন, "বাদসা নামদার! দেখিলেন? অলিদ সহজে মদিনার পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। এই যে হানিফার অস্ত্র চলিল, আমরা পরাস্ত স্বীকার না করিলে, এ অস্ত্র আর থামিবে না। দিবা রাত্র সমান ভাবে চলিবে। হানিফার মন কিছুতেই টলিবে না। রক্তের স্রোত বহিয়া দামস্ক প্রান্তর ডুবিয়া গেলেও, সে বিষাল হস্তের বল কমিবে না,—অবশ হইবে না; —তরবারীর তেজস্ত কমিবে না। ক্লান্ত হইয়া শিবিরেও যাইবে না।"

এজিদ রোষে জ্বলিতেছেন। পুনরায় পূর্ব্ব প্রেরিত সৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য হানিফা বধে প্রেরণ করিলেন। সৈন্যগণ মহাবীরের সর্ম্মুখে যাইয়া একত্র এক যোগে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল, যিনি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, ঈশ্বর ইচ্ছায় হানিফা তাঁহাকে সেই অস্ত্রেই যমপুরী পাঠাইয়া দিলেন। এজিদের ক্রোধের সীমা রহিল না। পুনরায় চতুর্গুণ সেনা পাঠাইলেন, সেবারে এজিদ হানিফাকে তরবারী হস্তে তাঁহার সৈন্যগণের নিকট যাইতে দেখিলেন মাত্র। পরক্ষণেই দেখিলেন যে, প্রেরিত সৈন্যগণের অশ্ব সকল দিগ্বিদিগ ছুটিয়া বেড়াইতেছে, একটী অশ্ব পৃষ্ঠেও আরোহী নাই।

এজিদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং যাইতে প্রস্তুত হইলেন, মরিয়ান কর যোড়ে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ এমন কার্য্য করিবেন না। আজ মহাম্মদ হানিফার সম্মুখে কখনই যাইবেন না। এখনও দামস্কের অসংখ্য সৈন্য রহিয়াছে, আমরা জীবিত আছি, আমাদের প্রাণ গেলে শেষে যাহা ইচ্ছা করিবেন। আমরা জীবিত থাকিতে মহারাজকে হানিফার সম্মুখিন্—হইতে দিব না।"

এজিদ মরিয়ানের কথায় ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু সে দিন আর যুদ্ধ করিলেন না। সে দিনের মত শেষ বাজনা বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, মরিয়ান সহ শিবিরে আসিলেন। মহম্মদ হানিফাও তরবারী কোষে পূর্ণ করিয়া অশ্ব বলগা ফিরাইয়া, আপন শিবিরে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ প্রবাহ।

প্রভাত হইল। পাখিরা ঈশ্ব-গান গাইতে গাইতে, জগত জাগাইয়া তুলিল। অরুণোদয়ের সহিত যুদ্ধ নিসান দামস্ক প্রান্তরে উড়িতে লাগিল। যে মস্তক জয়নাবের কর্ণাভাবণের দোলায় দুলিয়া ছিল,—ঘুরিয়া ছিল, (এখনও দুলিতেছে ঘুরিতেছে) আজ সেই মস্তক হানিফার অস্ত্র চালনা দেখিয়া মহাবিপাকে বিষম পাকে ঘুরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ান, অলিদ, জেয়াদ ওমরের মস্তিষ্ক পরিশুষ্ক হইতেছে। সৈন্য গণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। নাজনি আজি আবার কি ঘটে।

উভয় পক্ষই প্রস্তুত। হানিফার বৈমাত্র এবং কনিষ্ট ভ্রাতা ওমরআলী করযোড়ে হানিফার নিকট বলিলেন, "আর্য্য! আজিকার যুদ্ধ দাসের প্রতি অর্পিত হউক।"

হানিফা স্ব স্নেহে বলিলেন, "ভ্রাত! গত-কৈল্য যে উদ্দ্যেশে তরবারী ধরিয়াছিলাম, যে আশয়ে দুল্-দুল্কে কসাঘাত করিয়াছিলাম। তাহা আমার সফল হয় নাই। বিপক্ষ-দল আমাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, যে যুদ্ধ শেষ না করিয়া আর তরবারী কোষে আবদ্ধ করিব না। শিবির হইতে যে বাহির হইয়াছি আর শিবিরে যাইব না। আজি প্রথম—আজি শেষ। শুনিয়াছি, বিশেষ সন্ধানেও জানিয়াছি, এজিদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছে। যুদ্ধ সময়েই হউক, কি শেষেই হউক, অবশ্য এজিদকে হাতে পাইতাম। আমার চক্ষে পড়িলে তাহার জীবন কল্যই শেষ হইত। হোসেনের মস্তক এজিদ কারবালা হইতে দামস্কে আনিয়াছিল। আমি তাহার মস্তক হস্তে করিয়া দামাস্ক-বাসী-দিগকে দেখাইতে দেখাইতে বন্দী গৃহে যাইয়া জয়নালের সম্মুখে ধরিতাম। আমার মনের আশা মনেই রহিল। কি করি বাধ্য হইয়া গত কল্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছি। আজ তুমি যাইবে, যাও! তোমারে ঈশ্বরে সপিলাম। দয়াময়ের নাম করিয়া নুরনবী মহাম্মদের নাম করিয়া, ভক্তি-ভাবে পাতার চরণ, উদ্দেশ্যে মমস্কার করিয়া

তরবারী হস্তে কর। শতসহস্র বিধর্ম্মী বধ করিয়া জয়নাল উদ্ধারের উপায় কর। তোমার তরবারীর তীক্ষ্ণ-ধার আজ শত্রু শোণিতে ফিরিয়া যাউক এই আশীর্ব্বাদ করি,—কিন্তু ভাই এজিদ প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না। ক্রোধ বশতঃ ভ্রাতৃ আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া মহা পাপ কূপে ডুবিও না। সাবধান! আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।”

ওমরআলী ভ্রাতৃ উপদেশ শীরধার্য্য করিয়া, ভক্তি-ভাবে ভ্রাতৃ পদ পূজা করিয়া হানিফার উপদেশ মত তরবারী হস্তে করিলেন, রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করিয়া ওমর আলীর জয় ঘোষণা করিল।

মহাবীর ওমরআলী পুনরায় ঈশ্বরের নাম করিয়া অশ্বারোহন করিলেন। নক্ষত্র বেগে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেই এজিদ-পক্ষীয় বীর সোহরাব জঙ্গ অশ্ব দপটের সহিত, অসি চালনা করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। স্থিরভাবে ক্ষণকাল ওমরআলীর আপাদ মস্তক প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "তোমার নাম কি মহম্মদ হানিফ?”

ওমর আলী, বলিলেন "সে কথায় তোমার কাজ কি? তোমার কায তুমি কর।”

“কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব? সিংহ কি কখন শৃগালের সহিত যোঝিয়া থাকে? শুনিয়াছি মহাম্মদ হানিফ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর! তুমি কি সেই হানিফ?”

"আমার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে ফিরিয়া যাও।”

সোহরাব হাসিয়া বলিলেন “এত দিন পরে আজ নূতন কথা শুনিলাম। সোহরাব জঙ্গের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার! তুমি যদি মহম্মদ হানিফ হও, বীরত্বের সহিত পরিচয় দেও। পরিচয় দিতে ভয় হয় ফিরিয়া যাও।”

“আমি ফিরিয়া যাইব?”

“তবে তুমি কি যথার্থই মহম্মদ হানিফ?”

“এত পরিচয়ে আবশ্যক কি? আমি কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কি পাপাত্মা এজিদ?”

“সাবধান! দামস্ক অধিপতিকে অবমাননা করিও না।”

"আমি তোমাব সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা কবি না, তরবারার ক্ষমতা দেখিতে চাহি।"

"জানিলাম তুমিই মহম্মদ হানিফ।"

"শোন! কাফের নারকি! তুই তোব অস্ত্রর আঘাত ভিন্ন যদি পুনরায় কথা বলবি, তবে তুই যে পাথর পুজিয়া থাকিস্ সেই পাথরের শপথ"

আমি পাথর পুজা করি তুইত তাহাও করিস্ না। অনিশ্চিত ভাবে নিরাকারের উপাসনায় কি মনের তৃপ্তি হয় রে বর্ব্বর?"

"জাহান্নামী কাফের! আবার বাক্ চাতুরী? জাতীয় নীতির বহির্ভূত বলিয়া কথা কহিতে সময় পাইতেছিস্।"

"আমি তোর পরিচয় না পাইলে কখনই অপাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। ভাল মুখে বলিতেছি তুমি যদি মহাম্মদ হানিফ না হও তবে তোমাব সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই। যুদ্ধ নাই। তুমি আমার পরম বন্ধু।"

"বিধর্ম্মী দিগের বাক্ চাতুরিই এই প্রকাব—প্রস্তর পুজক দিগেব স্বভাবই এই।"

"ওরে নিরেট বর্ব্বর! প্রস্তরে কি ঈশ্বরের মাহাত্ম্য নাই? দেখ! লৌহতে কি আছে?" আঘাত—অমনি প্রতিঘাত। সোহরাব বলিলেন।—

"রে আম্বাজী। তুই মহম্মদ হানিফ! কেন আমাকে বঞ্চনা করিতেছিস্। আমার আঘাত সহ্য করিবাব লোক জগতে নাই। সোহরাবের অস্ত্র, এক অঙ্গ দুইবার স্পর্শ করেনা।"

একথাটা কেবল উমর আলি শুনিলেন মাত্র। আর যদি কেহ দেখিয়া থাকেন তবে তিনি দেখিয়াছেন। সোহরাবের দেহ অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল। কার আঘাত? ওমর আলির।

সোহরাব নিধন, এজিদের সহ্য হইল না। মহাক্রোধে নিষ্কোষিত অসি হস্তে রণ প্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন, "তুই কে? আমার প্রাণের বন্ধু সোহরাবকে বধ করিলি? বলত যবন কে তুই!"

"আবার পরিচয়? বলত কাফের তুই কে?"

"আমি দামস্কের অধিপতি মাবিয়ার পুত্র। আরও বলিব? আমার নাম এজীদ।"

ওমর আলির হৃদয় কাঁপিয়া গেল, ভয় শূন্য হৃদয়ে, মহা ভয়ের সঞ্চার হইল। ভ্রাতৃ আজ্ঞা বার বার মনে পড়িতে লাগিল। প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুই কি যথার্থই এজিদ ?"

কেন এজিদ নামে এত ভয় কেন ?"

"সহস্র এজিদে আমার ভয় নাই কিন্তু—"

"ওসকল কিন্তু কিছু নহে। ধর এজিদের আঘাত"

আমি প্রস্তুত আছি"

এজিদ মহা ক্রোধে তরবারী আঘাত করিলেন। ওমর আলি বর্ম্মে উড়াইয়া বলিলেন, তুই যদি যথার্থই এজিদ "তবে তোর আজ পরম ভাগ্য।"

"আমার সৌভাগ্য চিরকাল"

"তা বটে কি বলিব ভ্রাতৃ আজ্ঞা"

এজিদ পুনরায় আঘাত করিলেন ওমর আলি বর্ম্মে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন।—

"আর কেন ? তোমার বাহুবল, অস্ত্রের বল, সকলই দেখিলাম।"

এজিদ মহা ক্রোধে পুনরায় আঘাত করিলেন, ওমর আলি সে আঘাত অসিতে উড়াইয়া দিলেন। ক্রমে এজিদের আঘাত। ওমর আলির আত্ম রক্ষা।

এজিদ বলিলেন, "অহে। তুমি যদি মহম্মদ হানিফ নাহও তবে যথার্থ বল তুমিকে ?"

"এখন পরিচয়ে প্রয়োজন নাই। তোমার আর কি ক্ষমতা আছে দেখাও"

"ক্ষমতাত দেখাইব, দেখিবে কে ? আমার একটু সন্দেহ হইতেছে তাহাতেই বিলম্ব।"

"রণ ক্ষেত্রে সন্দেহ কি ? হাতে অস্ত্র থাকিতে মুখে কথা কেন ?"

"তোমার অস্ত্রে ধার আছে কি না দেখিলাম না। কিন্তু কথার ধারে গায়ে আগুণ জালিয়া দেয়।"

"বাক্ চাতুরি ছাড়, এখন আঘাত কর।"

এজিদ ক্রমে তরবারী তীর বর্শা যাহা কিছু তাঁহার আয়ত্ব ছিল আঘাত করিলেন,—কিন্তু ওমর আলি সেই অচল পাষাণ প্রতীমার ন্যায় দণ্ডায়মান—এজিদ মহা লজ্জীত।

এজিদ বলিলেন, আমার "সন্দেহ ঘুচিল তুমিই মহম্মদ হানিফ। হানিফ! গত কল্য তোমার যুদ্ধ দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। ধন্য তোমার বাহুবল, এত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম কিছুই করিতে পারিলাম না। ধন্য তোমার সহ্য গুণ—"

ওমরআলি হাসিয়া বলিলেন, "এজিদ! তোমার আর কি ক্ষমতা আছে দেখাও? অস্ত্র থাকিতে আজ আমি নিরস্ত্র। বল থাকিতে দুর্ব্বল। কি পরিতাপ! আমার হাতে পড়িয়া আজ বাঁচিয়া গেলে।"

"ওরে পাষণ্ড যবন! সাধ্য থাকিতে অসাধ্য কি? ভেকে কি কখনও অহী মস্তকে আঘাত করিতে পারে? শৃগালের কি ক্ষমতা যে, শার্দ্দুলের গায়ে অঙ্গুলি স্পর্শ করে? তুই যাহাই মনেকরিয়া থাকিস নিশ্চয় জানিস আজ তোর জীবনের শেষ।"

"কথাটা মিছে বোধ হইতেছে না। তাহা যাহাহউক হয় অস্ত্র ত্যাগ কর নাহয় পালাও!"

"আমি পালাইব। তোর জীবন শেষ না করিয়া?"

এজিদ পুনরায় তরবারী আঘাত করিলেন, বৃথা হইল। পরিশেষে ফাঁস হস্তে তিন চার বার ওমরআলিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ওমরআলির গলায় ফাঁস নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফাঁসিতে আট্‌কে কৈ?

ওমরআলি ভ্রাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আজ এজিদ প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন না। এজিদ এখন অস্ত্র ছাড়িয়া মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেই ওমরআলির মনের সাধ পূর্ণ হয়। তিনি সেই চিন্তায় আছেন, সময় খুজিতেছেন—কার্য্যেও তাহাই ঘটিল।

মহম্মদ হানিফ শিবিরে বসিয়া যুদ্ধের সংবাদ লইতেছেন মাত্র এ পর্য্যন্ত কেহই পরাস্ত হয় নাই। এজিদ স্বয়ং যুদ্ধে আসিয়াছে আর হানিফ বোধে ওমরআলিকে যথাসাধ্য আক্রমণ করিয়াছে এ কথার তত্ত্ব কেহই সন্ধান করেন নাই। হানিফাও শুনিতে পান নাই—এজিদ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসিবে ইহা কেহই মনে করেন নাই।

এজিদ নিশ্চয় জানিয়াছে যে, এই মহম্মদ হানিফ। উভয় ভ্রাতার আকৃতি প্রায় এক, তবে যে ভিন্ন ভেদে তাহা জগত কর্ত্তার সৃষ্টির মহিমা।

এজিদ একদিন মাত্র দেখিয়া সে ভিন্ন-ভেদ বিশেষ-রূপে নির্ণয় করিতে পারে নাই। আবার এপর্য্যন্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিল না এ কি কথা? মল্ল যুদ্ধ করিয়া বান্ধিয়া ফেলিব— মল্ল যুদ্ধে নিশ্চয় ধরিব। ইহা এজিদের মনের ভাব।

উভয়ের মনের আশাই উভয়ে সফল করিবেন। প্রকৃতি কাহার অনুকূল তাহা কে বলিতে পারে? উভয় বীর অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন।—মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীর পদ-দলনে পদ-তলস্থ মৃত্তিকা স্বাভাবিক ছিদ্রে অঙ্গ মিশাইয়া ক্রমে সরিতে লাগিল।

মরিয়ান আবদুল্লা জিয়াদ প্রভৃতি এই অযৌক্তিক যুদ্ধে এজিদকে লিপ্ত দেখিয়া মহাবেগে অশ্ব উঠাইলেন। হানিফ-পক্ষীয় কয়েক জন যোদ্ধা ওমর আলীকে হঠাৎ মল্লযুদ্ধে রত দেখিয়া যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইলেন। এজিদ কতবার ওমরআলিকে ধরিতেছেন, ধরিয়া-রাখিতে পারিতেছেন না। ওমর-আলিও এজিদকে ধরিতেছেন কিন্তু স্ববশে আনিতে পারিতেছেন না। মহম্মদ হানিফপক্ষীয় বীরগণ এজিদকে চিনিয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবং বুঝিলেন, ওমর-আলির মল্ল-যুদ্ধের কারণ। এজিদ প্রতি কাহারও অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার অনুমতি নাই। ওমরআলির নিস্তার নাই—হায়! হায়! একি হইল কি মনে মনে এই কথার আন্দোলন করিয়া মহম্মদ হানিফার নিকট একথা বলিতে, কেহ কাহার অপেক্ষা না করিয়া সকলেই শিবিরাভিমুখে ছুটিলেন।

এদিকে এজিদ মল্ল-যুদ্ধের পেঁচাওবান্ধ গ্রীবা এবং উরু সাপটিয়া ধরিয়াছেন, ওমরআলি সে বন্ধন কাটিয়া এজিদকে ধরিলেন, সেই সময় মরিয়ান, জিয়াদ,প্রভৃতি সকলে ত্রস্তে অশ্ব হইতে নামিয়া মহাবীর ওমরআলিকে ধরিলেন, এবং ফাঁসি দ্বারা হস্ত, পদ, গ্রীবা, বাঁধিয়া জয় রব করিতে করিতে, আপন শিবিরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

মহম্মদ হানিফ এজিদের সংবাদ পাইয়া সজ্জিত বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন, সমরাঙ্গনে জন প্রাণি মাত্র নাই। এজিদের শিবির

নিকট মহা কোলাহল—, জয় জয় রব—তুমুল বাজনা। আর বৃথাসাজ—বৃথা গমন ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া ওমরআলি বন্দী।

মহম্মদ হানিফ কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মহা চিন্তায় বসিয়া পড়িলেন।

বিপক্ষ দলে বাদ্যের তুফান উঠিল, দামস্ক-প্রান্তর হরিষে এবং বিষাদে কাঁপিয়া উঠিল। এজিদ-দলে প্রথম কথা মহম্মদ হানিফ বন্দী, শেষে সাব্যস্ত হইল, মহম্মদ হানিফ নহে। এ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা—নাম ওমরআলী। যাহাহউক হানি-ফার দক্ষিণহস্ত ভগ্ন, সিংহের এক অঙ্গ হীন--এজিদের জয়।

এজিদ আজ্ঞা করিলেন "আগামী কল্য যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে" কারণ ওমর আলীর প্রাণবধ! শত্রুকে যখন হাতে পাইয়াছি তখন ছাড়িব না। নিশ্চয় প্রাণদণ্ড করিব। কিন্তু সে প্রাণ দণ্ড তরবারিতে নহে। অন্য কোন প্রকারে নহে। শুলিতে প্রাণদণ্ড।—হানিফা দেখিবে তাহার সৈন্য সামন্ত দেখিবে—প্রকাশ্য স্থানে শূলিতে ওমর আলীর প্রাণ বিনাশ করিতে হইবে। এখনি ঘোষণা কর, দামস্কনগরে ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা দেও যে হানিফার ভ্রাতা মহারাজহস্তে বন্দী।—আগামী কল্য তাহার প্রাণবধ। মরিয়ান তখনি রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রস্তুত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নগরে—ঘোষণা—

"মহম্মদ হানিফের কনিষ্ট ভ্রাতা ওমর আলি এজিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল, রাজকৌশলে সে পাপী আজ বন্দী। আগামী কল্য দামস্কনগরের পূর্ব্বপ্রান্তরে সমর ক্ষেত্রের নিকটে শূলিতে, চড়াইয়া প্রাণ বধ।

মহম্মদ হানিফের কর্ণেও এ নিদারুণ ঘোষণা প্রবেশ করিল। শিবিরস্থ সকলেই এই মর্ম্মভেদী ঘোষণায় মহা আকুল হইলেন। গাজি রহমানের বিশাল মস্তক ঘুরিয়া গেল, মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইয়া তাড়িত চালিত হইতে লাগিল—

চতুর্ব্বিংশ প্রবাহ।

আজ ওমর আলির প্রাণ বধ। এ সংবাদে কেহ দুঃখী, কেহ সুখী। নগরবাসীরা কেহ ম্লান মুখে বধ্য ভূমিতে যাইতেছেন,—কেহ মনের আনন্দে হাসি রহস্যে নানা কথার প্রসঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইতেছেন। শূলি দণ্ড দণ্ডায়মান হইয়াছে। স্বপক্ষ বিপক্ষ সৈন্যদল ওমর আলীর বধক্রিয়া, স্পষ্টভাবে দেখিতে পাবে, মন্ত্রি মরিয়ান সে উপায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া করিয়াছেন। দিনমণির আগমন সহ নাগরিক দল, দলে দলে দামস্কপ্রান্তরে আসিয়া একত্রিত হইতেছে। প্রায় লোকের মুখেই এই কথা—আজ শূলি দণ্ডের অগ্রভাগ রক্তমাখা হইয়া ওমর আলির মর্জ্জা ভেদ করিবে। কাল মসহাব কাক্কার খণ্ডিতশির ধরায় লুণ্ঠিত হইবে; তাহার পর হানিফের দশা যাহা ঘটিবে তাহা বুঝিতেই পারা যায়।

কথা গোপনে থাকিবার নহে। বিশেষ মন্দ কথা বায়ুর অগ্রে অগ্রে অতি গুপ্ত স্থানেও প্রবেশ করে। বন্দীগৃহেও ঐ কথা। শেষে প্রাণ বধের কথা শুনিয়া সাহরেবানু হাসেনবানুর মুখের কথা, বন্ধ হইয়াছে। অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। ক্রন্দন ভিন্ন তাঁহাদের আর উপায় কি? হোসেন পরিজনের দুঃখের অন্ত নাই। রক্ত, মাংস সম্ভূত অস্থি, চর্ম্ম, সংযুক্ত শরীর বলিয়াই এত সহ্য হইতেছে, পাষাণে গঠিত হইলে এত দিন বিদীর্ণ হইত, লৌহে নির্ম্মিত হইলে কোন দিন গলিয়া যাইত। সাহরেবানু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন।—

"হায়! সর্ব্বস্ব গেল, প্রাণ গেল, রাজ্য গেল;—স্বাধীনতা গেল। আশা ছিল, জয়নাল আবিদিন বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার হইবে। যিনি উদ্ধার হেতু কত কষ্ট, কত বিপদ, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া দামস্কপ্রান্তর পর্য্যন্ত আসিলেন, আসিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেননা; আর ভরসা কি? আজ, ওমর আলি কাল শুনিব যে, মহম্মদ হানিফের জীবন শেষ। আর আশা কি? জগদীশ! তোমার মনে ইহাইছিল! দয়াময়! তোমার মনে ইহাইছিল?"

সালেমা বিবি বলিলেন, "সাহরেবানু, এ কি কথা ? ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সেই নির্বিকার নিরাকার দয়াময়কে কোন প্রকারে দোষি করিও না,—মহাপাপ ! মহাপাপ ! তিনি জীবের ভালর জন্যই আছেন, অজ্ঞ লোকের শিক্ষার জন্য অনেক সময়ে অনেক লীলা দেখাইয়া থাকেন। সেই করুণাময় ভগবান কৌশলে দেখাইয়া দেন যে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব, মহা ক্ষমতা-শালী হইলেও তাঁহার ক্ষমতার নিকট অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। আমাদের স্বভাবই এই যে মানুষের অলৌকিক ক্ষমতা দেখিলেই আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কথা একবারে ভুলিয়া যাই। সে সময় সেই মহাশক্তি মানবের অন্তরের মূঢ়তা ও মূর্খতা দূর করিতে, সেই অলৌকিক ক্ষমতাশালী মানব প্রতি, এমনি কোন বিপদজাল বিস্তার হয় যে, তাহার সে অলৌকিক ক্ষমতা, বিষম শক্তি, কোথায় কোন পথে, কিসে মিশিয়া যায় তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না। দেহ ছাড়িয়া হয় ত সেই কারণে আজীবন দুঃখেই কাটিয়া যায়। না হয় মহা কষ্টে মহা প্রাণ অনন্তধামে চলিয়া যায়। সে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভুর অসীম। তিনিই সর্ব্বমূল তিনিই বিপদের কাণ্ডারী ; বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র তরী। মানুষের ক্ষমতা কি ? ওমর আলির সাধ্য কি ? হানিফের কি শক্তি ? যে সেই বিপদ তারণ ভগবানের কৃপা না হইলে, সে দয়াময়ের দয়া না হইলে, কোন প্রাণী কাহাকে বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারে ? তিনিই রক্ষা কর্ত্তা তিনিই সর্ব্ববিজয় বিধাতা !"

সাহরে বানু স্থির হও। হৃদয়ে বল কর। সেই অদ্বিতীয় ভগবান প্রতি এক মনে নির্ভর কর। দুঃখে পড়িয়া সামান্য লোকের ন্যায় বিহ্বল হইও-না। বল হীন হৃদয়ের ন্যায় ব্যাকুল হইও না। তাঁহার নামে কলঙ্ক রটাইও-না। তিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবের মন্দ চিন্তা কখনই করেন না। সাবধান সাহরেবানু সাবধান, মনের মলিনতা দূর কর। দয়াময়ের প্রতি অন্তরের সহিত ভক্তি সহকারে নির্ভর কর। তিনি অবশ্যই মঙ্গল করিবেন। তিনি সর্ব্ব মঙ্গলময় অদ্বিতীয় ঈশ্বর।"

"এত বিপদ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে ? সকলই ত ঈশ্বরের কার্য্য ? আমরা কি অপরাধে অপরাধি, কি পাপ করিয়াছি যে তাহারই এই প্রতি ফল !

ও কথা মুখে আনিও না,—বিপদ, ব্যাধি, জরা, জগতে নূতন নহে। নুরনবি মহম্মদ মস্তফার পরিজন হইলেই যে, ইহ জগতে বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে না এ কথা অন্তরে স্থান দিও না। ঈশ্বর মহান্, তাঁহার শক্তি মহান্। কত নবি কত অলি, কত দরবেশ, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন! কত শত সহস্র মহা-পুরুষ, যোগী, ঋষি, এই ভবে জন্মিয়া গিয়াছেন, শত ভক্তের মন পরীক্ষা জন্য তিনি কত কি করিয়াছেন। তুমি জানিয়া শুনিয়া আজ ভুলিয়া যাইতেছ। ছি! ছি! ঈশ্বরে নির্ভর কর। তুমি কি সকলি ভুলিয়াগিয়াছ? হজরত এব্রাহিমকেও অগ্নিপ্রবেশ করিতে হইয়াছিল। নুহ পয়গম্বরকে জলে ভাসিতে হইয়াছিল। হজরত সোলেমানকেও অঙ্গুরী হারাইয়া, বিপদগ্রস্থ হইতে হইয়াছিল। হজরত এহিয়াকে মহা ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মহা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হজরত ইউসুফকে অন্ধকুপে ডুবিতে হইয়াছিল। হজরত ইউনোস্‌কে মৎস্যের উদরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। হজরত জাক-রিয়াকে করাতে দ্বিখণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। হজরত মুসাকে প্রাণ-ভয়ে দেশ ত্যাগি হইতে হইয়াছিল। হজরত ঈষা কেও শূলিআরোহণ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা কি বিপদ কালে ঈশ্বরের নাম ভুলিয়াছিলেন? নুরনবী হজরত মহম্মদের কথা একবার মনে কর? ঈশ্বরের আদেশে তিনি কি না করিয়াছেন। রাজাধিরাজ সাদ্দাদ, নামরূদ ফেরাউন, "কারূন" ইহাঁদের অবস্থাও একবার ভাবিয়া দেখ। ধন বল, রাজ্য বল, বাহু বল, সদাকাল সম্পূর্ণ ভাবে থাকা সত্বেও তাঁহারা কত বিপদ-গ্রস্থ হইয়াছিলেন। সে সকল প্রাচীন কাহিনী, প্রাচীন কথা, কেবল সেই মহাশক্তি ভগবানের মহাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতেছে। তিনি কি না করিতে পারেন। আজ ওমর আলীর প্রাণ বধ হইবে, কাল এজিদের প্রাণ যাইতে পারে। ঈশ্বর যাহা ঘটাইবেন তাহা নিবারণে, কাহারও ক্ষমতা নাই। তিনি সর্ব্বপ্রকারে দয়াময়—সকল অবস্থাতেই করুণাময়। ভাবিলে কি হইবে? আর কান্দিলেই বা কি পাইবে?

"আপনার হিতোপদেশে আমার মন অনেক সুস্থ হইল, কিন্তু একটী কথা এই যে প্রধান বীর ওমর আলি এজিদ হস্তে মারা পড়িল, ইহাতে হানিফার সাহস, বল, উৎসাহ, অনেক কমিয়া যাইবে।"

"সে কি কথা? সে অদ্বিতীয় ভগবান হানিফাকেও এজিদ হস্তে বধ করাইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। তাঁহার নিকটে এ কার্য্য কিছুই নহে। তিনি কি না করিতে পারেন। পর্ব্বতকে সমুদ্রে পরিণত করিতে, মহা নগরকে বনে পরিণত করিতে, মহা সমুদ্রে মহা নগর বসাইতে তাঁহার কতক্ষণের কাজ?—তাঁহার ক্ষমতার—দয়ার পার নাই। তবে জগত-চক্ষে সাধারণ বিবেচনায় দেখিতে হইবে যে, এ সকল ঘটনার মূল কি? আমার মনের কথা আমি বলিতেছি—ইহা আর কিছুই নহে, ঈশ্বরের লীলা প্রকাশ—ক্ষমতাবিকাশ।কিন্তু সেই ঈশ্বরই সেই ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৃষ্ট জীবকে উপদেশ দিতেছেন, জীব! সাবধান। এই কার্য্যে এই ফল এই পথে চলিলে এই দুর্গতি, এই আমার নির্দ্ধারিত নিয়মের অতিক্রম করিলে এই শাস্তি। তিনি সকলকেই সমান ক্ষমতা দিয়াছেন। কাহাকে কোন কার্য্যই তিনি নিবারণ করেন না। আপন ভাল মন্দ আপনিই বুঝিয়া লইতে হইবে। সংসার বড় ভয়ানক কঠিন স্থান। আজ আমরা দামস্কের বন্দীখানায় বন্দীভাবে বসিয়া এত কথা বলিতেছি।--ভাব দেখি ইহার মূল কি?

এইরূপ কথা হইতেছে এমন সময় জয়নাব আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি গবাক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলাম, নগরের বহুসংখ্যক লোক দামস্ক প্রান্তরে যাইতেছে। সকলের মুখেই এই কথা যে, "আজ ওমর আলির প্রাণ বধ দেখিব, কাল মহম্মদ হানিফার খণ্ডিত শির দামস্ক-প্রান্তরে লুটাইতে দেখিব।" জয়নাল আবিদিন কারাগার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, প্রহরিগণ কে কোথায় আছে দেখিতে পাইলাম না। জয়নাল ঐ জনতার মধ্যে মিশিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেল। আমি সঙ্কেতে অনেক নিষেধ করিলাম—শুনিল না। একবার ফিরিয়া তাকাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বেগে চলিয়া গেল। কেবল মাত্র একটী কথা শুনিলাম। "হায়রে অদৃষ্ট! কারবালার ঘটনা এখানেও ঘটিতে আরম্ভ হইল। এক একটী করিয়া এজিদহস্তে"—এই কথা শুনিয়া আর কিছুই শুনিতে পারিলাম না, দেখিতে দেখিতে চক্ষের অন্তর হইয়া পড়িল—এ আবার কি ঘটনা ঘটিল।"

সাহেরবানু জয়নাবের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া কথাগুলি শুনিলেন। তাঁহার মুখের ভাব সে সময় যে প্রকার হইয়াছিল তাহা কবির কল্পনার

অতীত, চিন্তার বহির্ভূত—জয়নাল আবিদিনই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। সাহেরবানুর প্রাণপাখি সে সময় দেহপিঞ্জরে ছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে? চক্ষু স্থির! কণ্ঠ রোধ! সেই একপ্রকার ভাব—স্পন্দহীন।

সালেমা বিবি বুদ্ধিমতি, সদ্গুণ তাঁহার বিস্তর। সাহেরবানুর অবস্থা দেখিয়া তিনিও বিহ্বল হইলেন। নাম ধরিয়া অনেক বার ডাকিলেন, চৈতন্য নাই। বুকে মুখে হস্ত দিয়া শান্তনার অনেক চেষ্টা করিলেন সাহেরবানুর মোহ ভঙ্গ হইল না, মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "জয়নাল! বাবা জয়নাল! নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর সন্তান! কোথা গেলি বাপ্? তোর পায় পায় শত্রু, পায় পায় বিপদ, আমরা চির বন্দী। দুঃখের ভার বহন করিতে জগতে আমাদেরই সৃষ্টি হইয়াছিল। তুই দুঃখিনীর সন্তান, কি কথা মনে করিয়া কোথা গেলি? তুই কি তোর পিতৃব্য ওমর আলির প্রাণবধ দেখিতে গিয়াছিস্? তুই সে বধ্যভূমিতে গিয়া কি করিবি? তোকে যে চিনিবে সেই এজিদ নিকট লইয়া গিয়া তোকেও ওমর আলির সঙ্গী করিবে। এজিদ এখন হানিফার প্রাণ লইতেই অগ্রসর হইয়াছে। তোকে কয়েক বার মারিতে গিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই, আজ তোকে দেখিলে তার ক্রোধের কি সীমা থাকিবে? বন্দী পালাইলে কার না রোষের ভাগ দ্বিগুণ হয়? জয়নাল তোর এ বুদ্ধি কেন হইল?"

সাহরে বানু বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সালেমা বিবিও অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে সালেমা বিবি বলিলেন, "সাহরে বানু স্থির হও। জয় নাল অবোধ নহে। তাহার পিতার সমস্ত গুণই তাহাতে রহিয়াছে। ঈশ্বর তাহাকে বীর পুরুষ করিয়াছেন। এজিদের অত্যাচার তাহার হৃদয়ে আঁকা রহিয়াছে। সে একা কিছুই করিতে পারিবে না। আবার আমাদিগকে বন্দীখানায় রাখিয়া এমন কোন কার্য্যে হঠাৎ হস্তক্ষেপ করিবে না যে, তাহাতে সে মারা পড়ে—কি ধরা পড়ে। তাহার আশা অনেক। ঈশ্বরে নির্ভর কর, এ সকল তাঁহারই লীলা। তুমি স্থির হও, ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়নালকে আশীর্ব্বাদ কর,—তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তুমি নিশ্চয় জানিও এজিদ হস্তে তাহার মৃত্যু নাই। সেই মদিনার রাজা:—সেই দামস্কের রাজা। আমি মাননীয় প্রভু পিতা নুর নবী মুখে শুনিয়াছি, জয়নাল

আবিদিন দ্বারা মদিনার সিংহাসন রক্ষা হইবে, এমাম বংশ জীবিত থাকিবে, রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত জয়নাল আবিদিনের বংশধরগণ জগতে সকলের নিকট পুজনীয় হইয়া থাকিবে। নুর নবীর বাণি কি কথনও মিথ্যা হয়? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর জয়নালের মনোবাঞ্ছা নির্ব্বিঘ্নে পরিপূর্ণ হউক।

পঞ্চবিংশ প্রবাহ।

মানবের ভাগ্য বিমানে, দুঃসময় কাল মেঘের দেখা দিলে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না—ভ্রমেও ফিরিয়া দেখে না। ভাল মুখে দুট ভাল কথা বলিয়া তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করা দূরে থাকুক, মুখ ফুটীয়া কথা কহিতেও ঘৃণা জন্মে। সে দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেও অপমান জ্ঞান হয়। সে উপযাচক হইয়া মিশিতে আসিলেও নানা কৌশলে তাড়াইতে ইচ্ছা করে। আত্মীয় স্বজন পরিজন জ্ঞাতি কুটুম্ব চক্ষেও দুর্ভাগার আকৃতি চক্ষু শূল বোধ হয়। এক প্রাণ, এক আত্মা, হৃদয়ের বন্ধুও সে সময় সহস্র দোষ দেখাইয়া ক্রমে সরিতে থাকেন। দুঃখময় জীবন কাহার না ভার বহ? শনি গ্রস্থ জীবের কোথায় না অনাদর? রাহু গ্রস্থ বিধুর অপবাদই বা কত? ভবের ভাব বড়ই চমৎকার! কালে আবার সেই আকাশে,—সেই মানবের ভাগ্য আকাশে মৃদু মৃদু ভাবে সুবাতাস বহিয়া কাল মেঘ গুলি ক্রমে সরাইয়া সৌভাগ্য শশীর পুনরোদয় দেখাইয়া দিলে, আর কথা নাই। কত হৃদয় হইতে প্রেম,—প্রণয়,—ভালবাসা,—আদর,—স্নেহ,—যতন,—এবং মায়ার স্রোত,—প্রবাহ,—ধারা,—যাহা বল ছুটিতে থাকে; বহিতে থাকে—। কত মনে দয়ার সঞ্চার,—মিলনের—বাসনা, এবং ভক্তির উদয় হইতে থাকে। কত চক্ষু সরলে, বঙ্কিমে, দেখিতে ইচ্ছা করে। কত মুখে সুযশ সুখ্যাতি গাইতে ইচ্ছা করে, শত মুখে সুকীর্ত্তির গুণ বর্ণন হইতে থাকে। আর যাচিয়া প্রেম বাড়াইতে হয় না, ডাকিয়াও কাছে বসাইতে হয় না। পরিচয় না থাকিলেও পরিচয়ের

পরিচয় দিয়া, দাপিয়া চাপিয়া বসিয়া থাকে। আজ এজিদের ভাগ্য বিমান হইতে কাল মেঘ সরিয়া সৌভাগ্য শশীর উদয় হইয়াছে।—ওমর আলি বন্দী। শত শত ঘোষণা দিয়া, দ্বিগুণ বেতনের আশা দেখাইয়া ও আশার অনুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই। ওমর আলি বন্দী, শূলিদণ্ডে, প্রাণ বধ—ঘোষণা শুনিয়া দলে দলে, সৈন্য দলে, নাম লিখাইতেছে। স্বার্থের আশায়, অর্থের লালসায়, কত লোক বিনা বেতনে এজিদ পক্ষে মিশিতেছে। অপরিচিত বিদেশী বোধে-যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে মরিয়ানের অমত হইতেছে, তাহাদের কেহ কেহ, স্বস্ব গুণ দেখাইয়া, কেহবা বাহু বলের পরিচয় দিয়া, সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছে। কেহবা কোন সৈন্যাধ্যক্ষকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহার উপরোধে, প্রবেশ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। সকলেই যে, সমর ক্ষেত্রে, শত্রুর সম্মুখীন হইবে তাহা নহে। জয়ের ভাগ, যশের অংশ, গ্রহণ করাই অনেকের অন্তরের নিগূঢ় আশা। আজ ওমর আলির জীবন শেষ, কাল হানিফার পরমায়ু শেষ, যুদ্ধেরও শেষ—এই বিশেষ তত্ত্বেই, দেশী বিদেশী বহু লোকের সৈন্য দলে প্রবেশ—আবার ইহাও অনেকের মনে,—যদি বিপদ সম্ভব বিবেচনা হয়,—পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যায়, তবে ভবেরভাব, প্রকৃতির স্বভাব, সময়ের তাৎপর্য্য, দেখাইয়া ক্রমে শরীতে থাকিব। কিন্তু জয়ের সম্ভাবনাই অধিক। ওমর আলির প্রাণবধ,—হানিফার দক্ষিণ বাহু ভগ্ন, একই কথা। একা হানিফ, এক হস্তে কি করিবে? জয়ের আশাই অধিক। এজিদের ভাগ্য বিমানে সুবায়ু প্রতিঘাতে কাল মেঘের অন্তর্দ্ধান—অতি নিকট। এজিদশিবিরের চতুস্পার্শ্বে বিষম জনতা—সকলের দৃষ্টিই শূল দণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্র ভাগ।

ওদিকে মহম্মদ হানিফার প্রাণ ওষ্ঠাগত, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কণ্ঠ শুষ্ক, সৈনিক দলে মহা আন্দোলন। হায়! হায়! এমন বীর বিপাকে মারাপড়িল। ভ্রাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অকালে কালের হস্তে নিপতিত হইল। কি সর্ব্বনাশ "এজিদ প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না।" এই কথাতেই আজ ওমর আলি কিশোর বয়সে শত্রু হস্তে শূলে বিদ্ধ হইতে চলিল। ধন্য রে ভ্রাতৃ ভক্তি! ধন্যে রে স্থির প্রতিজ্ঞা! ধন্য আজ্ঞা বহ! ধন্য ওমর আলি।

সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা বড় বিষম ব্যাপার বিপদ কালেই, দূরদর্শিতার পরিচয়, ভবিষ্যত জ্ঞানের পরিচয়ের পরীক্ষা হয়। সুখ সময় দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যত ভাবনা প্রায় কোন মস্তকে বহন করিতে ইচ্ছাকরেন না।

মহম্মদ হানিফ শুধু আক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হন্ নাই। গাজি রহমানও কেবল বিলাপ বাক্য শুনাইয়া নিশ্চিন্ত হন্ নাই। তাঁহার মস্তিষ্কসিন্ধু আজ বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছে। সহসা এজিদ শিবির আক্রমণ করিবেন না, অথচ ওমর আলিকে উদ্ধার করিবার আশা অন্তরের এককোণে বিশেষ গোপনভাবে রহিয়াছে। বিনা বেতনের চাকরে গৃহ কার্য্যেরই সুবিধা নাই, তাহাতে আবার যুদ্ধ কাণ্ডে! অবৈতনিক সৈন্য কি ভয়ানক কথা? কি সাংঘাতিক ভ্রম! এ ভ্রম কাহার?

এজিদ বস্ত্র মণ্ডপে দরবার আহ্বান করিয়া, স্বর্ণময় আসনে মহাগর্ব্বিত ভাবে বসিয়াছেন। রাজ মুকুট শিরে শোভা পাইতেছে। মন্ত্রি-প্রবর মরিয়ান দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সৈন্য শ্রেণী দরবারসীমা ঘিরিয়া, গায় গায় মিশিয়া, অসি হস্তে খাড়া হইয়াছে। পঞ্চবিংশতি রথী; নিস্কো-ষিত কৃপাণ হস্তে ঘিরিয়া বন্ধন-দশায় ওমরআলীকে দরবারে উপস্থিত করিল।

মরিয়ান ওমর আলিকে বলিলেন। "ওমরআলি? তুমি যে বন্দী সে কথা তোমার জ্ঞান আছে?

ওমরআলি বলিলেন "এইক্ষণে তোমাদের হস্তে বন্দী—সে কথা আমার বেশ জ্ঞান আছে।"

"বন্দীর এত অহঙ্কার কেন? নত-শিরে, যোড়-করে, রাজ-সমীপে দণ্ডায়মান হওয়া কি তোমার এ সময় উচিত নহে? রাজাকে অভিবাদন করা কি তোমার এ অবস্থায় কর্ত্তব্য নহে? মুহূর্ত্ত পরে তোমার কি দশা ঘটিবে তাহা কি তুমি মনে কর না।

'আমি সকলই মনে করিতেছি। তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর, অনর্থক বাক্ বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। আমি কোনরূপ অনুগ্রহের প্রত্যাশা করি না যে নতশিরে, ন্যূনতা স্বীকারে দরবারে খাড়া হইব।"

"সাবধান! সতর্কে জিহ্বা চালনা করিও। নম্রভাবে কথা কহ। কি তোমাদের কাহারও অভ্যাস নাই? এ রাজ দরবার, সমর—প্রাঙ্গণ নহে।

"আমি প্রথমেই তোমাকে বলিয়াছি বাক্-বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই আমাকে জ্বালাতন করিও না আমি তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না।"

এজিদ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমার সহিত কথা বল"

ওমরআলি বলিলেন।

"তুমিই এমন পবিত্র শরীরা ভবধামে কে অধিষ্ঠান হইয়াছ যে, নিজের গৌরব নিজেই প্রকাশ করিতেছ। তোমার সহিত কথা বলিলে কি আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে?"

"গৌরব বৃদ্ধি হউক, বা নাই হউক অতি অল্প সময়ও যদি জগতের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি আমার বশ্যতা স্বীকার কর,প্রভু বলিয়া মান্য কর, আমি তোমাকে প্রাণ দণ্ড হইতে মুক্ত করিতেছি।"

কি ঘৃণা! কি লজ্জা! এজিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা! এজিদের আশ্রয় গ্রহণ। মাবিয়ার পুত্রের বশ্যতা স্বীকার! ছি ছি তুমি আমার প্রভু হইতে ইচ্ছা কর? তোমার বংশাবলির কথা তোমার পিতার কথা মনে কর? ছি! ছি! বড় ঘৃণার কথা। এজিদ! এত আশা তোমার—তুমি আবার মহারাজ?"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন, "তোমার গর্দ্দান মারিতে পারি। তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুকুরের উদরস্থ করিতে পারি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা জানাও যে "মহারাজ! মহা কষ্টে যেন আমাকে বধ করা না হয়।"

ওমর আলি ক্রোধে বলিলেন, "ধিক্ তোমার কথায়! আর শত ধিক্ আমার জীবনে! সহজে প্রাণ বধ করা হয় ইহাই আবার প্রার্থনা! তোমার যাহা করিবার ক্ষমতা থাকে কর, আমি প্রস্তুত আছি।"

"মরণের পূর্ব্বে,যে লোকে বিকারগ্রস্থ হয় এ কথা সত্য, তোমার কপাল নিতান্ত মন্দ আমি কি করিব।"

"তুমি আর কি করিবে? যাহা করিবে তাহার দ্বিগুণ ফল ভোগ করিবে।"

এজিদ সক্রোধে বলিলেন "মরিয়ান ! ইহার কথা আমার সহ্য হয় না, প্রকাশ্য স্থানে যাহাতে সর্ব্বসাধারণে দেখিতে পারে, বিপক্ষগণ দেখিতে পারে, এমন স্থানে শূলিতে চড়াইয়া এখনই ইহার প্রাণ বধ কর। কার্য্য শেষে আমাকে সংবাদ দেও।"

ওমর আলি বলিলেন, "কার্য্য শেষ করিলে তোমাকে আর সংবাদ শুনিতে হইবে না ! তোমারই সংবাদ অনেকে শুনিবে।"

মহারোষে এজিদ বলিলেন "আর সহ্য হয় না মরিয়ান ! শীঘ্র ইহাকে শূলিতে চড়াও।" মরিয়ান নতশিরে সম্ভাষণ করিয়া বন্দীসহ দরবার হইতে বহির্গত হইলেন।

"শিবির বাহিরে লোকে লোকারণ্য। নির্দ্দিষ্ট বধ্যভূমিতে বন্দীসহ গমন করা বড়ই কঠিন। মরিয়ান শিবির দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। দর্শকগণের মনে কোন প্রকার কষ্ট না হয়; রাজাজ্ঞাও প্রতিপালিত হয়। আবার শত্রুপক্ষ অতি নিকট। তাহারই বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহারই বা বিচিত্র কি ? প্রকাশ্য স্থানে শূলিতে চড়াইয়া প্রাণ বধ করিতে হইবে, একথাও তাহারা শুনিয়াছে, শূল দণ্ড যে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট ভাবেই দেখিতেছে। ইহাতে যে তাহারা একবারে নিশ্চিন্ত থাকিবে, নির্ব্বাকে দণ্ডায়মান হইয়া ওমর আলীর বধক্রিয়া সচক্ষে দেখিবে, এত কখনই বিশ্বাস হয় না ? হয় ত কোন নূতন কাণ্ড গঠিয়া তুলিবে।"

মরিয়ান বিশেষ চিন্তা করিয়া আদেশ করিলেন যে "বধ্যভূমি পর্য্যন্ত যাইবার সুপ্রশস্ত পথ মধ্যে রাখিয়া উভয় পার্শ্বে সৈন্য শ্রেণী দণ্ডায়মান করা হইবে, প্রহরী এবং প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত সামান্য সৈন্য কি কোন প্রাণী আমার বিনানুমতিতে এ পথে বধ্যভূমিতে যাইতে পারিবে না।

আদেশমাত্র নিষ্কোষিত অসি হস্তে সৈন্যগণ গায় গায় মিশিয়া বধ্য ভূমি পর্য্যন্ত গমনোপযোগী প্রশস্ত স্থান রাখিয়া, দুই শ্রেণীতে উভয় শ্রেণী পরস্পর সম্মুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন শিবির দ্বার হইতে শূল দণ্ডের সমগ্র ভাগ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল। মরিয়ান পুনরায় আজ্ঞা করিলেন "শূল দণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকার কতক স্থান রাখিয়া শূল দণ্ড সহ ঐ চক্রাকার স্থান, সজ্জিত সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। এক শ্রেণীতে চক্রাকারে

ঐ স্থান বেষ্টন করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। সপ্তচক্র সৈন্য দ্বারা ঐ স্থান বেষ্টন করিতে হইবে। চতুর্দ্দিগে প্রহরী নিযুক্ত থাকিবে। বিপক্ষদল হইতে সামান্য একটী প্রাণীও আমদের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারে—সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আবার এদিকেও শিবির দ্বার চতুষ্টয়ে এবং সীমান্তস্থানে রক্ষিদিগের উপরে ও সজ্জিত সৈন্য দ্বারা বিশেষ-সতর্কে শিবির রক্ষা করিতে হইবে।"

মরিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষগণকে আহ্বান করিয়া আরও আজ্ঞা করিলেন। "যে সকল সৈন্য বিশেষ শিক্ষিত ও পুরাতন, তাহাদের দ্বারা শিবির এবং শিবির দ্বার চতুষ্টয় রক্ষা করিতে হইবে। উত্তর--পূর্ব্ব--দক্ষিণ সীমার, প্রত্যেক সীমায় সহস্র সহস্র সৈন্য, তীর বর্শা তরবারী হস্তে রক্ষিরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে। শিবিরের মধ্যে যেখানে যেখানে প্রহরি নিযুক্ত আছে সেই সেই স্থানে দ্বিগুণিত প্রহরি, ও সম্ভব মত সৈন্য নিয়োজিত করিয়া শিবির রক্ষা করিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ আপন আপন সৈন্যদলের কার্য্যপ্রতি বিশেষ সতর্কিত ভাবে দৃষ্টি রাখিবেন।

ওমর আলির বধ সাধন হইতে—কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত; সাধ্যাতীত সতর্কের সহিত থাকিতে হইবে। সৈন্যাধ্যক্ষগণ অশ্বারোহী হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিবে। ওমর আলির বধ সাধনে হর্ষ, বিপদ, বিষাদ; সকলেই রহিয়াছে। সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাবধান! আমার এই আজ্ঞার অনুমাত্রও যেন অন্যথা না হয়। আর যে সকল সৈন্য নূতন গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই শিবির রক্ষার কার্য্যে, কি সীমা রক্ষার কার্য্যে, কি প্রহরীর কার্য্যে, কোনরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। এমন কি;—আমার দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত তাহারা শিবির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।—প্রকাশ্য ভাবে তাহাদিগকে এ সকল কথা না বলিয়া বাহিরের অন্য কোন কার্য্যে কি শূল দণ্ড যে প্রণালীতে রক্ষা করার আদেশ করা হইয়াছে, তাহাতেই নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে সপ্তচক্রের সীমা চক্রে কি ষষ্ঠ, পঞ্চম চক্রে, তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে না। ১ম ২য় ৩য় চক্রই তাহাদের স্থান--শূল দণ্ডের নিকট হইতে উপরোক্ত চক্র ত্রয় ভিন্ন অন্য কোন চক্রে তাহারা—না যাইতে পারে—সে বিষয় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।"

মরিয়ান এই সকল আদেশ করিয়া, বন্দীসহ বধ্যভূমিতে যাইতে উদ্যত হইলেন। বন্দী ওমর, চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বধ্যভূমিতে যাইতে অসম্মত হইলেন।

মরিয়ান বলিলেন "ওমর আলি! তুমি জানিয়া শুনিয়া বিহ্বল হইতেছ? বন্দীভাবে রাজ আজ্ঞা অবহেলা?—তুমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বধ্যভূমিতে না গেলে, কি আমি তোমাকে শূলিতে চড়াইয়া মারিতে পারিব না? তুমি এখনও যদি মহারাজ এজিদের বশ্যতা স্বীকার কর, প্রভু বলিয়া মান্য কর, অপরাধ মার্জ্জনা হেতু যোড়করে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে এখনও তোমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আমি মহারাজের রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিব। বধ্যভূমিতে যাইবে না একি কথা? সাধ্য কি যে, তুমি না যাইয়া পার? তোমাকে নিশ্চয়ই ঐ শূলিদণ্ডের নিকটে যাইতে হইবে,—ঐ শূলে আরোহণ করিতে হইবে,—বিদ্ধ হইতে হইবে,—মরিতে হইবে।—মহারাজ এজিদের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।"

ওমর আলি বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও —শূলে দেও। কিন্তু আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক শূলদণ্ডের নিকটে যাইব না,—শূলিতে আরোহণ করা ত শেষের কথা—আমার প্রাণ বধ করাই ত তোমাদেয় ইচ্ছা; তরবারি আছে আঘাত কর,—তীর আছে চক্ষু পার কর,—বর্ষা আছে বিদ্ধ কর,—গদা আছে মস্তক চূর্ণ কর,—ফাঁসী আছে গলায় দিয়া শ্বাস বদ্ধ কর, যে প্রকারে ইচ্ছা হয় প্রাণ বাহির কর।—আমি শূলিতে চড়িব না।"

"আমি তোমাকে শূলিতে চড়াইব। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। তুমি তোমার প্রাণ বাহির করার আর দশটী উপায় বাহির করিলেও, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ঐ একমাত্র শূলিদণ্ডেই তোমার জীবন শেষ—কেন আমাকে বিরক্ত কর?"

"তোমার ক্ষমতা থাকে আমাকে লইয়া যাও।"

"কেন? শূলিতে চড়িয়া প্রাণ দিতে কি লজ্জা বোধ হয়? হায়রে লজ্জা! এমন অমূল্য জীবনই যদি গেল তবে লজ্জায় ফল কি?

—"আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না, তোমার কার্য্য তুমি কর, আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব না।"

"মুহূর্ত্ত পরে যাহার জীবনকাণ্ডের শেষ অভিনয় হইয়া জীবনের মত যবনিকা পতন হইবে, তাহার আবার এত আস্পর্দ্ধা ?"

"দেখ্ মরিয়ান! সাবধান হইয়া কথা বলিস্। আমার হস্ত কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে নূতবা তোর মুখের শাস্তি করিতে ওমর আলিকে বেশী দূর যাইতে হইত না।"

মরিয়ান, মহাক্রোধে ওমর আলিকে পশ্চাদ্দিক হইতে সজোরে ধাকা দিয়া বলিলেন, "চল্ তোকে পায় হাঁটাইয়া লইয়া শূলিতে চড়াইব।"

ওমর আলি নীরব। মরিয়ান অনেক চেষ্টা করিলেন, তিল পরিমাণ স্থানও ওমর আলিকে সরাইতে পারিলেন না। লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তোকে সকলে একত্রে একযোগে ধরিয়া শূন্যে শূন্যে লইয়া যাইব।"

ওমর আলি হাস্য করিয়া বলিলেন, "মরিয়ান, তুমিত পারিলে না? সকলে একত্র হইয়া আমাকে শূলিদণ্ডের নিকটে লইয়া যাইবে ইহাতে তোমার গৌরব কি? তুমি সুখী হও কোন মুখে?

"আমি সুখী হই বা না হই তোকে ত শূলীতে চড়াই।"

"এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিলে ত শূলী?"

মরিয়ান প্রহরিগণকে বলিলেন, "তোমরা অস্ত্রসস্ত্র রাখিয়া সকলে ইহাকে ধর, শূন্যে শূন্যে লইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

প্রহরিগণ প্রভু আজ্ঞা প্রতিপালন করিল বটে, কিন্তু ওমরআলী সেই পাযাণ, সেই পাষাণময়—অচল। তিনি যে পদ যেখানে রাখিয়া ছিলেন সে পদ সেইখানেই রহিয়া গেল, প্রহরিগণ লজ্জিত—মরিয়ান রোষে অধীর।

মরিয়ান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহা বিপদ! এখান হইতে বধ্য ভূমি পর্য্যন্ত লইতেই এত কষ্ট, শূলীতে চড়াণ ত সহজ কথা নহে।"

ওমর আলি বলিলেন, "মরিয়ান! চিন্তা কি? তুমি যদি আমাকে বধ্যভূমি পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি ইচ্ছা করিয়া শূলীতে চড়িব। তুমি চিন্তা করিও না। যতক্ষণ জগতে থাকি, হাসি তামসা করিয়া চলিয়া যাই।—মরণ কাহার না আছে? আজ আমার এই প্রকার মরণ হইতেছে, কাল—না হউক, কালে—তোমাকেও অন্য প্রকারে মরিতে হইবে।"

মরিয়ান মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখান হইতে ধরাধরী করিয়া লইয়া গেলেও ত শূলে চড়াণ মহা বিপদ দেখিতেছি। আবহুল্লা জেয়াদকে ডাকি, এই স্থির করিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিলেন, "আবহুল্লা জেয়াদকে ডাকিয়া আন ? আর তাহার অধীনে কএক জন বলবান সৈন্য গত কল্য সৈন্যদলে নাম লিখাইয়াছে তাহাদিগকেও এখানে আসিতে বল।"

ওমর আলি বলিলেন, "ওহে মন্ত্রি!—কোন আবহুল্লা জেয়াদ ? কুফা নগরের জেয়াদ ?—সেই নিমকহারাম জেয়াদ ? বিশ্বাসঘাতক জেয়াদ ? না অন্য কেহ ?"

"তাহাতে তোমার প্রয়োজন কি ?"

"প্রয়োজন কিছু নাই—তবে পাপাত্মার মুখখানি চক্ষে দেখিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে আছে। শীঘ্র আসিতে বল, মরণ কালে দেখিয়া যাই।"

"তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত—এ সময়েও তোমার হাসী তামসা—এ সময়েও আমাদিগকে ঘৃণা ?"

"কাহার অন্তিমকাল কোন সময় উপস্থিত হয়. তাহা তুমি বলিতে পার, না আমি বলিতে পারি ?"

"আমি ত আর তোমার মত মূর্খ নহি, যে, কারণ, কার্য্য, যুক্তি, অবহেলা করিয়া, কেবল ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া থাকিব। তুমি মনে করিয়াছ যে, আমরা তোমার প্রাণবধ করিতে পারিব না। আমাদের হস্তে মরিবে না। ওমর! অঙ্গারও যদি হরিদ্রার কান্তি পায়, মশকও যদি সমুদ্র শোষিয়া ফেলে, অচলও যদি সচল ভাব ধারণ করে, রবি দেবও যদি পশ্চিমে উদিত হয়, তথাচ তোমার জীবন কখনই রক্ষা হইতে পারে না। মরিয়ানের হস্ত হইতে বাঁচিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পার না। মুহূর্ত্ত পরেই তোমার চক্ষের পাতা ইহকালের জন্য বদ্ধ হইবে। শূলদণ্ড তোমার মস্তক ভেদ করিয়া বহির্গত হইবে। এখনও বাঁচিবার আশা—জেয়াদকে দেখিবার আশা ?"

"অত বক্তৃতা করিও না, অত দৃষ্টান্ত দিয়াও আমাকে বুঝাইও না। ঈশ্বরের মহিমার পার নাই। তিনি হজরত এব্রাহিমকে অগ্নি হইতে, ইছুফকে কূপ হইতে, নূহকে তুফান হইতে, রক্ষা করিয়াছিলেন। কত জনকে কত বিপদ, কত কষ্ট, কত দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—করিতেছেন, এবং করিবেন।

আর আমাকে এই সামান্য বন্ধন হইতে, এজিদের আদেশ হইতে, আর নিতান্ত আহম্মক মন্ত্রি মরিয়ানের হস্ত হইতে, উদ্ধার করা তাঁহার কতক্ষণের কার্য্য ?"

"তোমার ঈশ্বর, যুক্তি কারণের নিকট পরাস্ত। আমি যদি তোমার এই বন্ধন না খুলিয়া দেই তোমার ঈশ্বর অদৃশ্যভাবে খুলিয়া দিন দেখি ? কারণ ব্যতীত কোন কালে কোন কার্য্য হইয়াছে ? দৈব কথা দৈবশক্তি ছাড়িয়া দেও না হয় তোমার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ ; ওকথায় মরিয়ানের মন টলিবে না।"

"মন টলিবে না বটে ? প্রাণ টলিতে পারে।"

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মরিয়ান তোমার মত পাগল নহে।"

এদিকে বীর বর আবদুল্লা জেয়াদ কয়েক জন সজ্জিত সৈন্য সহ মরিয়ানের নিকট উপস্থিত হইয়া উপস্থিত ঘটনা দেখিলেন—শুনিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। ক্ষণকাল পরে জেয়াদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি ওমর আলিকে বধ্যভূমিতে লইতেছি। কি আশ্চর্য্য ওমর আলিকে মৃত্তিকা হইতে শূন্যে উত্তোলন করা যায় না। এ কি কথা ?—অস্ত্রের সাহায্য সকলেই সকল করিতে পারে ?"

জেয়াদ ওমর আলির নিকট যাইয়া তাহাকে মৃত্তিকা হইতে শূন্য করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। লজ্জা রাখিবার আর স্থান কোথা ? বিরক্ত ভাবে বলিলেন "বাহরাম, তুমি ত আপন বাহুবলের ক্ষমতা অনেক দেখাইয়াছ—উঠাও।"

মরিয়ান বলিলেন "বাহরামের বাহুবল দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি ঐ গুণেই আমি বাহরামকে সৈন্যদলে আদরে গ্রহণ করিয়াছি। এখন পদোন্নতি—পুরস্কার সকলই—যদি ওমর আলিকে——"

বাহরাম মারিয়ান এবং জেয়াদকে, অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "গোলাম এখনই হুকুম তামিল করিতেছে।"

ওমর আলি আড় নয়নে বাহরামকে দেখিয়া বলিলেন, "জেয়াদ কত জনকে ঠকাইতে চাও ? স্বপ্ন বিবরণে প্রভু হোসেনকে ঠকাইয়াছ, মদিনার বিখ্যাত বীর মসলেমকে ঠকাইয়াছ,—আজ আবার কাহাকে ঠকাইবে। ?

জেয়াদ বলিলেন, "তোমার অস্ত্রের ধার বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কথায় ধার টুক এখনও আছে? এখনই সে ধাব বন্ধ হইবে।—উপযুক্ত লোক আনিয়াছি।"

"উপযুক্ত লোক হইলে অবশ্যই পরাস্ত স্বীকার করিব। সে যাহা বলিবে বিনা বাক্য ব্যয়ে শুনিব, কিন্তু মরা বাঁচা ইশ্বরের হাত।"

"অরে মূর্খ! এখনও মরা বাঁচা ঈশ্বরের হাত; তোমার ঈশ্বর এখনও তোমাকে বাঁচাইবেন,—ভরসা আছে? ইচ্ছা করিলে মহারাজ এজিদ বাচাইলে বাঁচাইতে পারেন?"

"রে বর্ব্বর জেয়াদ। তুই ঈশ্বরের মহিমা কি বুঝিবি—পামর?

"তোমার হিতোপদেশ আর শুনিতে ইচ্ছা করিনা। এখন গাত্রোত্থানকরুন যমদূত শিয়রে দণ্ডায় মান।"

ওমর আলি জেয়াদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান সেই অটল,—অচল।

জেয়াদ বাহারামকে পুনরায় বলিলেন, "আর দেখ কি? উহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া চল।"

বাহরাম সিংহ বিক্রমে ওমর আলীকে ধরিল এবং জয় মহারাজ এজিদ, শব্দ করিয়া একে বারে শূন্যে উঠাইয়া বলিতে লাগিল,—'হুকুম হয়ত এই স্থানেই ইহার বধ ক্রিয়া সমাধা করিয়াদেই। এক আছাড়েই অস্থি চূর্ণ করিয়া মজ্জা বাহির করি।"

বাহরামের বাহুবল দেখিয়া মরিয়ান, জেয়াদ, শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন,"মরিয়ান উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাহরাম! ওমর আলীকে মারিয়া ফেলিও না।—রাজাজ্ঞা তাহা নহে, শূলীতে চড়াইয়া মারিতে হইবে—শিবিরের মধ্যে বধের ইচ্ছা থাকিলে অনেক উপায় ছিল। শূলীদণ্ড পর্য্যন্ত শূন্য ভাবে লইয়া যাইতে হইবে।"

যে হুকুম বলিয়া বাহরাম এজিদের জয় ঘোষণা করিতে করিতে, ওমর আলীকে তৃণবৎ লইয়া চলিল, মরিয়ান জেয়াদ হাসিতে হাসিতে, আর আর সঙ্গি সহ চলিলেন। দৃশ্য ভয়ানক! সকলের চক্ষেই ভীম দর্শন। শূল দণ্ডের চতুঃপার্শ্বে চক্রাকারে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান। দর্শক গণের চক্ষু, শূলের

অগ্রভাগে। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলেই নীরব। প্রান্তরময় নীরব।

বাহরম,"ওমর অলিকে শূল দণ্ডের নিকট লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। জেয়াদ, মরিয়ান পুনঃ পুনঃ বাহরমকে প্রশংসা বাদ করিতে লাগিলেন, অবশেষে বলিলেন, "বীরবর বাহারম! তুমি ওমর আলিকে শূলীদণ্ডে চড়াইয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর।"

জেয়াদ মরিয়ানকে বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ শেষ না হয় সে, পর্য্যন্ত ওমর আলি শূল দণ্ডেই বিদ্ধ থাক্।

মরিয়ান বলিলেন, "এ কথাটা বড় গুরুতর! মহারাজের অভিপ্রায়ের আবশ্যক। শত্রুর মনে কষ্ট দিতে, তোমার এ যুক্তি সর্ব্ব প্রধান বটে—কিন্তু রাজাজ্ঞা তাহা নহে। আমার মতে মৃত দেহে শত্রুতা নাই, কিন্তু হানিফার, বিশেষ মন—কষ্টের যে কারণ হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। শত্রুকে জব্দ করাইত কথা—তোমার মত প্রকাশ করিয়া মহারাজ নিকট হইতে ইহার মীমাংসা করিয়া আসিতেছি। তুমি এদিগের কার্য্য শেষ কর, আমার প্রতি যে ভার অর্পিত হইয়াছিল আমি সে ভার তোমাকে অর্পণ করিলাম। তুমি ওমর আলিকে মহারাজের আজ্ঞামত বধ কর। আমি মহারাজ নিকট হইতে ঐ কথার মিমাংসা করিয়া এখনি আসিতেছি।"

জেয়াদ, বাহরামকে বলিলেন, বাহরাম। বন্দীকে জিজ্ঞাসা কর, এখন তার আর কথা কি? এখনও মহারজ এজিদ দয়া করিতে পারেন।"

বাহরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওমর আলি! তোমার অন্তিম কাল উপস্থিত। কোন কথা বলিবার থাকেত বল,—আর বিলম্ব নাই। ওমর আলি বলিলেন "এতক্ষণ অনেক বলিয়াছি আর কোন কথা নাই, তবে যাইবার সময় এক বার ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া যাই। আমার হস্ত পদ যে প্রকার কঠিন বন্ধনে বাঁধা আছে, ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে উপাসনায় ব্যাঘাত হইতেছে। যদি তোমাদের সাহস হয়, তবে আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া। দেও। আমি অন্তিম সময়ে একবার পরম কারুণিক পরমেশ্বরের যথার্থ নাম উচ্চারণ করিয়া আমার জাতীয় উপাসনায় অন্তরকে পরিতৃপ্ত করি।"

জেয়াদ বলিনে, "ওমর ! তুমি সচ্ছন্দে তোমার ইষ্ট-দেবতার নাম কর। তোমার ঈশ্বরকে যথাবিধি পুজাকর। আমি তোমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিতেছি মৃত্যু কালে ঈশ্বরের নাম করিতে আমি কখনই বাধা দিবনা। ঈশ্বর তোমাকে যে এখনও রক্ষা করিতে পারেন, এ ভ্রম পূর্ণ সংস্কারেরও পরীক্ষা কর। আমি তোমাকে তোমার ইষ্ট দেবতার শপথ দিয়া বলিতেছি, তোমার উদ্ধারের জন্য কায়মনে তোমার নিরাকার—নির্ব্বিকার দয়াল প্রভুর নিকট আরাধনা কর। "এই বলিয়া জেয়াদ স্বহস্তে ওমর আলির বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। ওময় আলি মৃত্তিকাদ্বারা * "অজু" ক্রিয়া সমাপন করিয়া, যথারীতি ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। উপাসনার পর দুই হস্ত তুলিয়া মহাপ্র-ভূর গুণানুবাদ করিতে করিতে, শূল দণ্ডের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং বীরত্বের সহিত ঈশ্বয়ের নাম উচ্চারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাহরাম, ওমরআলির সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, জেয়াদ ! বিশ্বাস ঘাতকের ফল গ্রহণ কর ! মোসলেমের প্রতিশোধ গ্রহণ কর ! ওমর আলিকে উদ্ধার করিতে আসিয়া তোমাকে সুযোগ মতে পাইয়াছি ছাড়িব না। (সজোরে আঘাত) জেয়াদ শির দেহ বিচ্ছিন্ন হইলে, শির সংযুক্ত কেশ গুচ্ছ ধরিয়া,—শির হস্তে বাহরাম বলিতে লাগিলেন, রে বিধর্ম্মী এজিদ ! দেখ্ কি কৌশালে বাহরাম ওমর আলিকে লইয়া চলিল। কেবল ওমর আলিকে উদ্ধার জন্যই বাহরাম, ছদ্মবেশে তোমার প্রিয় সেনাপতি জেয়াদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আমি মহম্মদ হানিফার দাস। যুদ্ধ সময়ে আগন্তুক সৈন্যগ্রহণ করার এই প্রতিফল। সৈন্য বৃদ্ধির লালসায় ভবিষ্যত চিন্তা ভূলিয়া যাওয়ার ফল দেখ্—এই দেখ্ আজ কি ঘটিল। আগন্তুক সেনায় বিশ্বাস নাই বলিয়া, তোমার মন্ত্রিপ্রবর, শূল দণ্ডের ১ম ২য় ৩য় চক্রে নূতন সেনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহারা বাহির চক্রে থাকিলে কি জানি কি বিপদ ঘটায় তাঁহার এই দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর আমাদেরই মঙ্গল করিয়াছেন। এখন দেখ বাহরাম জেয়াদের শির লইয়া বীরত্ব প্রকাশে, ওমর আলিকে সঙ্গে লইয়া চলিল।,,

* জলাভাবে মৃত্তিকা দ্বারা শীরর পরিত্র করার বিধি আছে তাহার নাম তাএম্মাম।

ওমরআলি জেয়াদের কটী-বন্দ হইতে তরবারী সজোরে টানিয়া লইয়া, বলিতে লাগিলেন, মহম্মদীয় ভ্রাতাগণ! আরকেন? প্রভুর নাম ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করিতে করিতে শিবিরে চল। ওমর আলি সহজেই উদ্ধার হইল। আর আত্ম গোপনে প্রয়োজন কি? ১ম ২য় ৩য় চক্রের সেনাগণ সমস্বরে"আল্লাহু আকবর"জয় মহম্মদ হানিফ! জয় মাহাম্মদ হানিফ! বলিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। দেখিতে দেখিতে ৪র্থ এবং ৫ম চক্র ভেদ করিয়া ষষ্ট চক্রে পড়িল। ঘোর সংগ্রাম—অবিশ্রান্ত অসি চলিতে লাগিল। এজিদের বিশ্বাসী সৈন্যগণ, যাহারা ষষ্ট এবং সপ্তম চক্রেছিল হঠাৎ স্বপক্ষিয় সৈন্যগণের বিদ্রোহিতা দেখিয়া মহাভীত হইল। বাহিরের শত্রু, ওমর আলিকে না লইতে পারে, ইহাই তাহাদের মনের ধারণা! তাহাতেই মন সংযোগ—সতর্ক। হঠাৎ বিপরীত ভাব দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কোথা হইতে কি ঘটিল? কি কারণে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইল? কিছুই সন্ধান করিতে পারিল না। জেয়াদের খণ্ডিত শির অপরিচিত সৈন্য হস্তে দেখিয়া, মহারাজ এজিদ বাঁচিয়াছেন কিনা? ইহাই সমধিক শঙ্কার কারণ হইল।—চক্র টিকিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে চক্রভগ্ন করিয়া ওমর আলি, এবং বাহরাম সঙ্গিগণ সহ শত্রু চক্র ভেদ করিয়া বাহিরে আসিলেন, যাহারা সম্মুখে পড়িল তাহারাই রক্ত মাখা হইয়া মৃত্তিকাশায়ী হইল।

আশা ছিল কি?—ঘটিল কি? কোথায় ওমরআলির শূলীবিদ্ধ শরীর, সকলের চক্ষে পড়িবে,—না, জেয়াদের খণ্ডিত দেহ দেখিতে হইল। মরিয়ানের দুঃখের সীমা নাই। ওদিকে হানিফা—শিবিরে শত সহস্র বিজয় নিশান উড়িতেছে,—সন্তোষ সূচক বাজনায় দামস্ক প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এজিদ এ সংবাদে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বধ্য ভুমিতে আগমন করিলেন, এবং বলিতে লাগলেন। "হায়২! কারবধ কে করিল? যাহা হউক হানিফার উচ্চ চিন্তার বলে ওমর আলি কৌশল করিয়া প্রাণ বাচাইল। আমাদেরও শিক্ষা হইল। সমরক্ষেত্রে আগন্তক সৈন্যকে বিশ্বাস করিয়া সৈন্য শ্রেণীতে গ্রহণ করার প্রতিফল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ—স্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াদিল। আমাদের অজ্ঞতা, অদুরদর্শীতার কার্য্য ফল, হাতে হাতে প্রাপ্ত হইতে হইল। আমার ইহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু জেয়াদের শির—শূন্য দেহ দেখিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

জেয়াদের শির আজ হানিফার শিবিরে যাইবে একথা কাহার মনে ছিল ? কে ভাবিয়াছিল ?—চিন্তা কি ? এখনই প্রতিশোধ, এখনই ইহার প্রতিশোধ লইব। এ শূলী দণ্ড যে ভাবে আছে সেই ভাবেই রাখিব। ভবিষ্যত বিপদগণনা করিয়া আর বিরত হইবনা। আর কাহারও কথা শুনিবনা। যাও এখনই দামাস্ক যাও ! জয়নাল অবিদিনকে বান্ধিয়া আন। ঐ শূলী দণ্ডে তাহাকে চড়াইয়া প্রিয় বন্ধু জেযাদের শোক নিবারণ করিব। মনের দুঃখ দূর করিব। জয়নাল বধে শত শত বাধা দিলেও এজিদ আজ ক্ষান্ত হইবে না। শূলিতে চড়াইয়া শত্রুবধ করিতে পারি কি না হানিফাকে দেখাইতে এজিদ কখনই ভুলিবে না। বন্দীকে ধরিয়া আনিয়া শূলীতে চড়াইব ইহাতে আর শঙ্কা কি ? শঙ্কা থাকিলেও আজ এজিদ কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবে না। এখনই যাও ! মরিয়ান ! এখনই যাও ! জয়নালকে ধরিয়া আন—এজিদ এই রণভূমিতেই রহিল। ভেরীর বাজনার সহিত ডঙ্কার ধ্বনীর সহিত—নগরে, প্রান্তরে,সমর ক্ষেত্রে, হানিফার শিবিরের নিকটে, ঘোষণা করিয়া দেও যে, ওমর আলির জন্য যে শূলী দণ্ড স্থাপিত করা হইয়াছিল, সেই শূলীদণ্ডে জয়নাল কে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিশোধ লওয়া যাইবে"।

মরিয়ান আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। রাজাদেশ শীরোধার্য্যে,ঘোষণা প্রচারের আজ্ঞা করিয়া সপ্তবিংশতি অশ্বারোহি সৈন্য সহ অশ্বারোহণে তখনই নগরাভিমুখে ছুটিলেন।

ষড়্বিংশ প্রবাহ।

এক দুঃখের কথা শেষ না হইতে হইতেই আর একটী দুঃখের কথা শুনিতে হইল। জয়নাল আবিদিনকে, অদ্যই শূলীতে চড়াইয়া জেয়াদের প্রতিশোধ লইবে। এজিদের এই প্রতিজ্ঞা।

জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, একথা এজিদ পক্ষীয় একটী প্রাণীও অবগত নহে। মরিয়ান কারাগার বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরিকে অনুমতি করিলেন। "তোমরা কয়েকজন জয়নালকে ধরিয়া আন, সাবধান আর কাহাকে কেহ কিছু বলিও না।"

মন্ত্রিবরের আজ্ঞায় প্রহরিগণ কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "জয়নাল এগৃহে নাই।"

মরিয়ানের মস্তক ঘুরিয়া গেল, অশ্বপৃষ্ঠে থাকিতে পারিলেন না। উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বয়ং অনুসন্ধান করিতে চলিলেন, কারাগৃহের প্রত্যেক কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কোন সন্ধান পাইলেননা। হোসেন পরিজনের চিত্তবিকার এবং হাবভাব দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন,—জয়নাল বিষয়, ইহঁারাও অজ্ঞাত। বিলম্ব না করিয়া নগরমধ্যে অনুসন্ধান প্রবর্ত্ত হইলেন।

ওদিকে মহম্মদ হানিফ এক বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া দ্বিতীয় বিপদ সম্মুখে করিয়া বসিলেন। বলিতে লাগিলেন—"যাহার জন্য মহাসংগ্রাম, যাহার উদ্ধার জন্য মদিনা হইতে দামস্ক পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে শোণিত প্রবাহ, শত শত বীরের আত্ম বিসর্জ্জন, মদিনার সিংহাসন শূন্য, সেই জয়নালের প্রাণবধ। ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? ওমর আলিকে ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, সেই ক্রোধে এজিদ জয়নালকে শূলিতে চড়াইয়া সংহার করিবে? হায়! হয়! যাহার উদ্ধার জন্য, এতদূর আসিলাম,—যাহার উদ্ধার জন্য এত আত্মীয় বন্ধু হারাইলাম;—হায়! হায়! আজ স্বচক্ষে তাহার বধক্রিয়া দেখিতে হইল। কোন পথে কোন কৌশলে আনিয়া শূলীতে চড়াইবে, তাহার সন্ধান কি প্রকারে করি,—উদ্ধারের উপায়ই বা করি কি প্রকারে? সন্ধান করিয়া কোন ফল

দেখি না। সামান্য সুযোগ পাইলে যে নিজের উদ্ধার নিজে করিতে পারিবে, সে ক্ষমতা কি তাহাতার মস্তকে আছে ?

হায় ! হায় ! আমার সকল আশাই মিটিয়া গেল। কেন দামস্কে আসিলাম ? কেন এত প্রাণী বধ করিলাম ? কেন ওমর আলিকে কৌশলে উদ্ধার করিলাম ? ওমর আলির প্রাণ দিয়াও যদি, জয়নালকে রক্ষা করিতে পারিতাম তাহা হইলেও উদ্দেশ্য ঠিক থাকিত ; বোধহয় এমাম বংশও রক্ষা হইত। দয়াময় ! জয়নালকে রক্ষা করিও। আমার বুদ্ধির আজ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ভেরীর বাজনার সহিত ঘোষণার কথা শুনিয়া আমার মস্তকের মজ্জা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ভ্রাতঃ–ওমর আলি ! ভ্রাতাঃ--আক্কেল আলি (বাহরাম) প্রিয় বন্ধু মসহাব—চির হিতৈষী গাজী রহমান কোথা ? তোমরা জয়নালের প্রাণ রক্ষার উপায় কর, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি।"

গাজী রহমান বলিলেন, বাদসা নামদার ! আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ধৈর্য্যধারণ করুণ, পরম কারুনিক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে অবশ্যই শান্তি বোধ হইবে। মনে করিলাম আজই যুদ্ধের শেষ, জীবনেরও শেষ। যে কল্পনা করিয়া আজ পর্য্যন্ত এজিদের শিবির আক্রমণ করিনাই, সে কল্পনার ইতি এখনই হইয়া গেল। কোন উপায়ে অগ্রে জয়নালকে হস্তগত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। কারণ এজিদ রীতিনীতির বাধ্য নহে। স্বেচ্ছাচার কলঙ্ক রেখায় তাহার আপাদ মস্তক জড়িত। এই দেখুন জেয়াদ মারা পড়িল, জয়নালের প্রাণ বধের আজ্ঞা প্রচার হইল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছিলাম, যেদিন জয়নাল হস্তগত হইবে, সেইদিনই এই যুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিয়া এজিদ বধকাণ্ডে যবনিকা পতন করিব। বাদসা নামদার ! যদি তাহাই নাহইল তবে আর বিলম্ব কি ? ভ্রাতাগণ ! চিন্তা কি ?—সাজ সমরে, বন্ধুগণ ! সাজ সমরে, বাজাও ডঙ্কা,—উড়াও নিশান,—ধর তরবার,—ভাঙ্গ শিবির—মার এজিদ; চল নগরে—দেও আগুণ, পুড়ুক দামস্ক। আর ফিরিব না—জগতের মুখ আর দেখিব না। জয়নালকে হারাইয়া শুধু প্রাণ লইয়া স্বদেশে যাইব না, এই প্রতিজ্ঞা ! এই প্রতিজ্ঞা ! আজ রহমানের এই স্থির প্রতিজ্ঞা।"

মহম্মদ হানিফ গাজি রহমানের বাক্যে সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। আর আর মহাবথীগণও ঐ উৎসাহবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহান্বিত হইয়া,—সাজ সমরে, সাজ সমরে, মুখে বলিতে বলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রস্তুত হইলেন। ঘোর রোলে বাজনা বাজিয়া উঠিল। মহম্মদ হানিফ অসি, চর্ম্ম, তীর, খাঞ্জার, কাটার প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া, দুলদুল আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইল।

সংবাদ-বাহিগণ এজিদ সমীপে করযোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাজ! মহম্মদ হানিফ বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহাতেজে শিবিরাভিমুখে আসিতেছেন, এইক্ষণ উপায় ?—মন্ত্রিবর মরিয়ান শিবিরে নাই।—সৈন্যগণও নিরুৎসাহ।—যুদ্ধসাজের কোন আয়োজন নাই। কুফাধিপতির দুর্দ্দশায় সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত, উৎসাহ উদ্যম কাহার নাই। নিরাশ এবং হতাশের সহিত বিষাদ মলিন-রেখা সৈন্যগণের বদনে দেখা দিয়াছে।"

এজিদ মহা ব্যস্তে শিবির বহির্ভাগে গিয়া দেখিলেন যে, প্রান্তরের প্রস্তররাশী চূর্ণ করিয়া, বালুকা কণা শূন্যে উড়াইয়া অসংখ্য সৈন্য,—শিবির আক্রমণে আসিতেছে।

এদিকে মন্ত্রিবর মরিয়ান ম্লানমুখী হইয়া উপস্থিত। বলিলেন,

"জয়নাল বন্দীগৃহে নাই, নগরে নাই, বিশেষ সন্ধানে জানিলাম জয়নালের কোন সন্ধান নাই। মহা বিপদ! চতুর্দ্দিকেই বিপদ, সম্মুখেও ঘোর বিপদ! মহারাজ! সেই ঘোষণা প্রকাশেই এই আগুণ জ্বলিয়াছে। মহম্মদ হানিফ হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিবার কারণ আর কিছুই নহে। ঐ ঘোষণা—জয়নালের প্রাণদণ্ডের ঘোষণা!!!

এজিদ মহা ভীত হইয়া বলিলেন, "এক্ষণে উপায় ? সৈন্যগণের মনের গতি আজ ভাল নহে। আজ হানিফাকে কোন কৌশলে ক্ষান্ত করিতে পারিলে—কাল দেখিব। সৈন্যগণের হাব ভাব দেখিয়া আজ আমি এক প্রকার হতাশ হইয়াছি।"

মরিয়ান বলিলেন, "এইক্ষণে সেসকল কথা বলিবার সময় নহে, শত্রুগণ প্রায় আগত। জয়নাল অবিদিন নগরে নাই, বন্দীগৃহে নাই, একথা প্রকাশ হইলেও যে কথা—তাহাকে শূলীতে চড়াইয়া প্রাণ বধ করিলেও সেই কথা।

এখন এই উপস্থিত আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় করাই আবশ্যক। বিপক্ষ দলের যেরূপ উগ্র মূর্ত্তি, রূদ্রভাব, দেখিতেছি, ইহাতে কি যে ঘটিবে বুঝিতেছি না। চেষ্টায় ক্রটীকরিব না।"

মরিয়ান তখনই সন্ধি সূচক শুভ্র নিশান উড়াইয়া দিলেন, এবং জনৈক বিশ্বাসী দূতকে কয়েটী কথা বলিয়া সেই রূদ্রমূর্ত্তী বীরগণের সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

মহম্মদ হানিফা এবং তাঁহার অপর অপর আত্মীয়গণ দূতের প্রতি এক যোগে অসি উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাখ্ তোর সন্ধি! রাখ্ তোর সাদা নিশান।"

গাজিরহমান ত্রস্তে অশ্ব উঠাইয়া মহম্মদ হানিফার সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "বাদসা নামদার! ক্ষান্ত হউন। পরাজিত শত্রু মহাবীরের বধ্য নহে;—বিশেষ দূত। রোষ পরবশ হইয়া রাজবিধি রাজপদে দলিত করিবেন না।—অস্ত্র কোষে আবদ্ধ করুন্। দূতবরের প্রার্থনা শুনিতেই হইবে, গ্রাহ্য করা না করা বাদসা নামদারের ইচ্ছা। হানীফা লজ্জিত হইয়া হস্ত সঙ্কোচিত করিলেন, তরবারী পিধানে রাখিয়া বলিলেন, রহমান তুমি যথার্থই আমার বুদ্ধিবল। দুর্দ্দমনিয় ক্রোধেই লোকের মুর্খতা প্রকাশ করে,—নিন্দার ভাগী করে। তুমিই দূতবরের সহিত কথা বল।"

এজিদ দূত, বিশেষ সমাদরে মহম্মদ হানিফাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "জয়নাল আবিদিনকে শূলিতে চড়াইয়া বধ করিবার ঘোষণা রহিতকরা গেল, শূলদণ্ড এখনই উঠাইয়া খণ্ড খণ্ড করিব। আমাদের সৈন্যগণ মহা ক্লান্ত বিনা যুদ্ধেই আজ পরাস্ত স্বীকার করিলাম। যদি ইহাতেই চিরজয় মনে করেন, তবে মহারাজ এজিদ তাঁহার হস্তস্থিত তরবারী যাহা ভূমিতে রাখিয়া দিয়াছেন, আর তাহা হস্তে করিবেন না। গলায় কুঠার বান্ধিয়া আগামী কল্য আপনার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিবেন।"

গাজি রহমান বলিলেন, যদি জয়নাল আবিদিন প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়, এবং তাহার প্রাণের প্রতিভূ মহারাজ এজিদ হয়েন, তবে আমরা আজিকার মতকেন?—যত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিতে ইচ্ছা করেন সম্মত আছি। বিনা যুদ্ধে, কি দৈববিপাকে, কি অপ্রস্তুত জনিত যুদ্ধে অপারগ হেতু,

পরাস্ত স্বীকার করিলে আমরা তাহাকে যুদ্ধে জয় মনে করি না। যে সময় তোমাদের তরবারীর তেজ ক্ষয় হইবে, সমর প্রাঙ্গণ হইতে প্রাণভয়ে পলাইতে থাকিবে, শৃগাল কুকুরের ন্যায় তোমাদিগকে পশ্চাৎ তাড়াইয়া মারিতে থাকিব, কোথায় নিশান—কোথায় ব্যূহ—কোথায় শিবির, কোথায় কে, কে সপক্ষ, কে বিপক্ষ জ্ঞান থাকিবে না, রক্তস্রোতে খণ্ডিত দেহ ভাসিয়া যাইবে, বীরদর্পে বিজয় নিশান উড়াইয়া, দামস্ক রাজপাটে জয়নাল অবিদিনকে বসাইয়া, রক্ত মাখা শরীরে রঞ্জিত তরবারী সকল, মহারাজ জয়নাল সম্মুখে রাখিয়া, মহা রাজাধিরাজ সম্ভাষণে নতশিরে দণ্ডায়মান হইব,—তোমাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তবে সেও আমাদের সহিত ঐ অভিষেক ক্রিয়ায় যোগদান করিবে—নগরময় যখন অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণ তারা চিহ্নিত পতাকা সকল উড়িতে থাকিবে; সেই দিন যথার্থ জয়ী হইলাম মনে করিব। এপ্রকার জয়ের আশা আমাদের অন্তরে নাই। যাও দূতবর যাও! তোমার রাজাকে গিয়া বল,—আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলাম। যে দিন তোমাদের সমর নিশান শিবির-শিরে উড়িতে দেখিব, ভেরীর বাজনা স্বকর্ণে শুনিব, সেই দিন আমাদের তরবারীর চাক্‌চক্য, তীরের গতি, বর্ষার চাল, অশ্বের দপট, নিশানের ক্রীড়া, সকলেই দেখিবে।—আজ ক্ষান্ত দিলাম। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি জয়নালের প্রাণ তোমাদের রাজার প্রতিভূতে রহিল। যাও—দূতবর শিবিরে যাও, আমরাও, শিবিরে চলিলাম।

সপ্তবিংশ প্রবাহ।

রজনী দ্বিপ্রহর। তিথির পরিভোগে বিধুর অনুদয়,—কিন্তু আকাশ নক্ষত্র মালায় পরিশোভিত। মহা কোলাহল পূর্ণ রণ প্রাঙ্গণ এইক্ষণে সম্পূর্ণ ভাবে নিস্তব্ধ। দামস্ক প্রান্তরে প্রাণীর অভাব নাই। প্রায় সকলেই নিদ্রার কোলে অচেতন। জাগে কে?—প্রহরীদল, সন্ধানী দল, আর উভয় পক্ষের মন্ত্রি দল। মন্ত্রিদল মধ্যেও কেহ, আলস্যের পরাভোগে চক্ষু মুদিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, কেহ দিবা ভাগের সেই অভাবনীয় ঘটনার কোন ২ অংশ ভাবিয়া উপবেশন স্থানেই গড়াইয়া পড়িয়াছেন, কেহ শয়ন শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া আধ জাগরণে; আধ স্বপনে, জেয়াদের শির শূন্য দেহ দেখিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। যথার্থ জাগরিতকে? একপক্ষে মারিয়ান, অন্য পক্ষে গাজী রহমান—

মারিয়ান আপন নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রাবাসের বহির্দ্বারে, সামান্য কাষ্টাসনোপরি উপবেশন করিয়া বলিতেছেন, "ভাবিলাম কি? ঘটিল কি? এখনই বা উপায় কি? রাজ্যরক্ষা—রাজ জীবন রক্ষা, নিজের প্রাণ রক্ষার উপায় কি? কি ভ্রম! কি ভয়ানক ভ্রম। আশাছিল শত্রুকে শূলে দিয়া জগতে নাম জাঁকাইব,—যুদ্ধে জয় লাভ করিব;—কিন্তু সে আশা বারিধি, রহমানের মস্তীষ্কের বলে, ছদ্মবেশী বাহরামের বাহুবলে, ওমর আলীর কৌশলে, একবারে পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এখন জীবনে আশঙ্কা, রাজজীবনে সন্দেহ, জয়নাল আবিদীন বন্দীগৃহ হইতে পালাইয়াই আরও সর্ব্বনাশ ঘটিল। দ্বারে দ্বারে প্রহরি, নগর প্রবেশ দ্বারে প্রহরি, বহির্দ্বারে প্রহরী, সকল প্রহরির চক্ষে ধুলি দিয়া আপন মুক্তি আপনিই করিল। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড। এখন আর কার জন্যে যুদ্ধ! আর কি কারণে হানিফার সহিত শত্রুতা? কেন প্রাণী ক্ষয়? জয়নালকে হানিফার হস্তে দিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। সন্ধির প্রস্তাব মুখে আনিতেও আমার আর ক্ষমতা নাই।—আর ভুলিবে না। সন্ধির নিসানে আর পড়িবেনা। শত সহস্র দূতের প্রস্তাবে ও আর কর্ণপাত করিবে না। পরাস্ত স্বীকারে তরবারী মৃত্তিকায় রাখিয়া দিলেও আর ছাড়ি-

বেনা। যদি জয়নালের মুক্তির কথা গোপনেই থাকে, তাহা হইলে যুদ্ধে আমাদের লাভ কি? "হানিফাকে পরাস্ত" জয়নালই যদি আমাদের হাত ছাড়া হইল তবে হানিফার পরাস্তে ফল কি? "ফল আছে।" মহারাজের প্রাণ, স্বদেশের স্বাধীনতা, সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ রক্ষা করা ভিন্ন আর কি আশা? কিন্তু ইহাতেও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। হোসেন পুত্র জয়নাল।—সিংহ শাবক সিংহ। আজই হউক, কালই হউক, কি দু দিন পরেই হউক, তাহার বল বিক্রম সে প্রকাশ করিবে,—নিশ্চয় করিবে। সে নব কেশরীর নবগর্জ্জনে দামস্ক নগর কাঁপিবেই কাঁপিবে। তার পিতৃ প্রতি শোধ, সে কালে লইবেই লইবে'।

মারিয়ানের চিন্তার ইতি নাই। দামাস্কর এদুর্দ্দশা কেন ঘটিল? এও এক প্রশ্ন আছে। এজিদের দোষ, কি তাঁহার দোষ—সে কথার ও মীমাংসা হইতেছে। সর্ব্বোপরি প্রাণের ভয়—মহাভয়, যদি আবদুল্লা জেয়াদকে ওমর আলীর বধ সাধন ভার অপর্ণ করিয়া রাজ সমীপে না যাইতেন, তাহা হইলে আজ এই নিশিথ সময় প্রান্তরে বসিয়া চিন্তার ভার বহন করিতে হইত না। সে কথাটা বিশেষ করিয়া আন্দোলন করিতেছেন।

মরিয়ান যেস্থানে বসিয়া ছিলেন, সেস্থান হইতে হানিফার শিবিরের প্রজ্বলিত দীপমালা তাঁহার চক্ষে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র মালার ন্যায় দৃষ্টি হইতেছিল। প্রদিপ্ত দিপ রাশির উজ্জ্বল আভা মন সংযোগে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে নূতন একটি কথার সঞ্চার হইল। কথাটা কিছু গুরুতর অথচ নীচ। কিন্তু মরিয়ান হৃদয়ে সে কথার সঞ্চার নূতন নহে। বিশেষ আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি,—মরিয়ান মনের কথা মুখে আনিলেন "গুপ্তভাবে হানিফার শিবিরে যাইয়া জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারা যায় কি? যদি জয়নাল হানিফার হস্তগত হইয়া থাকে তবে সকলি বৃথা। কোন উপায়ে, কি কোন কৌশলে, কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান জানিতে পারিলে এখনও রক্ষার অনেক উপায় করা যায়। মদিনায় মায়মুনার আবাসে, কত নিশীথ সময়ে ছদ্মবেশে যাইয়া, কত গুপ্ত সন্ধান করিয়াছি, কত অসাধ্য সাধনা, সহজে সাধন করিয়াছি; এ দামস্ক নগর, আপন দেশ, নিজের অধিকার, এখানে কি কিছুই করিতে পারিব না? তবে একটি কথা,—পাত্র ভেদে কিছু

লঘু গুরু আছে। আবার একেবারে নিঃসন্দেহের কথাও নহে। মহম্মদ হানিফ বুদ্ধিমান। প্রধান মন্ত্রী গাজী রহমান অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ, চিন্তাশীল, এবং চতুর তাঁহাদের নিকট মরিয়ান পরাস্ত। কিজানি কি কৌশল করিয়া শিবির রক্ষার কি উপায় করিয়া রাখিয়াছে, হঠাৎ বিপদ গ্রস্থ হইলেও হইতে পারি। প্রাণও না যাইতে পারে এমন নহে। এইত সন্দেহ। নতুবা দামস্ক প্রান্তরে এই নিশীথ সময়ে একা একা ভ্রমণ করিতে মরিয়ান, সন্দিহান নহেন,,

এই বলিয়া মারিয়ান আসন ছাড়িলেন। দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "একা যাইবনা অলিদকে সঙ্গে করিয়া, ছদ্মবেশে—পথিক সাজে—সামান্য পথিক সাজে বাহির হইব।"

মরিয়ান বেশ পরিবর্ত্তন জন্য বস্ত্রাবাস মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অলিদের চক্ষে ও আজ নিদ্রা নাই মহাবীরের হৃদয়, আজ মহাচিন্তায় অস্থির। "এ যুদ্ধের পরিণাম ফল কি দাড়াইবে?—সময়ের যে প্রকার গতি দেখিতেছি, শেষ ঘটনায় প্রকৃতি দেবী যে কোন দৃশ্য দেখাইয়া এ অভিনয়ের যবনিকা পতন করিবেন তাহা তিনিই জানেন।"

বীরবর, শিবিরের বাহিরে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন,আর ভাবিতেছেন, মাঝে মাঝে বিমান পরি শোভিত তারা দলের মিটি মিটি ভাব দেখিয়া মনে মনে আর একটি মহোদ ভাবের ভাবনা ভাবিতেছেন। কিন্তু সে ভাব ক্ষণকাল—সে জলন্ত দৃঢ় ভাব হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। মায়াময় সংসারের, স্বার্থ পূর্ণ ভাবই, প্রবল বেগে তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। নিশির শেষের সহিত কি আবার রণভেরী বাজিয়া উঠিবে? কার ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? আবার তারা দলে নয়ন পড়িল, সেই মধুমাখা মিটি মিটি হাসীভাব—এ তারা, ওতারা, কত তারা দেখিলেন, কিন্তু অরুন্ধতী নক্ষত্র তাঁহার নয়নে পড়িলনা। তারা দল হইতে নয়ন ফিরাইয়া আনিতেই হানিফার শিবিরে—প্রদীপ্ত দীপালোক প্রতি চক্ষু পড়িল। অলিদ সে দিকে মন সংযোগ নাকরিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি করিতেই তীরধনু হস্তে লইলেন। ছদ্মবেশী মরিয়ান কথা নাকহিলে অলিদ বাণে তখনই তাহার জীবন শেষ হইত।

অলিদ বলিলেন, "নিশিথ সময়ে আজ এবেশে কোথায়? ভাগ্যে কথা বলিয়াছিলেন,—

"তাহাতেও দুঃখ ছিলনা। যে গতিক দেখিতেছি তাহাতে দুই এক দিনের অগ্র পশ্চাত মাত্র।—ভাল তোমার চক্ষেও যে আজ নিদ্রা নাই?"

"আপনার চক্ষেই বা কি আছে?"

"অনেক চেষ্টা করিলাম—কিছুতেই নিদ্রা হইল না। মনে শান্তি নাই, আত্মার পরিতুষ্ট কিসে হইবে? নানা প্রকারের চিন্তায় মন মহা আকুল হইয়া পড়িয়াছে। দেখদেখি! কি ভ্রম! কি করিতে গিয়া কি ঘটিল। জেয়াদের মৃত্যু জেয়াদ নিজ বুদ্ধিতেই টানিয়া আনিয়াছিল। এমন আশ্চর্য্য ঘটনা, অভাবনীয় বুদ্ধি কৌশল, হাতে হাতে চাতুরি, কখনি দেখি নাই। আজ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে শুনিও নাই। ধন্য মহম্মদ হানিফ! ধন্য মন্ত্রি রহমান!"

গত বিষয়ে চিন্তা বৃথা। আলোচনাতেও শত আক্ষেপ ও মনের কষ্ট। ওকথা মনে করিবারই আর প্রয়োজন নাই। এখন রাত্র প্রভাতের পর,—উপায় কি? যুদ্ধ আর ক্ষান্ত থাকে না—সে যুদ্ধই বা কাহার জন্য? মূলধনত সরিয়া পড়িয়াছে।"

"সেও কম আশ্চর্য্য নহে।"

"সময় মন্দ হইলে এই প্রকারই হইয়া থাকে!"

"যাহা হইবার হইয়াছে, এখন চল একবার হানিফার শিবিরদিকে যাইয়া দেখিয়া আসি। কোন সুযোগে জয়নালের কোন সন্ধান লইতে পারি কি না? এখন মূল কথা জয়নাল অবিদিন। যুদ্ধ করিতে হইলেও, জয়নাল। পরাস্ত স্বীকার করিয়া প্রাণ রক্ষা, রাজ্য রক্ষা, করিতে হইলেও জয়নাল। সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইলেও সেই জয়নাল। জয়নালের সন্ধান না করিয়া আর কোন কথাই উঠিতে পারে না। জীবনে, মরণে, রাজ্যরক্ষণে সকল অবস্থাতেই জয়নালের প্রয়োজন।"

"তাহাত শুনিলাম। কিন্তু একটি কথা এই নিশিথ সময়ে জয়নালের সন্ধান করিতে কি বিপক্ষ শিবিরে সন্ধান জানিতে যাইব তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব কি না? সে বিষয় একটুকু ভাবা চাই, ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, পথিক, পরিব্রাজক, দীন দুঃখীর পরিচয় দিলেই যে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহা নহে। এ মদিনার মায়মুনা নহে। দগ্ধহৃদয়া জায়দা নহে। এ বড় কঠিন হৃদয়, বৃহৎ মস্তক। এ মস্তকে মজ্জার ভাগও অতি অধিক। শক্তিও

বেশি পরিমাণ, ক্ষমতাও পরিসীম। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ত অনেক দেখিতেছ। আবার এই নিশিথ সময়ে ছদ্মবেশে গোপন ভাবে দেখিয়া আর অধিক লাভ কি হইবে? তাহাদের গুপ্ত সন্ধান, জানিয়া সাবধান সতর্ক হওয়া, কি কোন কার্য্যের প্রতিযোগীতা করা, কি নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, বহু দূরের কথা। শিবিরের বহিস্থ সীমার নিকট যাইতে পার কি না সন্দেহ আছে। তোমার ইচ্ছা হইয়াছে চল দেখিয়া আসি রহমানের সতর্কতাও জানিয়া আসি, কিন্তু লাভ কিছুই হইবে না। বরং বিপদের আশঙ্কাই অধিক।"

"লাভের আশা যাহা তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে যে ঘটিবে না তাহাও বুঝিতেছি তত্রাচ যদি কিছু—পারি।"

"পারিবেত অনেক। এখন মানে মানে ফিরিয়া আসিতে পারিলেই রক্ষা।"

"আচ্ছা দেখাই যাউক আমাদেরইত রাজ্য—"

"আচ্ছা আমি সম্মত আছি।"

"তবে আর বিলম্ব কি? পোষাক লও।"

পোষাক ত লইবই আরও কিছু লইব"

"সাবধান! কেহ যেন হঠাৎ না দেখিতে পারে।"

ও তবে অলিদ ছদ্মবেশে মরিয়ান সঙ্গে চুপে২ বাহির হইলেন। প্রভাত না হইতে ফিরিয়া আসিবেন এই কথা স্থির হইল। কিঞ্চিৎ দূর আসিয়া মরিয়ান বলিলেন, "একেবারে সোজা যাইব না। শিবিরের পশ্চাদ ভাগ সম্মুখ করিয়া যাইতে হইবে। এখন আমাদের বাম পার্শ্ব হইয়া ক্রমে শিবির বেষ্টন করিয়া যাইতে থাকিব।"

এই যুক্তি স্থির করিয়া বাম দিকেই যাইতে লাগিলেন, ক্রমে হানিফার শিবিরের পশ্চাদ দিকে তাঁহাদের চক্ষে পড়িতে লাগিল। সম্মুখে যেরূপ আলোর পরিপাটী, পশ্চাদ,পার্শ্বে, সকল দিকেই সমান। সম্মুখ, পার্শ্ব, পশ্চাতেরকিছুই ভিন্ন ভেদ নাই। কখন দ্রুত পদে কখন মন্দ মন্দ ভাবে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিয়া যথা সাধ্য সতর্কিতভাবে যাইতে লাগিলেন। কিছু দূর গেলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও লোক আসিতেছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, হাসী, রহস্য,—বিদ্রোপ সূচক কোন কোন কথার আভাস তাঁহা

দের কাণে আসিতে লাগিল। কোন্ দিকে, কত দূর হইতে এই কথার আভাষ আসিতেছে তাহা স্থির করিয়ত পারিলেন না। কারণ—কখনও দক্ষিণে, কখন, বামে, কখন সম্মুখে, আবার কখন যেন পশ্চাতে অতি মৃদু মৃদু কথার আভাষ কাণে আসিতে লাগিল, উভয়ে গমনে ক্ষান্ত দিয়া মন সংযোগে, বিশেষ লক্ষ্যে, চারদিকে দেখিতে লাগিলেন, কোন দিকে কিছু নাই।

উভয়ে আবার যাইতে লাগিলেন। অনুমান দশপাদ ভূমি অতিক্রম করিয়া গেলেই, মানব মুখোচ্চারিত অর্থ সংযুক্ত কথার ঈষৎ ভাব স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন। সে কথার প্রতি গ্রাহ্য না করিয়া যাইতেই লাগিলেন। বেশি দূর যাইতে হইল না। অন্ততঃ পঞ্চ হস্ত পরিমাণ ভূমি পশ্চাৎ করিতেই, তাঁহাদের বামপার্শ্ব হইতে, শব্দ হইল "আর নয় অনেক আসিয়াছ" মরিয়ান চমকিয়া উঠিলেন। আবার শব্দ হইল "কিঅভি সন্ধি?,, মরিয়ান অলিদ উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—স্থির ভাবে দাড়াইলেন। আবার শব্দ হইল। "নিশিথ সময়ে রাজ শিবির দিকে কেন? সাবধান! আর অগ্রসর হইওনা। যদি কোন আশা থাকে সূর্য্য উদয়ের পর"।

মরিয়ান অলিদ উভয়ে ফিরিলেন, আর সে পথের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। কিছু দূর আসিয়া অন্য পথে অন্যদিকে শিবিরের অন্য দিক লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন। মরিয়ান বলিলেন, অলিদ! আমাদেরই ভুল হইয়াছে এদিকে না আসিয়া অন্য দিকে যাওয়াই ভাল ছিল।"

"অন্য কোন্ দিকে যাওয়া ভাল ছিল বলুন, সেই দিকেই যাই। ভুল সংশোধন করিতে কতক্ষণ লাগে? যে দিকে আপনার নিঃসন্দেহ বোধ হয়, সেই দিকে চলুন,,

মরিয়ান শিবিরের দক্ষিণ পার্শ্ব যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে যাইতে মনে কোন সন্দেহ হইলনা। পশ্চাদ, কি সম্মুখে, বামে কোন দিকেই আর ভারি ভারি বোধ হইল না। নিঃসন্দেহে যাইতে লাগিলেন।

অলিদ বলিলেন "দেখিলে! রহমানের বন্দোবস্ত দেখিলে?,,

"এদিকে কি?,,

বোধ হয় এদিকের জন্য তত আবশুক মনে করেন্ নাই।,,

"সেকি আর ভ্রম নয়।"

মরিয়ান ! এখনও ওকথা মুখে আনিও না।—রহমানের ভ্রম একথা মুখে আনিও না। কার্য্য সিদ্ধি করিয়া নিব্বিঘ্নে শিবিরে যাইয়া যাহা বলিবার বলিও। কোন দিকে কি কৌশল করিয়াছে তাহা তাহারাই জানে।

"তা জানুক এদিকে কোন বাধা নাই, দেখনা চারি দিকেই যেন ফাক্। নিঃসন্দেহে যাইতেছি, মনে কোন রূপ শঙ্কা হইতেছে না।

"আমি ভাই আমার মনের কথা বলিব। আমার মনে অনেক কথা উঠিয়াছে।—ভয়েরও সঞ্চার হইয়াছে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিব না দুই জনে একত্রে সমান ভাবে যাইব। কেহই কাহার অগ্র পশ্চাৎ হইব না।

মরিয়ান হাসিয়া বলিল, "অলিদ !—তুমি আজ মহাবীরের নাম হাসাইলে ? অল্পমতি বালকগণের মনের গতির সহিত পরিপক্ক মনের সমান ভাব দেখাইলে ? বীর হৃদয়ে ভয় ! দুইজনে সমান ভাবে একত্র যাইতে পারিলেই নির্ভয়, একি কথা ? "

"মরিয়ান ! আমরা যে কাযে বাহির হইয়াছি, সে কাযের কথা মনে আছে ? কায গতিকে সাহস, রুচি গতিকে বল, এখন তোমার, মন্ত্রিত্ব নাই, আমারও বীরত্ব নাই। যেমন কাজ তেমনি স্বভাব।"

উভয়ে হাসী রহস্যে একত্রে যাইতেছেন, প্রজ্জলিত দীপের প্রদিপ্ত আভায় শিবির দ্বার, মানুষের গতি বিধি স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। গমনের বেগ কিছু বেশি করিলেন, সঙ্গে, হাসী রহস্য ও চলিতেছে। ভাগ্য ক্রমে তাঁহা-তাঁহাদের হাসী মুখ বেশিক্ষণ রহিল না। দৈবাত একটি শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ বামে দৃষ্টি করিলেন—অন্ধকার সম্মুখে দিপালোক গমনে ক্ষান্ত দিলেন। আবার সেই হৃদয় কম্পিত শব্দ,—ক্ষিপ্র হস্ত নিক্ষিপ্ত তীরের সন্‌সনী শব্দ। অন্তরে জানিয়াছেন তীরের গতী, মুখে বলিতেছেন কিশের শব্দ ? অলিদ ! ও কিসের শব্দ ? কি বিপদ, মুখের কথা মুখে থাকিতেই ৩ টা লৌহ শর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখন কি করিবেন অগ্রে পা ফেলিবেন, কি পাছে সরিবেন, কি স্থির ভাবে একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে গম্ভীর নাদে শব্দ হইল। শত্রু হও মিত্র হও,ফিরিয়া যাও—রাত্রে এ শিবিরে প্রবেশ নিষেধ—

রাত্রে আঘাত মহারাজের নিসিদ্ধ, তাহাতেই প্রাণে বাঁচিয়া গেলে, নতুবা ঐ স্থানেই ইহকালের মত পড়িয়া থাকিতে হইত,,।

আর কোন কথা নাই। চতুর্দ্দিকে নঃশব্দ! কিছুক্ষণ পরে অলিদ বলিলেন, "মরিয়ান! এখন আর কথা কি? অঙ্গুলী পরিমাণ ভূমি আগে যাইতে আর সাহস হয়,,?

মরিয়ান মৃদুস্বরে বলিলেন, অহে! চুপকর প্রহরীরা আমাদের নিকটেই আছে,,।

"নিকটে থাকিলে ত ধরিয়াই ফেলিত"

"ধরিবার ত কোন কথা নাই। তবে ইহারা বিশেষ সতর্কের সহিত শিবির রক্ষা করিতেছে। যে উদ্দেশ্যে আসিয়া ছিলাম তাহা ঘটিল না। এখন নিরাপদে শিবিরে যাইতে পারিলে রক্ষা"।

"সে কথাত আমি আগেই বলিয়াছি লাভের মধ্যে প্রাণ লইয়া টানা টানি,.।

মরিয়ান বলিলেন "আর কথা বলিব না চুপে চুপে নিঃশব্দে চলিয়া যাই,,।

উভয়ে কিছু দূর আসিয়া "রক্ষা পাইলাম" বলিয়া দাড়াইলেন। চুপি চুপি কথা কহিতেও আর সাহস হইল না। পারিলেনও না। কণ্ঠ তালু শুষ্ক, জিহ্বা একেবারে নিরস—তবে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণকাল পরে একটু স্থির হইয়া মরিয়ান বলিলেন, "অলিদ! বাঁচিলাম, চল এখন একটু স্থির হইয়া আমাদের শিবিরে যাই।"

মুখের কথা শেষ হইতেই পশ্চাৎ দিক হইতে বজ্রনাদে শব্দ হইল "সাবধান্। আর কথা বলিওনা। চলিয়া যাও ঐ বৃক্ষ,—ঐ তোমাদের সম্মুখের ঐ উচ্চ খর্জ্জুর বৃক্ষ সীমা। আমাদের নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যে থাকিতে পারিবে না। যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাও সীমার বাহিরে যাও।"

কি করেন, উভয়ে দ্রুত পদে সীমা বৃক্ষ ছাড়িয়া রক্ষা পাইলেন। আর কোন কথা শুনিলেন না। জীবনে এমন অপমান কখনই হননাই।—কি লজ্জা!

মরিয়ান বলিলেন, "কি বিপদ! হানিফার প্রহরিরা কি প্রান্তরের চতুপার্শ্বে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এখন কিছুতেই মন সুস্থির হয় নাই। এখনও হৃদয়ের চঞ্চলতা দূর হয় নাই। এখানে দাঁড়াইবনা। এখনও সন্দেহ হইতেছে

আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্য, সীমা বৃক্ষ উহাদের। কি আশ্চর্য্য। সীমা বৃক্ষ নাছাড়াইয়া আসিলে জীবন যায়—কি ভয়ানক ব্যাপার। চল শিবিরে যাই”।

উভয়ে নীরবে আপন শিবিরাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে বৃহৎ এক খণ্ড শিলা দেখিয়া মরিয়ান বলিলেন, “অলিদ! এই শিলা খণ্ডের উপরে এটু বসিয়া বিশ্রাম করি। নানা কারণে মন অস্থির হইয়াছে। আর কোন গাল যোগ নাই। ক্ষণকাল এই স্থানে বসিয়া মনের অস্থিরতা দূর করি। যেমন কার্য্যে আসিয়া ছিলাম তাহার প্রতি ফলও পাই-লাম!”

অলিদ মারিয়ানের কথায় আর কোন আপত্তি নাকরিয়া শীলাখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে একবার বেষ্টন করিয়া আসিলেন। এবং নিঃসন্দেহ ভাবে উভয়ে বসিয়া অস্ফুটস্বরে দুই একটী কথা কহিতে লাগিলেন।

এক কথার ইতি না হইতে অন্য কথা তুলিলে কথার বাঁন্ধুনি থাকে না। সমাজ বিশেষ অসভ্যতাও প্রকাশ পায়। জয়নাল আবিদিন বন্দী গৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর এমন সুযোগ পাই নাই যে, তাঁহার বিবরণ পাঠক গণের গোচর করি। মরিয়ান, ওতবে অলিদ শিলা খণ্ডের উপরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনের কথা ভাঙ্গচুর করুন, এই অবসরে জয়নালের কথাটা বলিয়া রাখি।

জয়নাল আবিদিন ওমর আলীর শূলির ঘোষণা শুনিয়া বন্দী গৃহের সম্মুখস্ত প্রাঙ্গণ হইতে প্রহরি দলের অসাবধানতায় নাগরিক দলে মিশিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ছিলেন। তিনি নামে সকলের নিকট পরিচিত,কিন্তু অনেকেই তাহাকে চক্ষে দেখেনাই। মহম্মদ হানিফাকে তিনি কখনও দেখেন নাই, ওমর আলিকেও দেখেন নাই,—অথচ ওমর আলীর প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন, এই দুরাশার কুহকে মাতিয়াই দামস্ক প্রান্তরে আসিয়াছিলেন। এজিদের শিবির, হানিফার শিবির, ওমর আলির নিষ্কৃতি সমুদয় দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণবধ করার ঘোষণাও স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। ঘোষণার পর, তিলার্দ্ধ কালও দামস্ক প্রান্তরে অবস্থিতি করেন নাই। নিকটস্থ এক পর্ব্বতগুহায় আত্মগোপন করিয়া দিবা অতিবাহিত করিয়াছেন; নিশিথ সময় পর্ব্বত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার প্রথম চিন্তা কি উপায়ে মহম্মদ হানিফার সহিত একত্রিত হইবেন। সে শিবিরে তাঁহার পরিচিত লোক কেহই নাই। নিজ মুখে নিজ পরিচয়

দিয়া খাড়া হইতেও নিতান্ত অনিচ্ছা। ভাবিয়া কিছুই স্থির পারিয়া, দুই এক পদে হানিফার শিবিরাভিমুখেই যাইতেছেন।

অলিদ বলিলেন, "মরিয়ান কিছু শুনিতে পাইতেছ?"

"স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু মানুষের গতি বিধির ভাব বেশ যাইতেছে।"

"একজন দুইজন নহে, বহু লোকের—সাবধানে পদ বিক্ষেপ ভাব, হইতেছে। আর এখানে থাকা নহে, বোধ হয় বিপক্ষেরা আমাদের পাইয়াছে এখনও আমাদিগকে ছাড়ে নাই। ঐ দেখ সম্মুখে চাহিয়া দেখ। আমরা ছদ্মবেশে আসিয়াছি,—কেবল তোমার নিকট একখানি তরবার আর আমার নিকট সামান্য একখানি ছুরি ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আমাদের সঙ্গে নাই। আর থাকিলেই বা কি হইত হইহাদের তীরের মুখ হইতে দিনে রক্ষা পাওয়া দায়, তায় আবার ঘোর নিশা। মনসংযোগে কাণ পাতিয়া শোন, কেবল চতুর্দ্দিকেই লোকের গতি বিধি-সাড়া পাওয়া যাইতেছে। চল আর এখানে থাকা নহে। এই বলিয়া শিলাখণ্ড হইতে উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া, সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। জয়নাল আবিদিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া, গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?"

মরিয়ান থতমত খাইয়া সভয় হৃদয়ে উত্তর করিলেন "আমরা, পথ হারা হইয়া এখানে আসিয়াছি।"

"নিশিথ সময়ে পথিক পথহারা হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে? এ কি কথা?"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে পথিক! তোমরা কি বিদেশী?"

"হাঁ আমরা বিদেশী।"

"কি আশ্চর্য্য! তোমরা বিদেশী হইয়া এই মহা সংগ্রামস্থলে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? সত্য কথা বল কোন চিন্তা নাই।"

মরিয়ান বলিলেন, "যথার্থ বলিতেছি আমরা বিদেশী, অজানা দেশ, পথ ঘাটের ভাল পরিচয় নাই। দামস্ক নগরে চাকুরির আশায় যাইতেছি, দিবসে সৈন্য সামন্তের ভয়। রাত্রেই নগরে প্রবেশ করিব, এই আশা।"

তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাদের বসতি কোথায়?

"আমরা মদিনা হইতে আসিতেছি। মদিনাই আমাদের বাসস্থান।"

ভীমনাদে শীলারাশির পার্শ্ব হইতে শব্দ হইল। "ওরে! ছদ্মবেশী নিশাচর! মদিনাবাসীরা দামস্কে চাকুরীর আশায় আসিয়াছে? আর কোথায় যাইবি? এই স্থানেই নিশা যাপন কর্। প্রভাতে পরীক্ষার পর মুক্তি। একপদ অগ্রসর হইওনা। যদি চক্ষের জ্যোতি থাকে তবে যে দিকে ইচ্ছা চাহিয়া দেখ, পঞ্চবিংশতি বর্ষার ফলক তোমাদের বক্ষ, পৃষ্ঠ, লক্ষ করিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে। সাবধান, কোন কথার প্রসঙ্গ করিওনা,—নীরবে, তিন মুর্ত্তি প্রভাত পর্য্যন্ত, এই স্থানে দণ্ডায়মান থাক। আর যাইবার সাধ্য নাই। মহম্মদ "হানিফার গুপ্ত সৈন্য দ্বারা তোমরা তিন জন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বন্দী।"

অষ্টাবিংশ প্রবাহ।

রাজার দক্ষিণ হস্ত মন্ত্রি, বুদ্ধি মন্ত্রি, বল মন্ত্রি। মন্ত্রিবর রহমান চক্ষেও আজ নিদ্রা নাই। একথা সপ্তবিংশতি প্রবাহের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। গাজী রহমান এইক্ষণে মহাব্যস্ত। নিশা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গুপ্তচরেরা এপর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। আজিকার সংবাদ—দামস্ক নগরের সংবাদ,—এজিদ শিবিরের নূতন সংবাদ, এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। দ্বিতিয় দিনে শিবির আক্রমণের উদ্যোগেই, জয়নাল আবিদিনের প্রাণবধ হইতে বিরত হইল, ইহাতে কি কিছু নিগুঢ় তত্ত্ব আছে? আজি হউক কালী, হউক, শিবির আক্রমণ হইবেই হইবে,—সে ভয়ে জয়নালের প্রাণ বধে ক্ষান্ত হইবে কেন?

দুরদর্শি মন্ত্রি সেই আলোচনায় চিন্তা বেগ বিস্তার করিয়াছেন। নগর, প্রান্তর, শিবির, বন্দী গৃহ, যুদ্ধক্ষেত্র, সৈনিক দল, শূলীদণ্ড, এজিদ মরিয়ান,-সকলের বিষয় এক একবার আলোচনা করিতের্ছেন। আবার মনে উঠিল, জয়নাল বধে ক্ষান্ত থাকিবে কেন? মরিয়ানের কুট বুদ্ধির সীমা বহুদুরব্যাপী নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখনও কেহ শিবিরে ফিরিতেছেনা ইহারই

বা কারণ কি? আর যে দুইটী ছদ্মবেশীর কথা শুনিলাম তাহারা শিবিরের দিকে আসিতেছিল, প্রহরি দিগের সতর্কতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও শিবির-বহির্ভাগ রেখার নিকটে আসা দূরে থাকুক, সহস্র হস্ত ব্যবধান হইতেই ফিরিয়া গিয়াছে। ইহারাই বা কে? বিশেষ গোপন ভাবে চর দিগকে, শেষ পঞ্চবিংশতি আম্বাজি সৈন্যকেও পাঠাইয়াছি। তাহারাই বা কি হইল? মন্ত্রি প্রবর এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, শিবির অভ্যন্তরস্থ তৃতীয় দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া সর্ব্ব প্রধান দ্বারী, মলিক কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ।"

মলিক বলিলেন, "আমি এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইনাই"।

মন্ত্রিবর মৃদুমন্দপদে চতুর্থ দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া সাদকে জিজ্ঞাশা করিলেন, "কোন সংবাদ নাই?"

সাদ যোড় করে বলিলেন, "আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া জানাই নাই।"

"কি সংবাদ"?

"যে দুজন লোক শিবির বহির্দ্বারের চন্দ্ররেখা, যে পর্য্যন্ত সাহবাজের প্রহরিত্বে আছে। তাহার কিছু দুরেই সীমানির্দ্দিষ্ট খর্জ্জুর বৃক্ষ। বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দূরে স্তূপাকার শিলা খণ্ডোপরি, সেই দুইটী লোক অস্ফুট স্বরে কি কি আলাপ করিতেছে। অনুমানে বোধ হয় তাহারা কোন মন্দ অভিসন্ধিতেই আসিয়াছিল"।

মন্ত্রিবর আরও চিন্তিত হইলেন, ক্রমে শিবিরের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দাড়াইতেই সুদক্ষ প্রহরী "কাদের" করযোড়ে বলিল, শীলা সমষ্টির নিকটে যে দুই জন ছদ্মবেশী বসিয়া ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আর এক জন আসিয়া মিশিয়াছে। এ সকল সংবাদে কোন বিশেষ সারত্ব নাই বলিয়া চরেরা পুনরায় গিয়াছে।"

উভয়ে কথা হইতেছে ইতি মধ্যে দামস্ক নগরে প্রেরিত গুপ্ত চর, দ্বারে প্রবেশ করিতেই মন্ত্রিবরকে দেখিয়া নতশিরে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল, "আজ বড় ভয়ানক সংবাদ আনিতে হইয়াছে। জয়নাল আবিদিন বন্দীগৃহে নাই। এজিদের আজ্ঞায় মরিয়ান জয়নাল আবিদিনকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল, না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। দামস্ক নগরের ঘরে ঘরে এজি-

মের সন্ধানি লোক ফিরিতেছে

রাজ পথ, গুপ্ত পথ, দীন দরিদ্রের কুটীর তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া বেড়াই-তেছে, জয়নাল আবিদিন কোথায় গিয়াছেন তাঁহার কোন সন্ধানে পাওয়া যাইতেছে না।”

মন্ত্রিবর এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন, বহু চিন্তার পর সাব্যস্ত করিলেন জয়নাল আবিদিন নগর বাহির হইয়াছেন সন্দেহ নাই। শত্রু হস্তেও পতিত হন নাই কিন্তু আশঙ্কা অনেক।—এই অভাবনীয় সংবাদে মন্ত্রি বরের মস্তক ঘুরিয়া গেল, চিন্তায় মস্তিষ্কের মজ্জা আলোড়িত হইল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বিন্দুতে বিশাল ললাট পরিশোভিত হইল।

এক জন গুপ্তচর আসিয়া সেই সময় বলিতে লাগিল, সেই নিশাচর ত্রয় শিলাখণ্ডে বসিয়া আলাপ করিতেছিল, কোন কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল না। কেবল, মদিনা, চতুর, ফিরিয়া যাই, এই তিনটী কথা বুঝা গেল। ইতিমধ্যে আর একজন লোক হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হইতেই উহারা যেন, ভয়ে ভীত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল—আমরা পথিক। পুনরায় প্রশ্ন—পথিক এ পথে কেন? উত্তর—পথ ভুলিয়া। আবার প্রশ্ন—কোথা যাইবে? উত্তর—দামস্ক নগরে। কি আশা?—চাকুরী। বসতি কোথায়?—মদিনা।

চতুর্দ্দিক হইতে শব্দ হইল “আর কোথা যাইবে, মদিনার লোক চাকুরির জন্য দামস্কে? আম্বাজী সৈন্যগণ বর্ষা হস্তে তিন জনকেই ঘিরিয়া ফেলিল —পঞ্চ বিংশতি বর্ষা ফলক তাহাদের বক্ষ এবং পৃষ্ট লক্ষে উত্থিত হইয়া তিন জনই বন্দী। প্রভাতে পরিচয়——পরীক্ষার পর মুক্তি।”

মন্ত্রিবর আদেশ করিলেন “এই মুহূর্ত্তেই আর শত জন বর্ষা ধারী সৈন্য যাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পথে, তিন জনকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আনিয়া, তিন স্থানে আবদ্ধ কর। সাবধান কাহারও সহিত যেন, কেহ আর কথা না কহিতে পারে,—দেখা না হইতে পারে। বন্দীগণ প্রতি কেহ। প্রকার অবজ্ঞা সূচক কোন কথা প্রয়োগ নাকরিতে পারে, সাবধান!

আর তোমরা কেহ দামস্ক নগরে যাও কেহ কেহ এজিদ শিবিরের নিকটে ও সন্ধান কর, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত বন উপবন যেখানে মানুষের গম্য পথ মনে কর, সেই খানেই সন্ধান কর, আর সতর্কে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিও যে, কেহ কাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া যায় কি না? যদি ধরিয়া লয়, তাহার অনুসরণে যাইবে,——দুই একজন আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিবে। নিশা অবসানের সহিত আমি ইহার সংবাদ তোমাদের নিকট চাহি। চরগণ! আজিই তোমাদের পরিশ্রমের শেষ দিন, আজিকার পরিশ্রমই যথার্থ পরিশ্রম। প্রভুর উপকার ও সাহায্য জন্য প্রাণপণে সন্ধান লইবে, —প্রত্যুষে পুরস্কার।—আমি তোমাদের আগমন প্রতীক্ষায় জাগরিত রহিলাম।

গুপ্ত চরগণ মন্ত্রিবরের পদচুম্বন করিয়া যথেচ্ছা চলিয়া গেল, মন্ত্রিবর চক্ষের পলক ফিরাইতেও অবসর পাইলেন না, কে কোথায় কোন পথে চলিয়া গেল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

একটু চিন্তা করিয়া আর একটী আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে "নিশা বসানের পূর্ব্বে এজিদ শিবির নিকট ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ঘোষণা করিবে যে, তিনটী লোক আমাদের হস্তে বন্দী, যদি তোমাদের শিবিরস্থ কেহ হয়, তবে সূর্য্যোদয়ের পর চাহিয়া পাঠাইলেই ছাড়িয়া দিব।" মন্ত্রিবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া বহির্দ্বার হইতে চলিয়া গেলেন।

ঊনত্রিংশ প্রবাহ।

মদ্য পায়ির সুখে দুঃখে সমান ভাব। সকল অবস্থাতেই মদের প্রয়োজন। মনকে প্রফুল্ল করিতে, মনের দুঃখ দূর করিতে, মনে কিছু নাই একেবারে সাদা সে সময় মদেরই প্রয়োজন। গগনে শুক তারা দেখা দিয়াছে—প্রভাত নিকটে। এজিদের চক্ষে ঘুম নাই, কিন্তু প্রায় অচেতন। ক্রমে পেয়ালা পূর্ণ করিতেছেন, উদরে ঢালিতেছেন। কিছুতেই মন প্রফুল্ল হয় না, আনন্দও জন্মে না—মনের চিন্তাও দূর হয় না। ঐকথা—ঐ ওমরআলীর নিষ্কৃতির কথা—জয়নালের অনুদ্দেশের কথা—মধ্যে মধ্যে আবদুল্লা জেয়াদের, খণ্ডিত শিরের গত কথা—মনে পড়িতেছে,—পেয়ালাও চলিতেছে। ক্রমেই চিন্তার বেগ বৃদ্ধি-পূর্ব্ব কথা স্মরণ। প্রথম স্থচনা-পরে অনুতাপের সহিত চক্ষের জল। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হইল। এজিদ, পাত্র হস্তে করিয়া, একটু চিন্তার পর উদরে ঢালিলেন, জ্বলন্ত হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, মনের গতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইল—মুখে কথা ফুটিল।"কেন হেরিলাম, সে জ্বলন্ত রূপরাশির প্রতি কেন চা'হলাম। হায়!হায়! সেই এক দিন, আর আজি এক দিন। কি প্রমাদ! প্রেমের দায়ে কি ঘটিল! কত প্রাণ, ছি! ছি! কত প্রাণ বিনাশ হইল! উহুঃ কি কথা মনে পড়িল! সে নিদারুণ কথা কেন এখন মনে হইল? আমি শিমার-রত্ন হারাইয়াছি, অকপট মিত্র জেয়াদ ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। এখন মরিয়ান, ওতবে অলিদ, ওমর, এই তিন রত্ন জীবিত, কিন্তু শক্র সম্মুখে বক্ষ বিস্তারে, দাড়ায় কে? ওমর বৃদ্ধ, মরিয়ান বাক্‌চাতুরিতে পটু, বুদ্ধি চালনায় অদ্বিতীয়, অস্ত্র চালনায় মূর্খ। বল ভরসা একমাত্র ওতবে অলিদ। অলিদেরও পূর্ব্বের মত বল বিক্রম নাই, মসহাব কাক্কার নামে কম্পবান। কাক্কার নাম শুনিলে সে কি আর যুদ্ধে যাইবে? যুদ্ধ কিসের? কার জন্য যুদ্ধ? এ যুদ্ধ করে কে? কি কারণে যুদ্ধ? জয়নাল আবিদিন কোথা?—এ কথার উত্তর কি?

আর এক পাত্র লইলেন। আবার কোন চিন্তায় মজিলেন কে বলিবে? কোন কথা নাই নীরব। অগ্নির দাহন, জলের শীতলত্ব, প্রস্তরের কাঠিন্য,

আর মদের মাদকতা, কোথায় যাইবে? বোধ হয় সাধ্য সমতীত হইলে সুরা মহা বিষ!

মায়মুনা, জায়দার, অঙ্গীকারপূর্ণ পর্ব্বোপলক্ষে, পাঠকগণ এজিদের সুরাপান দেখিয়াছেন। সে সময় এজিদের চক্ষে জল পড়িয়াছিল, এখন এজিদের চক্ষে জল নাই। যদি পড়িবার হইত, তবে এখন দুই এক ফোঁটা রক্ত পড়িত। বিশাল বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আজ অপাত্রের হস্তে পাত্র উঠিয়াছে। সুর-প্রিয়-অনন্ত-সুধা মূর্খহস্তে পড়িয়া মহা বিষে পরিণত হইয়াছে। আবার পেয়ালা পূর্ণ হইল। চক্ষের পলকে চক্ষুদ্বয় লোহিত হইল। মস্তক অপেক্ষাকৃত ভারী, পদদ্বয় বিঠোর। মানষিক ভাব বিলয়,—পশুভাব জাগ্রত। বাক্ শক্তির শক্তি বৃদ্ধি, কিন্তু অযৌক্তিক, অস্বাভাবিক, এবং অসঙ্গত। —মনে মুখে এক। এজিদ বলিতেছেন,

"এ স্বর্গীয় সুধা ধরাধামে কে আনিল? এ যন্ত্রণা নিবারক, মন দুঃখাপ-হারক, মনস্তাপ বিনাশক, প্রেমভাব উত্তেজক, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপক, পঞ্চ রিপু সংহারক, নব রস উদ্দিপক, দেহ কান্তি প্রবর্দ্ধক, কণ্ঠস্বর প্রকাশক, এ নবগুণ বিশিষ্ট অমৃত, ধরাধামে কে আনিল? মরি মরি! আহা! মরি মরি! এ স্বর্গীয় অমৃত রস ধরাধামে কে আনিল? কথা বলিব? মনের কথা বলিব। সত্য কথা বলিব? আজ উচিত পথে চলিব। শিমার মরিয়াছে ভালই হইয়াছে। বেশ হইয়াছে (হস্তের উপর হস্ত সজোরে আঘাত করিয়া) বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পাইয়াছে। হাসেন আমার শত্রু (তেজের সহিত) তার কি? শীমারের কি? রে! পাষণ্ড শিমার! তোর কি? তুই তাহার মাথা কাটিলি কেন? যে ব্যক্তি টাকার লোভে মানুষের মাথা কাটে, তার মাথা কি ঘাড়ে থাকিবে? (পেয়ালার প্রতি চাহিয়া) তার মাথা, কাটা পড়িবে না? জেয়াদ গিয়াছে মন্দ কি? বিশ্বাষ ঘাতকের ঐরূপ শাস্তি হওয়াই আবশ্যক। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আগে করেছে, পাছে ভুগেছে, শেষে জাহান্নামে গিয়াছে। এজিদের কি? বাহাদুরী করিয়া শত্রুর হস্তের বন্ধন ছাড়িয়া দিলে কেন? সে হাতে মরণ নাই, সেই পরম সৌভাগ্য। ও ত বাহরাম নয়,—হানিফার বৈমাত্র ভ্রাতা আক্কেল আলি। আবার পাত্র—(নিশ্বাষ ছাড়িয়া) সৈন্যদের কথা

কিছুই নহে। বেতন ভোগী চাকর টাকা দিয়াছি জীবন লইয়াছি। এজিদের জন্যই আমার মরণ—কেন জয়নাবকে এজিদ চক্ষু তুলিয়া দেখিল? কেন জব্বারকে প্রতারণা করিল? কেন মাবিয়ার বাক্য উপেক্ষা করিল? কেন নিরাপরাধে মসলেমকে হত্যা করিল? কেন হাসেনকে বিষ পান করাইল? যে আমায় ভাল বাসিল না, ছি! ছি! আমি কেন দোষী হই, যে জয়নাব? এজিদকে ভাল বাসিল না,—এজিদ তাহার জন্য এত করিল কেন? স্ত্রীহস্তে স্বামী বধ। মানিলাম এজিদের মনের আগুণ ইহকাল পরকাল জ্বালাইয়া হাসেন জয়নাবে লাভ করিয়াছিল। হাশেন মরিয়াগেল, এজিদের মনের আগুন জ্বলিতেই থাকিল। জ্বলুক, পুড়ুক, আরও জ্বলুক, শাস্তি ভোগ করুক। কিন্তু—হোসেনকে?

নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দিয়াছিল, যতনে রাখিয়াছিল। ছি! ছি! তাহারই জন্য সমর! ছি! ছি! তাহারই জন্য কারবালায় রক্ত পাত! তাহাতেইবা কি হইল? দামস্ক নগরে আনীয়া বন্দী ভাবে রাখিয়াও ঐ কথা। কি হইল? তাহাতেই বা কি হইল? জয়নাব সেই প্রথম দর্শনে, এজিদকে যে চক্ষে দেখিয়াছিল, আজিও সেই চক্ষেই দেখিয়া থাকে,—লাভের মধ্যে বেশীর ভাগ ঘৃণা। থাক্ ও কথা থাক্। হানিফার অপরাধ? আমি তাহার মাথা কাটিতে চাহি কেন? তওবা! তওবা! আমি কেন তাহার প্রাণ লইতে চাহি? আর একটী কথা বড় মুল্যবান, এজিদের বন্দী গৃহে জয়নাল আবিদিন নাই। থাকিবে কেন? সে সিংহ-শাবক, শৃগালের কুঠীরে থাকিবে কেন? সে বীরের বেটা বীর, তীর না হাতে করিয়া ছাড়িবে কেন?"

এমন সময় সেনাপতি ওমর আসিয়া করযোড়ে বলিলেন, "বাদসা নামদার! প্রহরিগণ বলিতেছে, নিশিথ সময়ে প্রধান মন্ত্রি মরিয়ান এবং ওতবে অলিদ ছদ্ম বেশে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছেন। রাত্র প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তাঁহারা এখনও শিবিরে আসিলেন না! সন্ধানী অনুচরেরাও কোন সন্ধান করিতে পারে নাই, বোধ হয় তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে।"

এজিদ প্রসন্ন মুখে, জড়িত রসনায় বলিলেন, "পরকে ঠকাইতে গিয়াছিলেন, নিজেই ঠকিয়াছেন। আপনিও ত সেনাপতি।বলুনত ছল চাতুরী করিয়া

কয় দিন কে বাঁচিয়াছে? সেনাপতি মহাশয়! তেজ শূন্য শরীর, রক্ত শূন্য হৃদয়, সাহস শূন্য বক্ষ, বুদ্ধি শূন্য মজ্জা, ইহারাই সম্মুখ সমরে ভীত হইয়া ছদ্ম বেশে চোরের ন্যায় শত্রু গৃহে প্রবেশ করে; এবং শৃগালের ন্যায় শঠতা করিয়া কার্য্য উদ্ধারের পথ দেখে। ওমর! ভয় কি? কোন চিন্তা করিও না। নিশার শেষ যুদ্ধেরও শেষ—আশারও শেষ। আর যাহার যাহার শেষ, তাহাও বুঝিতে পার। তাই বলিয়া দামস্করাজ যুদ্ধ ক্ষান্ত দিবেন না। বিন্দু পরিমাণ শোণিত থাকিতে দামস্ক রাজ নিরাশ হইবেন না। মরিয়ান মারা গিয়াছে ক্ষতি কি? তুমিই সেনাপতি। যদি মরিয়ান যমপুরী না গিয়া থাকে ভালই উভয়েই সেনাপতি। উভয়েই মন্ত্রি। যুদ্ধ নিশান উড়াইয়া দেও, রণবাদ্য বাজিতে থাকুক, মরিয়ান অলিদ শিবিরে আসিলেও যুদ্ধ, না আসিলেও যুদ্ধ। দেখ ওমর! তুমি নাম মাত্র সেনাপতি, আজ মহারাজ স্বয়ং যুদ্ধে যাত্রা করিবেন চিন্তা কি? অকস্মাৎ ভেরী বাজিয়া উঠিল। এজিদশিবিরে যাহারা জাগিয়াছিল, তাহারা শুনিল ভেরী বাজাইয়া বলিতেছে, "শিবির রক্ষীদের কৌশলে আজ নিশিথ সময় তিন জন লোক ধৃত হইয়া মহম্মদ হানিফার শিবিরে নজরবন্দী মতে কয়েদ আছে, যদি কাহারও ইচ্ছা হয় যাচ্ঞা করিলে ভিক্ষাস্বরূপ আমাদের প্রভু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।"

শিবিরস্থ সকলেই ঘোষণা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

"আমাদের কেহই নহে। আমাদের শিবিরের ত কোন প্রভু নহে?"

এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। এজিদ মহামন্ত্রিও স্বকর্ণে ঘোষণা শুনিলেন।

ওমর বলিলেন, "মহারাজ অনুমানে কি বুঝা যায়?"

"তোমাদেরই প্রধান মন্ত্রি আর গুতবে অলিদ।"

"তবে তিন জনার কথা কেন?"

"বোধ হয় মন্ত্রিবরের সহিত কোন সেনা গিয়া থাকিবে, কি শিবিরের অন্য কেহ হইবে। কি চমৎকার বুদ্ধি! হানিফার নিকট আমি ভিক্ষা করিব, ধিক এজিদে! অমন সহস্র মরিয়ান বন্দী হইলেও, এজিদ কাহার নিকট ভিক্ষা করে না। আমি প্রস্তুত, কেবল অস্ত্র ধারণ করিতে বিলম্ব।

ওমর! তুমি সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিয়া এক শ্রেণীতে সমুদায় সৈন্য দণ্ডায়মান করিয়া দেও। জয় পরাজয় যাহা হইবার হইয়া যাউক। আজ হানিফার প্রাণ বধ না করিয়া ছাড়িব না, এখনই যুদ্ধ নিশান উড়াইয়া রণভেরী বাজাইয়া দেও।”

ওমর অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন “কেবল অস্ত্র লইতে বিলম্ব” ওমরকে বিদায় করিলেন। কিন্তু সুরার মোহিনী শক্তিতে তাঁহাকে শয্যায় শায়িত করিল। সুরে! আজ অপাত্রের হস্তে পড়িয়া দুর্নামের ভাগী হইলে। কুখ্যাতির ধ্বজা উড়াইয়া দিলে, অতি তুচ্ছ, হেয় বলিয়া ভদ্র সমাজে অপূচ্ছ হইলে। দশ বার বলিব, তোমারই কল্যাণে তোমারই কুহকে, মহারাজ এজিদ, যুদ্ধ সাজে সজ্জিত না হইয়া, শয্যাশায়ী হইলেন! যুদ্ধের আয়োজনই বা কি চমৎকার। সুরে! তোমারই প্রসাদে আজ এজিদের এই দশা। তুমি দূর হও। বীরের অন্তর হইতে দূর হও, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় হইতে দূর হও,—সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষীর চিত্ত হইতে দূর হও, সংসারীর নয়নপথ হইতে দূর হও।—দূর হও—তুমি দূর হও। জগত হইতে দূর হও।

ত্রিংশ প্রবাহ।

তমময়ী নিশা কাহাকে হাসাইয়া কাহাকে কাঁদাইয়া কাহারও সর্ব্বনাশ করিয়া যাইবার সময়, স্বাভাবিক হাসি টুকু হাসিয়া,—চলিয়া গেল। মহম্মদ হানিফার শিবিরে, ঈশ্বর উপাসনার ধুম পড়িয়া গেল। নিশার গমন, দিবা করের আগমন—এই সংযোগ শুভ সন্ধি সময়ে, সকলের মুখেই ঈশ্বরের নাম—সেই অদ্বিতীয় দয়াল প্রভুর নাম,—নুরনবি মহম্মদের নাম সহস্র প্রকারে—সহস্র মুখে। নিশার ঘটনা নিশাবসান না হইতেই গাজি রহমান প্রধান প্রধান যোধ ও মহম্মদ হানিফ নিকট, আদি অন্ত বিবৃত করিয়াছেন। সকলেই বন্দীগণকে, দেখিতে সমুৎসুক।

আজ প্রত্যুষেই দরবার—আড়ম্বর শূন্য রাজ দরবার, সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাবে—ভ্রাতৃ ব্যবহারে। পদ গৌরবে কেহই গৌরাবন্বিত নহেন—সকলেই ভাই—সকলেই আত্মীয়, সকলি সমান।—

ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিলেন। মহম্মদ হানিফ, গাজি রহমান, মসহাব কাক্কা প্রভৃতি এবং প্রধান২ সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই আসিয়া সভায় যোগ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে এক জন বন্দী সৈন্য বেষ্টিত হইয়া সভা মধ্যে উপস্থিত হইল।

গাজি রহমান গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "আপনি যেই হউন মিথ্যা কথা বলিয়া পাপ গ্রস্থ হইবেন না, এই আমার প্রার্থনা।"

বন্দী বলিলেন "আমি মিথ্যা বলিব না"

"সুখি হইলাম। আপনি কোন্ ধর্ম্মে দিক্ষিত?"

"আমি পৌত্তলিক।"

"আপনার ধর্ম্মে, অবশ্যই আপনার বিশ্বাস আছে।"

"বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্ম কি?"

"মিথ্যা কথা কহা যে, মহাপাপ সকল ধর্ম্মই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে বলুন ত? কি উদ্দেশে নিশিথ সময়ে এ শিবির দিকে আসিতে ছিলেন?"

"সন্ধান লইতে"

"কি সন্ধান ?"

"শত্রু শিবিরে যে সন্ধান পাওয়া যায় সেই লাভ।"

"আপনি কি এজিদ পক্ষীয় ?"

"আমি দামস্ক মহারাজের সেনাপতি। আমার নাম ওত‍্বে অলিদ।"

"ভাল কথা, কিন্তু আমার—"

"আর বলিতে হইবে না। আমি বুঝিয়াছি। আপনার সন্দেহ এখনই দূর করিতেছি। আমরা ছদ্মবেশী হইয়া আসিয়াছিলাম, এই দেখুন, উপরিস্থ এ বসন কৃত্রিম।"

ওতবে অলিদ কৃত্রিম বসন পরিত্যাগ করিলেন। কারুকার্য্যখচিত সৈন্যাধ্যক্ষের বেশ—দোলায়মান অসি। সভাস্থ সকলে, স্থির চক্ষে অলিদের আপাদ মস্তক প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

গাজি রহমান পুনরায় বলিলেন, "আপনি আমাদের মাননীয়। আপনার নাম আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। আপনার অনেক বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি, আপনি অতি মহৎ সেই মহৎ নাম যাহাতে রক্ষা পায় তাহার মত কার্য্য করিবেন।"

"বলুন ! আমি যখন বন্দী আমার জীবন আপনাদের হস্তে। এ অবস্থায় আমার নিজের কি ক্ষমতা আছে যে তদ্দ্বারা আমি আমার মহত্ব রক্ষা করিব। অলিদ এখন আপনাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী—আপনাদের দাস।

"যেমন শুনিয়াছিলাম তেমনই দেখিলাম। আপনার জীবন যখন আমাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন, আর কোন চিন্তা নাই। ঈশ্বর আপনার সেই মহত্ব, সেই মান—সম্ভ্রম জীবন, সকলই রক্ষা করিবেন। আপনি আমাদের সকলের পূজনীয়"

"আমিও ভ্রাতৃভাবে পরাস্ত স্বীকারে এই তরবারী রাখিলাম। এ জীবনে আপনাদের বিনা অনুমতিতে এ হস্তে আর অস্ত্র ধরিব না, এই রাখিলাম।"

অলিদ, গাজি রহমান সম্মুখ অস্ত্র রাখিয়া দিলে, রহমান বিশেষ আগ্রহে ওলিদকে আলিঙ্গন করিলেন। উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। এবং

সমাদরে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া পুন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সঙ্গিদ্বয়ের পরিচয় কি ?”

“দুইজনের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গি, অপর এক জনকে আমি চিনি না। যিনি আমার সঙ্গি তাঁহার পরিচয় তিনিই দিবেন। যদি তাঁহার কোন কথায় সন্দেহ হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি যাহা জানি অবশ্যই বলিব।”

গাজি রহমানের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় বন্দী (মরিয়ান) প্রহরি বেষ্টিত হইয়া সভা মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলের চক্ষু দ্বিতীয় বন্দীর প্রতি, বন্দীর চক্ষুও সকলের প্রতি। বন্দী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শান্ত ভাব। রোষ, ঘৃণা, অবজ্ঞার চিহ্নের নাম মাত্র সভায় নাই। পদমর্য্যদার গৌরব, ক্ষমতার ন্যূনাধিক্যে পরিচ্ছদের জাঁক জমক, উপবেশনের ভেদাভেদ কিছু মাত্র সভায় নাই।—সকলেই এক।—সকলেই সমান—সকলেই ভ্রাতঃ—ভ্রাতৃভাব মূল মন্ত্রে ইহারাই যেন যথার্থ দিক্ষীত। দেখিলেন, সভাস্থ প্রায়ই তাঁহার অপরিচিত। ক্রমে সকলের চক্ষুর সহিত তাঁহার চক্ষুর মিলন হইল। আকেল আলি (বাহরাম) প্রতি চক্ষু পড়িতেই, রোষের সহিত ঘৃণা, উভয়ে একত্র মিশিয়া চক্ষুকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল। সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাঁহারই প্রিয় সহচর অলিদ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, হানিফের দলে মিশিয়াছেন।

মরিয়ান মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, “একি কথা! বেশ পরিত্যাগ—দলে আদৃত—অস্ত্র সভা তলে—একি কথা ?”

অলিদ প্রতি বার বার চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরবরের বিশাল চক্ষু অন্য দিকে;—সে চক্ষু মরিয়ানের মুখ আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। মরিয়ান কি করিবেন কোন উপায় নাই যে দিকে দৃষ্টি করেন সেই দিকেই প্রহরি। সেই দিকেই জ্যোতি হর শাণিত অস্ত্রের চাকচক্য।

মনে মনে বলিলেন, “তবে কি আর শিবিরে যাইতে পারিলাম না? তবে কি আর মহারাজ সহিত দেখা হইল না? হায়! হায়! তবে কি দামস্কের স্বাধীনতা—?”

মরিয়ানের মনের কথা শেষ না হইতেই গাজি রহমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় আপনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ?”

“ধর্ম্মের পরিচয়ে আপনার প্রয়োজন কি ?”

"প্রয়োজন এমন কিছু নহে, তবে মহম্মদীয় হইলে আপনি অবধ্য, সহস্র প্রকারে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিলেও আপনি ভ্রাতঃ—এক প্রাণ,—এক আত্মা—এক হৃদয়।"

"আমি মহম্মদের শিষ্য।"

"মিথ্যা কথায় কি পাপ তাহা বোধ হয় আপনার অজানা নাই, ধর্ম্ম মাত্রেই মিথ্যার বিরোধী"

"—বিরোধি বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষার জন্য বিধিও আছে।"

"—তবে কি আপনি প্রাণ রক্ষার জন্য মিথ্যা বলিবেন?"

"আমি মিথ্যা বলিব না, বিধি আছে তাহাই বলিলাম।"

"—বলুন আপনি কে? আর কি কারণে রাত্রে এ শিবিরে আসিতে-ছিলেন?"

"আমি পথিক, চাকুরির আশায়, আপনাদের নিকট আসিতে ছিলাম।"

"আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"আমি মক্কাট হইতে আসিতেছি।"

"আপনার সঙ্গে যাঁহারা ধৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আপনার সঙ্গি?"

"আমার সঙ্গি কেহ নাই আমি তাহাদিগকে চিনি না।"

"একি কথা! অলিদ মহামতি কি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন?"

"প্রাণ বাঁচাইতে কেনা, মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে? আমি অলিদকে চিনি না। আমার পূর্ব্বে যদি কেহ কোন কথা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কথাই যে সম্পূর্ণ সত্য, একথা আপনাকে কে বলিল? এ বিশ্বাস আপনার কিসে জন্মিল?"

"কিসে যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস জন্মিল, সে কথা শুনিয়া আপনার প্রয়োজন নাই; কিন্তু আপনার কথায় আমি নিতান্তই দুঃখিত হইলাম। এখনই আপনাকে সত্য মিথ্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে পারি, কিন্তু তৃতীয় বন্দীর কথা না শুনিয়া কিছুই বলিব না। অনর্থক আমাদের অস্থির মনকে ভ্রম পথে লইয়া যাইবেন না।"

"আমি ভ্রম পথে লইতেছি না। আপনারা নিজে ভ্রমে কূপে পড়িয়া-ছেন।"

"সে সত্য, কিন্তু একটী মিথ্যাকে সত্য করিয়া পরিচয় দিতে, সাতটী মিথ্যার প্রয়োজন, তাহাতেও শ্রোতার মনের সন্দেহ দূর হয় কি না সন্দেহ। আপনার পরিচয় জানিতে আমাদের বেশী আয়াস আবশ্যক করিবে না, তবে তৃতীয় বন্দির কথা না শুনিয়া আপনাকে আর কিছুই বলিব না। কিন্তু আপনার প্রতি আমার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেই প্রহরীগণ কঠিন বন্ধনে মরিয়ানের হস্ত দ্বয় তখনই বন্ধন করিল। গাজি রহমান পুনরায় বলিলেন "তৃতীয় বন্দিকে বিশেষ সাবধান সতর্কে আনিবে, ক্রমেই সন্দেহের কারণ হইতেছে।"

সভামধ্য হইতে—ওমর আলি, বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিবর! বন্দীর আকার প্রকারে কথার স্বরে, আমি চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু বেশের পরিবর্ত্তনে একটু সন্দেহ হইয়াছে মাত্র। বন্দির গাত্রের বসন উন্মোচন করিতে আজ্ঞা করুণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই বন্দি এজিদের প্রধাণ মন্ত্রি মরিয়ান। কাল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইঁহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে, হাসি তামাসা করিতেও বাকী রাখি নাই।"

গাজি রহমানের ইঙ্গিতে প্রহরিগণ মরিয়ানের সেই ছদ্ম বেশ উন্মোচন করিতেই, মহামূল্য মনি মুক্তা খচিত বেশ প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িল। ওমর আলি আক্কেল আলি। রাহরাম [illegible] বিশেষ রূপে মরিয়ানকে চিনিতেন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন---"এই মরিয়ান।---এই সেই মরিয়ান।"

গাজিরহমান বলিলেন, কি ঘৃণার কথা! সর্ব্ব শ্রেষ্ট সচিবের এই দশা! মরিয়ানের মন এত নীচ, বড়ই দুঃখের বিষয়। ইহার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিবেন না, দেখি তৃতীয় বন্দীর সত্য বাদিত্ব। এবং এই মরিয়ান সম্বন্ধে তিনিই বা কি জানেন। এই ক্ষণে ইহাকে সভার এক প্রান্তে বিশেষ সতর্ক ভাবে রাখিতে হইবে।"

মন্ত্রি বরের আদেশে মরিয়ান বন্ধন দশায় প্রহরী বেষ্টিত হইয়া, সভার এক প্রান্তে রহিলেন।

এদিকে তৃতীয় বন্দি সভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিলেন না। প্রহরীগণ যে দিকে লইয়া চলিল তিনি সেই দিকে ঈশ্বরের নাম করিয়া চলিলেন। প্রহরীগণ গাজি রহমান সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল।

জয়নাল আবেদিনকে দেখিয়া দরবারের যাবতীয় লোকের মনে সেই এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। সে ভাবের কথা কে বলিবে? সে কথা কে মুখে আনিবে? শত্রুর জন্য মন আকুল এ কথা কে বলিবে? সকলের মনেই ঐ ভাব—ঐ স্নেহ পূর্ণ পবিত্র ভাব—কিন্তু মনের কথা মন খুলিয়া মুখে বলিতে কেহই সাহসী হইলেন না। মহম্মদ হানিফ জয়নালের মুখাকৃতি স্থির নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কত কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। বন্দির মুখাকৃতি, শরীরের গঠন দেখিয়া, ভ্রাতৃবর হোসেনের কথা মনে পড়িল। জয়নাল নাম হৃদয়ে জলন্ত ভাবে জাগিতে লাগিল।

গাজি রহমান বিশেষ ভদ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনার পরিচয় দিয়া আমাদিগের মনের ভ্রান্তি দূর করুণ।"

জয়নাল আবিদিন সভাস্থ সকলকে অভি বাদন করিয়া বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন, "আমার পরিচয় জন্ত আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। আমার প্রার্থনা যে, আর দুইজন যাঁহারা আমার সঙ্গে ধৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এই স্থানে আনিতে অনুমতি করুণ।"

গাজি রহমান একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "বন্দীদ্বয় এই সভা মধ্যেই আছে। তাহাদিগের দ্বারা আপনার কি প্রয়োজন? তাহা স্পষ্ট ভাবে বলিতে হইবে"

"আমার প্রয়োজন অনেক।—তবে গত রাত্রে আমার সহিত যখন তাহাদের দেখা হয়, তখন এক জনকে আমি বিশেষ করিয়া চিনিয়াছি; কিন্তু রাত্রের দেখা তাহাতেই কিছু সন্দেহ আছে।"

"তবে আপনি কি তাহাদের সঙ্গি নন্?"

"আমি কাহারও সঙ্গি নহি, আমি নিরাশ্রয়।"

গাজি রহমান আর কথা না কহিয়া অঙ্গুলিদ্বারা অলিদকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখুন ঐ এক বন্দি।"

জয়নাল আবিদিন, ওতবে অলিদকে কারবালার প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন বটে, তাহাকে বিশেষ রূপে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, আমি ইহাকে বিশেষরূপ চিনিতে পারিলাম না। আমি যে পাপাত্মা জাহান্নামীর কথা বলিয়াছি, ... সেই প্রস্তর খণ্ডের নিকট যাহাকে দেখিয়াছি, চাকুরি করিতে

মদিনা হইতে দামস্কে আসিতেছে তাহাও শুনিয়াছি, তাহারই আমার বেশী প্রয়োজন।"

গাজি রহমানের আদেশে প্রহরীগণ বন্ধন অবস্থায় মরিয়ানকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

"জয়নাল বলিলেন, রে পামর! তোকে গত নিশিতেই চিনিয়াছিলাম চিনিয়া কি করিব, আমি নিরস্ত্র।"

মরিয়ান বন্দী অবস্থাতেই বলিলেন, আমি সসস্ত্র থাকিয়াই বা কিকরিলাম। কি ভ্রম! কি ভ্রম! সুযোগ সুবিধা মত তোমাকে পাইয়াও যখন আমার এই দশা, তখন আর আশা কি?"

"অরে নরাধম! ঈশ্বর কি না করিতে পারেন, তাঁহার ক্ষমতা তুই কি বুঝিবি পামর।"

"আমি বুঝি বা নাবুঝি মনের দুঃখ মনেই রহিয়া গেল।"

সভাস্থ সকলে মহা চঞ্চল চিত্ত হইয়া উঠিতেই গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিয়া জয়নাল আবিদিন বলিতে লাগিলেন, "সভাস্থ মহোদয়গণ আমার পরিচয়।"

এই দুইটী শব্দ জয়নালের মুখ হইতে বহির্গত হইতেই সকলে নীরব হইলেন। সকলেই সমুৎসুকে জয়নালের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

জয়নাল বলিলেন, "আমরা এক সময়—বন্দী অথচ পরস্পর শত্রুভাব। ইহা কম আশ্চর্য্যের কথা নহে। অগ্রে এই পাপাত্মার, পরিচয় দিয়া শেষে আমার কথা বলিতেছি। ইহার নাম জগত রাষ্ট্র। এই পাপাত্মার মন্ত্রণাতেই মহাত্মা হাসন বংশ বিনাশ। প্রভু হোসেনের বংশও সমূলে ধ্বংশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। সে কথা এই দুরাচারই নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে। "কি ভ্রম! কি ভ্রম!" এই নরাধমই সকল ঘটনার মূল। সেই সকল সাংঘাতিক ঘটনার বিষয় যাহা আমি আমার মাতার নিকট শুনিয়াছি, আর যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; সংক্ষেপে বলিতেছি। আমি আপনাদের নিকট বিচার প্রার্থী।

সভাস্থ সকলে বিশেষ মনযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। জয়নাল গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

"এই নরাধম, এজিদ পক্ষ হইতে আপন নাম সাক্ষর করিয়া মহাত্মা হাসেন নিকট, মক্কা মদিনার কর চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। এই পামরই হাসেন বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে, পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা হরণ করিতে, মদিনায় আসিয়া প্রথম পরাস্ত হয়। মায়মুনার যোগে, জায়দার সাহায্যে হীরক চূর্ণ দ্বারা, মহাত্মা হাসেনের জীবন অকালে বিনাশ করিয়াছে। এই দুরাচারই কুফা নগরের আবদুল্লা জেয়াদকে টাকায় বশীভূত করিয়া মহা বীর মস্‌লেমের, জীবন শেষ করিয়াছে। এই নারকিই কারবালায় মহা সংগ্রাম ঘটাইয়াছে।—কৌশলে ফেরাত কূল বন্ধ করিয়া শত সহস্র যোধকে শুষ্ককণ্ঠা করিয়া বিনাশ করিয়াছে। কি দুঃখের কথা।—তীক্ষ্ণ তীর দ্বারা দুগ্ধপোষ্য বালকের বক্ষ ভেদ করাইয়া জগৎ কান্দাইয়াছে। অন্যায় যুদ্ধে মহাবীর ওহাবকে বধ করিয়াছে। কত বলিব, এই পাপাত্মাই আরবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বীর! জয়নালের চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। করুণস্বরে বলিলেন, "আরবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বীর! কাসেমের জীবলীলা শেষ করিয়াছে, এই পাপাত্মাই পতিপরায়ণা সখিনা দেবীর আত্মঘাতির কারণ হইয়াছে। আর কত বলিব, এই জাহান্নামী কাফের মরিয়ানই, পুণ্যাত্মা পিতা প্রভু হোসেনের জীবন—"

জয়নালের মুখে আর কথা সরিল না, চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিতে লাগিল। মহম্মদ হানিফ হৃদয়বেগ সম্বরণে অধীর হইয়া "হা ভ্রাতঃ হাসেন! হা ভ্রাতঃ হোসেন! বাবা জয়নাল। হানিফার অন্তরাত্মা শীতল কর বাপ্। এই কথা বলিয়া কান্দিতে কান্দিতে জয়নালকে বক্ষে ধারণ করিলেন। শোক-বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সভাস্থ আর আর সকলে—ক্রোধে রোষে, দুঃখে, শোকে, একপ্রকার জ্ঞান হারা হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই সেই মরিয়ান? এই সেই মরিয়ান? মার সয়তানে।"

গাজি রহমান বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সভাস্থ সকলের সে, উগ্র-মূর্ত্তী, সে বিকট ভাব, পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না। কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। শেষে মহম্মদ হানিফার কথা পর্য্যন্ত কেহ গ্রাহ্য করিল না। "মার সয়তান" বলিতে বলিতে পাদুকাঘাত, মুষ্টাঘাত; অস্ত্রাঘাত, যত প্রকার আঘাত আছে বজ্রাঘাতের ন্যায় মরিয়ানের শরীরে পড়িতে লাগিল।

চক্ষের পলকে মরিয়ান-দেহ ধূলায় লুটাইয়া শোণিতধারে সভাতল রঞ্জিত করিল।

মরিয়ান অস্ফুট স্বরে বলিলেন, জয়নাল আবিদিন! আমি তোমার ভালও করিয়াছি, মন্দও করিয়াছি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু সম্মুখে মহা ভীষণ রূপ। এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমি কখনও দেখি নাই। আমাকে রক্ষা কর।"

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, "মরিয়ান ঈশ্বরের নাম কর, এসময়ে তিনি ভিন্ন রক্ষার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। জলন্ত বিশ্বাসের সহিত, সেই দয়াময়ের নাম, মনে মুখে উচ্চারণ কর!"

মরিয়ান আর্ত্তনাদ সহকারে বিকৃত স্বরে বলিলেন, "আমি মরিয়ান, আমি মরিয়ান! রাজ মন্ত্রি মরিয়ান! আমাকে মারিও না। দোহাই তোমার আমাকে মারিও না। অগ্নিময় লৌহদণ্ডে আমাকে আঘাত করিও না। আমি ও অগ্নি সমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমি মিনতি করিয়া, দুখানি পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ও অগ্নিসমুদ্রে আমাকে নিক্ষেপ করিও না। দোহাই তোমার, রক্ষা কর। দোহাই তোমাদের। আমায় রক্ষা কর। আমি এজিদের প্রধান মন্ত্রি—আমাকে আর মারিও না। প্রাণ গেল—আমি যাইতেছি। ঐ আগুণে প্রবেশ করিতেছি—রক্ষা কর।"

বিকট চিৎকার করিতে করিতে মরিয়ানের প্রাণ পাখি দেহ-পিঞ্জর হইতে অদৃশ্য ভাবে উড়িয়া গেল। আঘাতিত রক্ত মাখা দেহ সভাতলে পড়িয়া রহিল।

মহম্মদ হানিফ,—গাজি রহমান, ওমর আলি, মসহাব কাক্কা প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতাগণ! এখন আর চিন্তা কি? এখন প্রস্তুত হও, যাহার জন্য এতদিন সঙ্কোচিত ছিলাম, যাহার জীবনের আশঙ্কা করিয়া এতদিন নানা সন্দেহে সন্দিহান হইয়াছিলাম, আজ সে জীবনের জীবন,—নয়নের পুত্তলি—হৃদয়ের ধন—অমূল্য নিধি, হস্তে আসিয়াছে। ঈশ্বর আজ তাহাকে আমাদের হস্তগত করাইয়াছেন, আর ভাবনা কি? এখনি প্রস্তুত হও? এখনি সজ্জিত হও? এখনি এজিদ বধে যাত্রা করিব? শুন, ঐ শুন! এজিদ শিবিরে, যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে। রহমানের স্বীকৃতবাক্য রক্ষা হইল।

ঈশ্বরই চারিদিক পরিস্কার করিয়া দিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বও এখন সহ্য হই-তেছেনা। শীঘ্র প্রস্তুত হও, অদ্যই দুরাত্মার জীবন শেষ করিয়া পরিজনদিগকে বন্দীগৃহ হইতে উদ্ধার করিব।"

সকলে মনের আনন্দে যুদ্ধ সাজে ব্যাপৃত হইলেন। মহম্মদ হানিফ জয়নালকে, ওতবে অলিদের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এই অলিদ কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "এজিদের জন্য অনেক করিয়াছি, হাসেন হোসেন প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি। আমি উহা পারিব না" সেই কথা কএকটা আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। আমি সেই কারণেই ইহাঁকে মসহাব কাক্কার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি। এই অলিদ যদি এ প্রকারে আমাদের হস্তগত না হইতেন, তাহা হইলেও আমি কখনই ইহার প্রাণের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইতাম না। জানিতপক্ষে কাহাকে আক্রমণ করিতেও দিতাম না। এই মহাত্মা প্রকাশ্য পৌত্তলিক অন্তরে মুসলমান।"

জয়নাল আবিদিন বলিলেন, "আর প্রকাশ্য, গোপন, দ্বিভাবের প্রয়োজন কি?"

অলিদ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "হাজরাত! আমি অকপটে বলি-তেছি, আপনি আমাকে সত্য ধর্ম্মে দিক্ষিত করুণ।"

জয়নাল "বেস্‌মেল্লাহ" বলিয়া ওতবে অলিদকে এসলাম ধর্ম্মে দিক্ষিত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অলিদ অন্তরে সে সত্য ধর্ম্মের জলন্ত বিশ্বাস "ঈশ্বর এক—সেই এক ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই" অক্ষয় রূপে নিহিত হইল।

মহম্মদ হানিফ অলিদকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর আপ-নার মঙ্গল করুন, নুরনবী মহম্মদ প্রতি অটল ভক্তি হউক, দয়াময় আপনাকে জেন্নাতবাসী করুণ, এই আশীর্ব্বাদ করি।"

জয়নাল আবেদিনও অলিদের পরকাল উদ্ধার হেতু অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে মহা ঘোর নিনাদে যুদ্ধ বাজনা বাজিয়া উঠিল, সৈন্যগণ, সৈন্যা-ধ্যক্ষগণ, মনের আনন্দে সজ্জিত হইয়া শিবির বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমরআলি, মসহাব কাক্কা প্রভৃতিও মনমত বেশ ভুষায় ভূষিত, ও নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, জয়নাল অবিদিনকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন মহম্মদ

হানিফ বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতগণ ! আজ সকলকেই ভ্রাতঃ সম্বোধনে বলিতেছি। আমার বংশের সমুজ্জল রত্ন, এমাম বংশের মহা মূল্য মণি,—মদিনার রাজা প্রাণাধিক জয়নাল আবিদিনকে ঈশ্বর কৃপায় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যত ভাবনা, জয়নালের জীবনের আশঙ্কা, আমার সদা চিন্তিত অন্তর হইতে শমিত হইয়া বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছে। এ নিদারুণ দুঃখ সিন্ধু হইতে শীঘ্রই উদ্ধার হইব সে ভরসাও হৃদয়ে জন্মিয়াছে। আজ হৃদয়ে মহাতেজ প্রবেশ করিয়াছে, আনন্দে বক্ষ স্ফীত হইয়া বাহুদ্বয় মহা বলে বলিয়ান বোধ হইতেছে। ভ্রাতঃগণ ! আমাদের পরিশ্রম, স্বার্থক হইল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, প্রকৃতি আজ আমাদের সানুকুলে থাকিয়া, অলক্ষিত ভাবে নানাবিধ শুভ চিহ্নে শুভ যাত্রার শুভ লক্ষণ দেখাইতেছেন। নিশ্চয় আশা হইতেছে যে, এই যাত্রায় এজিদ বধ করিয়া আমার পরিজনকে বন্দি গৃহ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। ভ্রাতঃগণ-এইশুভ সময়ে এই আনন্দ উচ্ছাস সময়ে, আমার একটি মনসাধ পূর্ণ করি। জগত পুজিত মদিনার সিংহাসন— আজ সজিব করি। আমাদের সকলের নয়নের, জগতের যাবতীয় এসলাম চক্ষের পুত্তলি, হৃদয়ের ধন, অমূল্য মণিকে আমরা আজই শিরে ধারণ করি। ভ্রাতগণ ! মনের হরিষে প্রাণাধিক জয়নাল আবিদিনকে আজই এই স্থানে এই দামস্ক প্রান্তরে মদিনার রাজপদে অভিষেক করি।"

সমস্বরে সম্মতিসূচক আনন্দ ধ্বনীর প্রতিধ্বনিতে গগন আচ্ছন্ন করিল। মহম্মদ হানিফ বেস্‌মেল্লাহ বলিয়া রাজমুকুট, মণি মুক্তা খচিত তরবারী, জয়নাল অবিদিনের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। ওমর আলি মসাহাব কাক্কা গাজি রহমান প্রভৃতি যথারীতি অভিবাদন করিয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ সহিতে জয়নাল আবিদিনের জয় ঘোষণা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন রাজগণ নতশিরে অভিবাদন করিয়া উপঢৌকনাদি জয়নাল সম্মুখে রাখিয়া নবীন রাজাকে অন্তঃরের সহিত আশীষ করিলেন। মদিনা এবং নানা দেশ বিদেশীয় সৈন্যগণ অস্ত্র রাখিয়া সমস্বরে মদিনার সিংহাসনের জয় ঘোষণা করিলেন।

"মহম্মদ হানিফ পুনরায় বলিলেন, ভ্রাতগণ ! এখন সকলেই স্ব স্ব অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রথমে ঈশ্বরের নাম, পরিশেষে নূরনবী মহম্মদের নাম সর্ব্বশেষে নবীন ভূপতির জয় ঘোষণা করিয়া বীরদর্পে দণ্ডায়মান হও।"

হানিফার কথা শেষ নাইতেই গগণ ভেদী শব্দ হইল—ঈশ্বরের নামের পর নুরনবী মহম্মদের প্রশংসার পর, "জয় মদিনার সিংহাসনের জয়,—জয় নবীন ভূপতির জয়,—জয় জয়নাল আবিদিন মহারাজের জয়"

আবার মহাম্মদ হানিফ বীরদর্পে বীরভাবে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতগণ ! এই অসি ধারণ করিলাম,—বীরবেশে সজ্জিত হইলাম,—আর ফিরিব না।— তরবারী কোষে আবদ্ধ করিব না। যত দিন এজিদ বধ, পরিজনগণের উদ্ধার, না হয় তত দিন এই বেশ এই বীরবেশ অঙ্গে থাকিবে। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গী, আমিও আজ সৈন্য, আমিও আজ জয়নালের আজ্ঞাবহ। সকলেরই আজ এই প্রতিজ্ঞা—ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা। এই যাত্রাই হয় এজিদের বধ,—না হয় জীবনের শেষ। দিবা অবসান হউক, নিশা আগমন করুক,—আবার সূর্য্যের উদয় হউক—এজিদ বধ।—এজিদ বধ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের এই বেশ—এই বীরবেশ। বিশ্রামের নাম করিবনা, যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবনা, পশ্চাৎ ছুটিব না—জীবনপণ—হানিফার জীবনপণ,—এজিদ বধে সকলের জীবন পণ। আজিকার যুদ্ধে বিচার নাই, ব্যূহ নাই, কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই, মার কাফের, জ্বালাও শিবির,—কাহার অপেক্ষা কেহ করিবে না, কাহারও উপদেশ প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখিবে না, আজ সকলেই সেনাপতি—সকলেই সৈন্য। সকলের মনেই যেন এই কথা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জাগে মহাত্মা হাসেন হোসেনের পরিজন উদ্ধার করিতে জীবন পণ, —দামস্ক রাজ্য সমভূমি করিতে জীবন পণ।—

ভ্রাতাগণ ! মনে কর আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন—এবং শেষ সময়। শত্রু দলকে চক্ষে দেখা ভিন্ন আপন সহযোগী সৈন্য সামন্ত প্রতি কেহ লক্ষ্য করিবে না। আজ হাসেনের শোক, হোসেনের শোক, কাসেমের শোক, এই তর বারীতে নিবারণ করিব। সেই মনের আগুণ এই শাণিত অস্ত্রের সহায়ে এজিদ শোণিতে আজ কথঞ্চিৎ নিবারণ করিব। আজ কাফের বধ করিয়া কারবালার প্রতিশোধ দামস্কে প্রান্তরে লইব। "লহর" নদী বহাইব !— মরুভূমে রক্তের প্রবাহ ছুটাইব, শত্রুর মনকষ্ট দিতে আজ কাহারও বাধা মানিব না।—কোন কথা শুনিবনা। ঐ জাহান্নমী কাফের মরিয়ানের মস্তক কাটিয়া এক বর্শায় বিদ্ধ কর। পাপীর দেহ শতখণ্ডে খণ্ডিত কর। মস্তক এবং

খণ্ডিত দেহ খণ্ড সকল, বর্শার অগ্রে বিদ্ধ করিয়া ঘোষণা করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাও। এবং মুখে বল, "এই সেই কাফের মরিয়ান, এই সেই মন্ত্রি মরিয়ান, এই সেই এজিদের মরিয়ান।"

হানিফার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে মদিনা বাসী কয়েক জন নবীন যোধ অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুটীয়া আসিয়া ''এই সেই মরিয়ান" এই সেই মন্ত্রি মরিয়ান, "এই সেই এজিদের প্রিয় মরিয়ান" এই সেই নরাধম পিশাচ, ইত্যাদি শত প্রকার সম্বোধন করিয়া মরিয়ানের দেহ—এক, দুই, তিন ইত্যাদি ক্রমে গণিয়া শত খণ্ডে খণ্ডিত করিল, বর্শার অগ্রে বিদ্ধ করিতে, ক্ষণ কালও বিলম্ব করিলনা।

মহাম্মদ হানিফ বলিলেন, ভ্রাতাগণ! হানিফা এই অস্ত্র ধরিল। পুনরায় বলিতেছি, ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিতেছি এজিদ বধ না করিয়া এ অস্ত্র আর কোষে উঠিবে না। ভ্রাতাগণ: আমার অসহায়া পরিজন দিগের কথা মনে রাখিও এই আমার প্রার্থনা। গাজি রহমান উপযুক্ত সৈন্য লইয়া জয়নাল আবিদিন সহ আমাদের পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর ফিরিব না। আর শিবিরের আবশ্যক নাই। বিশ্রাম উপযোগী দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। জীবন রক্ষা হইলে আজই সবিস্তার দামস্ক রাজ্যলাভ হইবে। জয়নালকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে বিশ্রাম বিলাস সকলই পাইব। আর যদি জীবন শেষ হয়, তবে কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইবে না। ভাঙ্গ শিবির, লুটাও জিনিশ! এই কথা বলিয়াই হানিফ, অশ্বারোহণ করিলেন, সকলে সমস্বরে ঈশ্বরের নাম সপ্তবার উচ্চারণ করিয়া ঘোরনাদে, মহারাজ জয়নালের জয় ঘোষণা করিয়া, দুই একপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন মরিয়ানের খণ্ডিত দেহ একশত বর্শায় বিদ্ধ হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। শিবির বাহির হইয়া পুনরায় ভীমনাদে ঈশ্বরের নাম করিয়া এজিদ বধে যাত্রা করিলেন, সম্মুখে শত বর্শা ধারীগণ সমস্বরে বলিতে লাগিল। "এই সেই কাফের মরিয়ান, এই সেই মন্ত্রি মারিয়ান, এই সেই এজিদের প্রিয় মরিয়ান" আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের নাম এবং নবীন, রাজের জয় ধ্বনীতে দামস্ক প্রান্তর কম্পিত হইতে লাগিল; এজিদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মস্তক ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মনের বেদনাও আছে, শরীর অলস, স্ফূর্ত্তি

বিহীন,দুর্ব্বল, নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। পুনরায় সেই ভয়াবহ হৃদয় কম্পিত, জ্ঞান রহিত, ভীষণ শব্দ এজিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেই এজিদ, সেই আরক্তিম নয়নে, পরিশুষ্কমুখে শয্যা হইতে, চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর কাঁপিতে লাগিল। মহা অস্থির হইয়া শিবির দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন যে, মহা সঙ্কট কাল উপস্থিত। কোথায় মরিয়ান? কোথায় অলিদ? এ দুঃসময় কাহারও সন্ধান নাই। ওমর এবং অন্যান্য সেনাপতিগণ আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। রাত্রের ঘটনার আভাষ বলিতেই সমুদায় কথা এজিদের মনে হইল। বীরদর্পে বলিতে লাগিলেন, ওমর! তুমিই আজ প্রধান সেনাপতি। চিন্তা কি? মরিয়ান গিয়াছে, অলিদ গিয়াছে, এজিদ আছে। চিন্তা কি? যাও, যুদ্ধে। দেও বাধা—মার হানিফে। তাড়াও মুসলমান। ধর তরবার! আমি এখনি আসিতেছি, আজ হানিফার যুদ্ধসাধজীবনের সাধ মিটাইতেছি।

ওমর শিবির বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ব হইতে তুমুল রবে বাজনা বাজাইতে আদেশ করিলেন। মনের উৎসাহে আনন্দে সৈন্যগণ বিষম বিক্রমে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে এজিদ স্বসাজে—রত্নময় বীরসাজে, সজ্জিত হইয়া শিবির বাহির হইয়াই, বলিলেন, সৈন্যগণ! মরিয়ানের জন্য দুঃখ নাই, অলিদের কথা তোমরা কেহ মনে করিও না। আমার সৈন্যধ্যক্ষ মধ্যে বিস্তর অলিদ, বহু মরিয়ান এখনও জীবিত রহিয়াছে। কোন চিন্তা নাই। বীরবিক্রমে আজ হানিফাকে আক্রমণ কর। আমি আজ তোমাদের পৃষ্টপোষক, এজিদের সৈন্য বিক্রম, হানিফার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাসেন দেখিয়াছে—কারবালা প্রান্তরে হোসেন দেখিয়াছে, আমি আজ দামস্কপ্রান্তরে হানিফাকে দেখাইব। মার হানিফ, মার বিধর্ম্মী, তাড়াও মুসলমান। উহারাও বিষম বিক্রমে আসিতেছে, আমরাও মহা পরাক্রমে আক্রমণ করিব। হানিফার যুদ্ধের সাধ আজি মিটাইব। সমস্বরে দামস্ক সিংহাসনের বিজয় ঘোষণা করিয়া ক্রমে অগ্রসর হও।”

এজিদ মহাবীর। এজিদের সৈন্যগণও অশিক্ষিত নহে—প্রভুর সাহসসূচক বচনে উত্তেজিত হইয়া বীরদাপে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিল। আজিকার যুদ্ধ চমৎকার! কোন দলে ব্যুহ নাই, শ্রেণী ভেদ নাই—আত্ম রক্ষার ভাবেও

কেহ দণ্ডায় মান হয় নাই। উভয় দলেরই অগ্রসর, উভয় দলেরই অগ্রে গমনের আশা।

এজিদ, সৈন্য দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, এবং সুযোগ মত হানিফার সৈন্য দলের আগমনও দেখিতেছেন,—অগণিত সৈন্য; সর্ব্বাগ্রে বর্শাধারী। বিশেষ লক্ষকরিয়া দেখিলেন, মানব শরীরের খণ্ডিত অংশ সকল বর্শায় বিদ্ধ। এবং বর্শাধারীগণের মুখে এই কথা, "এই সেই মরিয়ান; প্রধান মন্ত্রি মরিয়ান, এজিদের প্রিয় মরিয়ান" এজিদ সকলই বুঝিলেন, মনে মনে দুঃখিতও হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সে দুঃখ—চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইল না। হাব ভাবেও কেহ বুঝিতে পারিল না। সদর্পে বলিলেন, "সৈন্যগণ! মরিয়ানের খণ্ডিত দেহ দেখিয়া কেহ ভীত হইও না, হাতে পাইয়া সকলেই সকল করিতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র পদনিক্ষেপ কর, বজ্রনাদে আক্রমণ কর, অশনিবৎ অস্ত্রের ব্যবহার কর। আমরাও গাজি রহমানের দেহ সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া, শৃগাল কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইব। কর আঘাত। কর আঘাত।"

যেমনি সম্মিলন, অমনি অস্ত্রের বরিষণ। কি ভয়ানক যুদ্ধ! কি ভীষণ কাণ্ড। প্রান্তরময় সৈন্য, প্রান্তরময় অস্ত্র, প্রান্তরময় সমর। উভয় দলেই আঘাত প্রতি ঘাত আরম্ভ হইল। অসি, বর্শা, খঞ্জর, তরবারী, সকলই চলিল। কি ভয়ানক ব্যাপার! যে যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহার প্রতিই অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। পরিচয় নাই, পাত্রাপাত্র প্রভেদ নাই। কি লোমহর্ষণ সমর! এরূপ যুদ্ধে বাঁচিবার কথা কোন পক্ষেরই নাই। সম্মিলন স্থান উভয় দলে যে বাধা জন্মিয়াছে তাহাতে কোন পক্ষেরই অগ্রসর হইতে সক্ষম হইতেছে না। কেবল সৈন্যক্ষয়, বল ক্ষয়, হইতেছে মাত্র। ওমর আলি মসহাব কাকাপ্রভৃতি দুই এক পদ অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু টিকিতে পারিতেছেন না। মহম্মদ হানিফ এখনও তরবারী ধরেন নাই, কেবল সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভৈরব নিনাদে দামস্ক প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। সৈন্যগণ সময় সময় "আল্লাহু," "আল্লাহু" শব্দ করিয়া গগনপর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।

এখনও মহম্মদ হানিফ তরবারী ধরেন নাই। দুল দুলে কশাঘাত করিয়া সৈন্য শ্রেণীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া দেখিতেছেন। যে খানে একটু মন্দভাবে তরবারী চলিতেছে, সেই খানেই, সেই দলের পৃষ্ট পোষক হইয়া দুই চারিটী কথা কহিয়া কাফের বধে উৎসাহ দিতেছেন। কি লোহহর্ষণ সমর! কি ভয়ানক সমর! বিনা মেঘে বিজলী খেলিতেছে—(অস্ত্রের চাকচৈক্যে,)! হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিতেছে,—(উভয় দলের সৈন্যগণের বিকট শব্দ) অযস্র শিলায় বরিষণ হইতেছে (খণ্ডিত দেহ)। মুষল ধারে বৃষ্টি হতেছে—(দেহ নির্গত রুধির) কি দুর্দ্ধান্ত সমর!

বেতন ভোগী সৈন্যগণ। ইহারা হানিফারকে? এজিদেরই বা কে? হায় রে অর্থ! হায় রে হিংসা! হায় রে ক্রোধ! হানিফের সৈন্যগণ আজ অজ্ঞান;—মদিনা বাসীরা বিহ্বল, পদতলে, অশ্ব-পদতলে—নরদেহ, নর শোণিত; ক্রমেই অগ্রসর! ক্রমেই খণ্ডিত দেহ খণ্ডিত অশ্ব, বিষম সমর!

দৈবাধীন ওতবে অলিদ আর ওমারের যুদ্ধ। কি চমৎকার দৃশ্য! এদৃশ্য কে দেখিবে? ঈশ্বরের মহিমায় যাহার অনুমাত্র সন্দেহ আছে সেই দেখিবে! কাল ভ্রাতৃভাব, আজ শত্রুভাব,—এলীলার অন্ত মানুষে কি বুঝিবে? ওমর বলিলেন—"নিমক হারাম! নিশিথ সময় শিবির বাহির হইয়া, শত্রুদলে মিশিলে? প্রভাত হইতেই আশ্রয় দাতা পালন কর্ত্তা, তোমার চির উপকর্ত্তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিলে? ধিক তোমার অস্ত্রে! ধিক তোমার মুখে! নিমক হারাম! ধিক তোমার বীরত্বে!"

ওতবে অলিদ বলিলেন,—

"ভ্রাত ওমর! ক্রোধে অধীর হইয়া নীচত্ব প্রকাশ করিও না, যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কটু বাক্য ব্যবহার করিও না। ছি ছি! তুমি প্রবীণ, প্রাচীন। সময় গুণে তোমারও কি মতি-ভ্রম ঘটিল। ছি ছি ভ্রাতঃ। স্থির ভাবে কথা বল, কথায় অনিচ্ছা হয় অস্ত্রের সহিত সদালাপ কর!"

"তোমর সঙ্গে কথা কি? তুমি বিশ্বাস ঘাতুক,তুমি নিমক হারাম, তুমি বীরকুলের কুলাঙ্গার।"

"দেখ ভাই ওমর! আমি বিশ্বাষ ঘাতক নহি, নিমক হারাম নহি, কুলাঙ্গারও নহি। মরিযান সঙ্গে আমি বন্দী হইয়াছিলাম। পরাস্ত স্বীকারে

আত্ম সমর্পণ করিয়া সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। সেই একেশ্বরের জ্বলন্তভাব আমার হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে, চক্ষের উপর ঘুরিতেছে, তাই বিধর্ম্মি মাত্রই আমার শত্রু, দেখিলেই বধের ইচ্ছা হয়, কারণ,—এমন নরাকার পশু যে, নিরাকার ঈশ্বরকে সাকারে পূজা করে? আবার যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছি তাহার মিত্র,—মিত্র; তাহার শত্রু পরম শত্রু। আর কি বলিব? তোমাকে গালি দিব না। তোমার কার্য্য তুমি কর, আমার কার্য্য আমি করি।"

দুইজনে কথা হইতেছে এমন সময়, এজিদ, ওমরের নিকট হইয়া যাইতেই, অলিদকে দেখিয়া অশ্ব বলগা ফিরাইলেন।

ওমর বলিতে লাগিলেন "বাদসা নামদার! দেখুন আপনার প্রধান সেনাপতির বীরত্ব দেখুন"

এজিদ দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "অলিদ! এত দিন এত যত্ন করিলাম, পদবৃদ্ধি করিলাম, কত পারিতোষিক দান করিলাম, কত অর্থ সাহায্য করিলাম, তাহার প্রতিফল, তাহার পরিণাম, ফল বুঝি ইহাই হইল?"

"আমি নিমকহারামি করি নাই, কোন লোভের বশীভূত হইয়া আপনার শত্রুদলে মিশি নাই। শত্রুশিবিরে যাইতেছিলাম—দৈব নির্ব্বন্ধনে ধরা পড়িলাম। কি করি, পরাস্ত স্বীকার করিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। পরকাল মুক্তির পথ পরিস্কার করিতেই আজ কাফের বধে অগ্রসর হইয়াছি—অস্ত্র ধরিয়াছি।"

এজিদ রোষে অধীর হইয়া বলিলেন "ওমর! এখনও অলিদশির মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য!"

এজিদ, ওমরকে সজোরে পশ্চাৎ করিয়া অলিদপ্রতি আঘাত করিলেন—কি দৃশ্য! কি চমৎকার দৃশ্য!

অলিদ সে আঘাত বর্ম্মে উড়াইয়া বলিলেন, "আমি আপনার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না। বিশেষ মহাবীর মহম্মদহানিফ যিনি আজ স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছেন তাঁহার নিষেধ আছে।"

এজিদ বলিলেন, "ওরে মুর্খ, একরাত্রি মুর্খ দলের সহবাসে থাকিয়াই দিগ্বিজ্ঞান জন্মিয়াছে—স্বয়ং রাজা সেনাপতি? তবে রাজপদে বরিত হইল কে?

রাজমুকুট শোভা পাইল কাহার শিরে ? রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলে ক্ষতি কি ? সেনাপতি উপাধি লইয়া স্বয়ং রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া থাকেরে বর্ব্বর ?

"এজিদ নামদার ! আমি বর্ব্বর নহি। রাজা সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন না তাহা আমি বিশেষ জানি, মহম্মদ হানিফ তাঁহার রজ্যের রাজা মদিনার কে ?

"মদিনায় আবার কোন্ রাজার আবির্ভাব হইল ?"

"মহাশয় ! যিনি মদিনার রাজা—তিনিই দামস্কের রাজা,—তিনি মুসলমান রাজ্যের রাজা—সেই রাজ রাজেশ্বর, মহারাজাধিরাজ আজ, রাজপদে, বরিত হইয়াছেন। রাজমুকুট তাঁহারই শিরে শোভা পাইতেছে, রাজ অস্ত্র তাঁহারই কটিদেশে দোলিতেছে।"

"অলিদ ! তোমার এরূপ বুদ্ধি না হইলে ভিখারীর ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে কেন ? আমি শুনিয়াছি মহম্মদ হানিফাকেই মদিনার লোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। সমগ্র মুসলমান রাজ্যে মহম্মদ হানিফার নামে কম্পিত হয়,—কেমন নূতন ধার্ম্মিক ?"

'ধর্ম্মের সঙ্গে হাসি তামাসা কেন ? আপনার জ্ঞান থাকিলে, কি আজ আপনি হানিফের বিরুদ্ধে যুদ্ধডঙ্কা বাজাইতে পারিতেন ? আপনি মন্ত্রি হারা, জ্ঞান হারা, আত্ম হারা হইয়াছেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই রাজ্য হারা হইবেন। জীবনের জন্য মহাবীর হানিফ আছেন। আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যাহা তাহার কথা বলিলাম। বলুন ত আজিকার যুদ্ধে স্বার্থ কি ?

"হানিফের জীবন শেষ, জয়নাল আবিদিনের বধ—মদিনার সিংহাসন লাভ ! আর স্বার্থের কথা কি শুনিবে ? সে স্বার্থ অন্তরে, হৃদয়ে,—চাপা।"

"ঈশ্বর ইচ্ছা সকলই অন্তরে চাপা থাকিবে। আর মুখে যাহা বলিলেন, তাহাই কেবল মুখে থাকিল। বলুন ত মহাশয় জয়নাল আবিদিনকে কি প্রকারে বধ করিবেন ?"

"কেন বন্দীর প্রাণ বধ করিতে আর কথা কি ?

"তবে বুঝি রাত্রের কথা মনে নাই। থাকিবে কেন ? সমুদায় কথা পেয়ালায় গুলিয়া পেটে ঢালিয়াছেন ?"

এজিদ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, মনে হইয়ছে। জয়নাল বন্দীগৃহ হইতে পালাইয়াছে। আমার রাজ্য—যাবে কোথা ?"

যেখানে যাইবার সেখানে গিয়াছে। ঐ শুমুন সৈন্যগণ কাহার জয়—ঘোষণা করিতেছে।"

"জয়নাল কি হানিফার সঙ্গে মিশিয়াছে?"

"আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন মহাম্মদ হানিফ আজ সেনাপতি। সৈন্যগণ সহস্র মুখে, প্রতি মুহূর্ত্তে, নব ভূপতির, জয় ঘোষণা করিতেছে। আর কি শুনিতে চাহেন?"

এজিদ মহাব্যস্তে বলিলেন, "অলিদ! তুমি আমার চিরকালের অনুগত, অধিক আর কি বলিব। ঐ দিকে যখন গিয়াছ তখন মন ফিরাও, হানিফের সৈন্যশিরেই তোমার অস্ত্র বর্ষিতে থাকুক। আর কি বলিব, আমার এই শেষ কথা—আমি তোমাকে দামস্ক রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ দান করিব।"

"ওকথা মুখে আনিবেন না। আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করুন, না হয় আমার অস্ত্রের নিকট হইতে সরিয়া যাউন! আমি জয়নাল আবিদিনের দাস, মহম্মদ হানিফার আজ্ঞাবহ। আপনার মন্ত্রি হইয়া লাভ যাহা তাহা ত স্বচক্ষেই দেখিতেছেন, ঐ দেখুন বর্ষার অগ্রভাগ দেখুন, আপনার এক মন্ত্রি একশত এক মরিয়ানরূপ ধারণ করিয়া বর্ষার অগ্রভাগে বসিয়া আছেন।"

এজিদ মহাক্রোধে বলিলেন, "নিমক হারাম, কামজাত, কামিনা, আমার সঙ্গে তামসা? ইহকালের মত তোর কথা কহিবার পথ বন্ধ করিতেছি। সজোরে অলিদশির লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন, অলিদ সে আঘাত বাম হস্তস্থিত বর্ষাদণ্ড দ্বারা উড়াইয়া সরিতেই—ওমর, অলিদের গ্রীবা লক্ষে আঘাত করিলেন। বহুদূর হইতে ওমর আলি এই ঘটনা দেখিয়া নক্ষত্রবেগে অলিদের নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, এজিদ, ওমর, উভয়ে অলিদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে।

ওমর আলি চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন, "এজিদ! এদিকে কেন? মহম্মদ হানিফার দিকে যাও; সেদিনেও দেখিয়াছ। আজিও বলিতেছি, তোমার প্রতি কখনই অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না।—তোমার শোণিতে হানিফার তরবারী রঞ্জিত হইবে। যাও—সেদিকে যাও।—আজ—"

ওমর আলির কথা শেষ না হইতেই, ওমর, অলিদপ্রতি দ্বিতীয় আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এজিদ অলিদের অশ্বকে, বর্ষাদ্বারা আঘাত করিয়া

বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পার করিয়া দিলেন, অশ্ব কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। ওমর এই সুযোগে অলিদের পৃষ্ঠে আঘাত করিলেন, বর্শা ফলক হৃদয় ভেদ করিয়া বক্ষস্থল হইতে রক্তমুখে বহির্গত হইল! অলিদ ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সহিদ হইলেন।

ওমর আলি এজিদকে দেখিয়া একটু দূরে ছিলেন, অলিদের অবস্থা দৃষ্টে অসি সঞ্চালন করিয়া ভীমনাদে ওমরের দিকে আসিয়া প্রথমতঃ ওমরের অশ্বগ্রীবা লক্ষ্যে আঘাত করিতেই রাজীরাজ শিরশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া গেল। বামপার্শ্বে ফিরিয়া দ্বিতীয় আঘাতে এজিদের অশ্বমস্তক মৃত্তিকায় লুটাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে ওমর এখনও সুস্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই, তৃতীয় আঘাতে বৃদ্ধ ওমরকে ধরাশায়ী করিলেন।

এজিদ, ওমরের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি বল্লমহস্তে ওমর আলির দিকে ধাইয়া যাইতেই, ওমর আলি সরিয়া যাইয়া বলিলেন, "এজিদ এদিকে কেন আসিতেছ ? যাও হানিফার অস্ত্রাঘাত সহ্য কর গিয়া। ওমর আলি তোমার শৈন্য বিনাশ করিতে চলিলেন।"

দেখিতে দেখিতে ওমর আলি এজিদের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে সিংহবিক্রমে ঘোর নিনাদে শব্দ হইতেছে "জয় ! জয়নাল আবিদিনের-জয়! জয় মদিনার সিংহাসনের জয়! জয়, নব ভূপতির জয় !"

এজিদ ব্যস্ততা সহকারে চাহিতেই দেখিলেন যে তাঁহার সৈন্যদল মধ্যে, কোন দল, পৃষ্ঠ দেখাইয়া মহাবেগে দৌড়াইতেছে, কোন দল রণে ভঙ্গ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিপক্ষ দলের আঘাতে অজ্ঞান জড় পদার্থের ন্যায় নীরবে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। আর রক্ষার উপায় নাই—কোথায় পতাকা কোথায় বাদিত্র দল, কোথায় ধানুকি, কোথায় অশ্বারোহী, কোথায় অস্ত্র, কোথায় বেশ ভূষা—প্রাণ বাঁচানই মূল কথা। এখন আর আশা নাই—এদিকে প্রহরী দ্বিতীয় অশ্বতরি যোগাইল। এজিদ ঘোড়ায় চড়িয়াই দেখিলেন রাজশিবির লুণ্ঠিত হইয়াছে, বিপক্ষ দল অন্যং শিবির লুণ্ঠন করিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সৈন্যগণ! প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইতেছে। মসহাব কাক্কা, ওমর আলি, আক্কেল আলি,

প্রভৃতি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বর্ষা আঘাতে ধরাশায়ী করিতেছে,—তরবারী আঘাতে শির উড়াইয়া দিতেছে। আবার জয়ধ্বনী, আবার সেই জয়রব। এজিদ সে দিকে চাহিতেই দেখিলেন, অগণিত সৈন্য, সকলের হস্তই উলঙ্গ অসী, মাঝে মাঝে উর্দ্ধদণ্ডে অর্দ্ধচন্দ্র আর পূর্ণতারা সংযুক্ত দিনমহম্মদী নিশান, শুভ্র মেঘের আড়ালে উড়িতে উড়িতে, জয়নাল আবিদিনের বিজয় ঘোষণা প্রকাশ করিতে করিতে, নগরাভিমুখে যাইতেছে। চতুর্দ্দিক সৈন্যে বেষ্টিত। অভ্যন্তরে কি আছে, কে কি প্রকারে যাইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে জয় ঘোষণায়, জয়নালের নাম শুনিয়া, মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, যে নিশ্চয় জয়নাল এই সৈন্য প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া নগরে যাইতেছে— রাজপ্রসাদে যাইতেছে। এখন কোথা যাই। কি করি হতাে চতুষ্পার্শ্বে চাহিতেই, দেখিলেন যে, সেই কালান্তক কাল, এজিদের মহাকাল,—আজরাইল মহম্মদ হানিফ, রক্তমাখা দেহে রক্ত আঁখি ঘুরাইতে ঘুরাইতে "কোথা এজিদ? কৈ এজিদ?" বলিতে বলিতে আসিতেছেন। এজিদ প্রাণভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মহম্মদ হানিফাও এজিদের দ্রুতগতি অশ্বদিকে দুল দুল উঠাইলেন।

উদ্ধার পর্ব্ব

সমাপ্ত।

সমালোচনা।

বিষাদ সিন্ধু—মহরম পর্ব্ব, মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। কলিকাতা হিন্দু মুসলমানে একতা সম্মিলন না হইলে যে এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না, অনেক চিন্তাশীল লোকে একথা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভাষার ঐকতাই জাতীয় বন্ধনের মূল। কেহ কেহ আশা করেন আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একদিন সমস্ত ভারতের ভাষা হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা যখন বাঙ্গালার দুইটী প্রধান জাতির মধ্যে ভাষার একতা দেখিতে পাই না তখন আর ওরূপ দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিতে সাহস পাই না। বাঙ্গালার লোক সংখ্যায় দেখা গিয়াছে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় তুল্য। এই যে তিন কোটী মুসলমান, বাঙ্গালা দেশই ইহাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষা। কিন্তু মুসলমানেরা একথা স্বীকার করেন না। ইহারা যদিও মাতৃভূমি বলিয়া অন্য কোন দেশের উল্লেখ করিতে পারেন না কিন্তু পারসী আরবীই তাঁহাদের মাতৃ ভাষা মনে করেন। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানে কদর্য্য বাঙ্গলায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু শিক্ষিত বঙ্গালি মুসলমান বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা বলিতে বা বাঙ্গালা চর্চ্চা করিতে একান্ত বিরোধী। তাঁহারা অশুদ্ধ উর্দ্দু ছাড়িয়া ভদ্র বাঙ্গালির সহিত ভদ্র বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতে বড়ই অপমান বোধ করেন। ইহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষিত মুসলমান বাঙ্গালা ভাষায় অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন তাঁহাদের মধ্যে, অগ্রগণ্য। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইতি পূর্ব্বে ইহাঁর প্রণীত আরও কয়েক খানি গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি; ইনি যেরূপ বিশুদ্ধ ও সুমধুর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন অনেক শিক্ষিত হিন্দু তেমন লিখিতে পারেন না একজন মুসলমান বাঙ্গালির পক্ষে ইহা সামান্য গৌরব ও প্রশংসার কথা নহে।

বিষাদসিন্ধু বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। আমাদের দুঃখিনীর মাতৃ ভাষা তাঁহার মুসলমান সন্তানের প্রদত্ত বিদেশীয় উপকরণে অথচ স্বদেশীয় ছাঁচে গঠিত এই মনোহর অলঙ্কার খানি অতি যত্নে অঙ্গে ধারণ করিবেন। মীর মশারফহোসেনের লিপিশক্তি অতি মনোহর; তাঁহার লেখার গুণে একবারও মনে হয় নাই যে কোন অপরিচিত বৈদেশীক ঘটনা ও আচার ব্যবহারের কথা পাঠ করিতেছি। যে মহরম পর্ব্ব প্রতি বৎসর দর্শন করি; যাহা আমাদের জাতীয় পর্ব্বরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাস আমরা কেহই সম্যক অবগত নহি। সামান্য মুসলমানের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে উহার প্রকৃত গৌরব ও মর্ম্ম কিছু উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বিষাদসিন্ধু পড়িয়া আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার দূরীভূত হইল। অন্তঃকরণে এক অতি অপূর্ব্ব বিস্ময় পূর্ণ ভবের উদয় হইল। একদিকে হাসেন হোসেনের অসাধারণ ধর্ম্ম বিশ্বাস, মহত্ব ও উদারতা অন্যদিকে এজিদের ক্রুর প্রকৃতি, "নিষ্টুরতা মজ্জাগত বিদ্বেষ ও প্রতি হিংসা এমন অপূর্ব্ব কৌশল চিত্রিত হইয়াছে যে পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আলোড়িত, হৃদয় বিক্ষুব্ধ ও মন হর্ষ বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। ইহার উপসংহার ভাগ এমন করুণারস পূর্ণ যে পাঠ করিয়া কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিবেন না। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ মধুর ও লালিত্য পূর্ণ। যাহারা বিশুদ্ধ ও সুরুচিপূর্ণ বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসেন বিষাদ সিন্ধু তাঁহাদের পক্ষে এক খানি সুপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা ভরসা করি বাঙ্গালি হিন্দু এই পুস্তক পড়িয়া মুসলমানকে ভাই বলিতে শিখিবেন, আর বাঙ্গালি মুসলমান এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষা করিবেন।

সন ১২৯২ সাল ২৩শে জ্যৈষ্ঠ—চারুবার্ত্তা।

বিষাদ-সিন্ধু!!!

মহরম পর্ব্ব।

এই পুস্তকখানি আমরা বহুদিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মীর মশাররফ হোসেন নামক একজন মুসলমান বিরচিত। আমরা গ্রন্থকর্ত্তার নিকট বিশেষ

অপরাধী আছি যে ইহার এত দিন সমালোচনা করি নাই। আমাদের পীড়া ও ব্যস্ততাই তাহার প্রধান কারণ, অতএব আমরা ক্ষমা পাইবার যোগ্য। অপর, না পড়িয়া ভাল মন্দ বলিতে আমরা ইচ্ছা করি না, সুতরাং আমরা ইহা পাঠ করিবার অবকাশের প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমরা কিছুদিন পুর্ব্বে ইহা পাঠ করিয়াছি। বলিতে কি ইহা আমাদিগের চিত্ত এতাধিক আকর্ষণ করে যে দুই দিনের মধ্যেই ২০৪ পৃষ্ঠা যুক্ত এই পুস্তক পাঠ আমরা সমাপ্ত করি। ইহার ঘটনারাশি ইতিহাসমূলক, কিন্তু ঠিক যেন উপন্যাসের ন্যায় আমরা পাঠ করিলাম। ঘটনাগুলি উপন্যাসের ন্যায়, লেখকের চাতুর্য্য ও মিষ্টতা তাহাদিগকে যথার্থই উপন্যাসের বেশ প্রদান করিয়াছে। এ দেশের মুসলমানেরা কেহ যে এরূপ বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে জানেন আমরা পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। এমাম হাসেন হোসেনের ইতিহাস বাস্তবিক বিষাদ সিন্ধু, কিন্তু গ্রন্থ কর্ত্তার হাতে পড়িয়া ইহা বিষাদ মহাসাগর রূপ ধারণ করিয়াছে বলিলে অতুক্তি হয় না। কবি যে চরিত্র গড়েন তাহাতে কল্পনা থাকে সুতরাং তাহা পাঠে লোকের মনে বিস্ময় ভাবাদি সহজে উদয় হইতে পারে; কিন্তু ময়মুনা রূপ রাক্ষসী, জায়েদারূপ ঈর্ষ্যান্বিতা ও বিশ্বাসঘাতিনী, এজিদের ন্যায় স্বার্থপর, আত্মাভিমানী ও ধার্ম্মিক-বিদ্বেষী লোক সকল ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আছে ইহা কি বিস্ময়কর! এমাম হাসেন হোসেনের প্রতি ইহাদের ব্যবহার বাস্তবিক বিষাদ সিন্ধু উথলিত করে। যে হাসেন বৃদ্ধের হস্ত হইতে বর্শাঘাত পাইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, জায়দা বিষ খাওয়াইয়াছেন জানিয়াও তাহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং সে কথা সম্পূর্ণ গোপনে রাখিলেন তাঁহারও এ জগতে ভয়ানক শত্রু হয়! বিষাদ সিন্ধু পুস্তকখানি আদরের বস্তু হইয়াছে। মহরমে কেন যে এত কাল পরেও লোকে বুক চাপড়ায় তাহা ইহা পাঠে অনায়াসে বুঝা যাইবে। যাঁহারা মহরমের বৃত্তান্ত পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করুন। যাঁহারা পবিত্র সত্য উপন্যাস পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারাও ইহা পাঠ করুন। মীর মশার্‌রফ হোসেন যে উপাদেয় সামগ্রী আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমরা যথার্থ অন্তরে নমস্কার করি।

সন ১২৯৩ সাল ১৯ শে বৈশাখ—সুলভ সমাচার।

বিষাদ সিন্ধু ! মীর মশাররফ হোসেন প্রণীত।—প্রায় এক হাজার বৎসর হইতে চলিল, মুসলমানগণ আসিয়া বঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এত দীর্ঘকালেও বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ইতিহাস কাহিনী সম্যক অবগত নহেন ; যা জানেন তা ভাসা ভাসা উপরি উপরি মাত্র। যদি মুসলমানগণ বঙ্গ সাহিত্যের অনুরাগী হইয়া তাঁহাদের ইতিহাসাদি খাঁটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল উক্ত অভাব দূর করিতে পারেন, এমন নহে—এই সূত্রে উভয় জাতির মধ্যে ক্রমে একটা সখ্যতা স্থাপন হইতে পারে। তাই বিষাদ সিন্ধু পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গলা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটী বাঙ্গলা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

লেখক বিষাদ সিন্ধুর দ্বিতীয় ভাগ লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা আগ্রহ সহকারে তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। আশা করি এইরূপে তিনি তাঁহাদের ধর্ম্ম ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা কাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিয়া সেসম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতাদূর করিবেন।

সন ১২৯৩ সাল ফাল্গুন—ভারতী।

"A History of the moharrem in Bengali is a novelty. Probably it is as a labour of Love that Mir Mosherref Hussain has borught a full account of one of the important phases of his national faith within the reach of Bengali readers. The Beshada Shindhoo is published in a cheep form and is interest ing of art from its religious Character." Englishman, May4,1885

Bishad-Sindhu—Or the "Ocean of the Grief," is the title of a book published in Bengali by the "Corinthian" Press. The author is Meer Moosharruf Hossein, an Honoray Magistrate. In this work the author has undertaken to write

a history of the Mohurrum, being nothing more than recital the tragic event of the massacre of Hussein on the plains Kurbala. The sect of Mahomedans known as shiahs still keep up this festival with religious fervour. The main facts are taken from various Persian anu Arabic works and the author has endeavoured to give a faithful and detailed account of the tragedy. The name of the book has been chosen, we persume, to convey an idea of the most intense grief, which is at the same time as "boundless as the ocean," and which the Mahomedans affect to simulate during the Mohurrum festival. The work will no doubt prove of much interest to the Mahomedan community. The Statesman and Friend of Iudia Sunday May 31, 1885.

আমরা শ্রীযুক্ত মীর মশারফ হোসেন প্রণীত "বিষাদ-সিন্ধু (মহরম পর্ব্ব)" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার পাইয়াছি। গ্রন্থখানিতে মহরমের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস অতি সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। মুসলমান-জগতে মহরম, এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার যথাযথ ইতিহাস এক জন মুসলমানের নিকটেই আশা করা যাইতে পারে। হোসেন সাহেব আরবী ও পারসী মূল হইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ভাণ্ডারে এক মূল্যবান পদার্থ প্রদান করিলেন। ইতিহাসটী একখানি সুন্দর উপন্যাস। যেরূপ সুন্দর, সুললিত, হৃদয়গ্রাহী ভাষায় গ্রন্থখানি রচিত, তাহাতে হোসেন সাহেবকে বাহাদুর বলিতে হয়। গুন্তান্তরে আমরা এই বিষাদ-সিন্ধু মন্থন করিয়া মহরমের চমৎকার রহস্য পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

সন ১২৯২ সাল ২৭ শে বৈশাখ—বঙ্গবাসী।

বিষাদ-সিন্ধু (মহরম পর্ব্ব,) প্রথম ভাগ, মীর মশারফ হোসেন প্রণীত। মহরমের মূল ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ ইহা তত যত্নের সহিত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই;

কিন্তু ইহার কিয়দংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া আর ইহা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমরা সমুদয় পুস্তক খানি বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। মুসলমান কর্তৃক লিখিত বাঙ্গালায় এরূপ রচনা-চাতুর্য্য আমরা কখনও দৃষ্টি করি নাই। ইহার ভাষা এত সুশ্রাব্য ও উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আমরা গ্রন্থকারকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। "বিষাদ-সিন্ধু" যে কেহ পাঠ করিবেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ কাল মুসলমান ভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা [illegible] সুখী হইয়াছি। মীর মশার্‌রফ হোসেন সাহেবের এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে তাঁহাকে নূতন ব্রতী বলিয়া বোধ হয় না; বাস্তবিক তিনি যে একজন সুলেখক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ইচ্ছা সমুদয় গ্রন্থখানি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিই, কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহা পারিলাম না। আমরা ভরসা করি, গ্রন্থকার তাঁহার খনি হইতে আরও অধিক রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

সন ১২৯১ সাল, ৬ই জ্যৈষ্ঠ—সময়।

বিষাদ-সিন্ধু। ২য় পর্ব্ব। কুষ্টিয়া লাহিনী পাড়া নিবাসী মীরমশার্‌রফ হোসেন প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। গ্রন্থকর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন "আজীজন্ নাহার" সম্বাদ পত্রে সম্বাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া, বিষাদ সিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটী স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে পাঠ কালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাঁহারা মুসলমান দিগের মহরম পর্ব্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি, তাঁহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথ পূর্ণ হইবে। মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ যে

আমরা বিশেষ মনঃসংযোগে মীর মসাররফ হোসেন সাহেব প্র...
বিষাদ-সিন্ধু পাঠ করিলাম। গ্রন্থকর্ত্তা নবীন লেখক নহেন। ইনি বঙ্গ সাহিত্য
...ভূমে কখন কৃষ্ণের মোহন বাঁশরী, কখন ইন্দ্রের বজ্র, কখন নবপ্রস্ফুটিত
...মল গুচ্ছ লইয়া, কত ক্রীড়া করিয়াছেন। আজ ইঁহার কান্তি অন্যরূপ,
...শ অন্যরূপ, ভাব অন্যরূপ,—বদনে সে হাসি নাই, শরীরে সে আভা নাই—
...বাঙ্গ বিষাদ নিলীমা বরণে রঞ্জিত। গ্রন্থকার "তুমি আমার একমাত্র
পুত্র" বলিয়া আরম্ভ করিয়া পরিশেষে হায়! হোসেন হায়! হোসেন
...র বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে যবনিকা পতন করিয়া নিজেও কাঁদি-
...ছেন জগৎকেও কাঁদাইয়াছেন। বিখ্যাত মহরমের ঘটনা অবলম্বন করিয়া
...ষাদ-সিন্ধু রচিত হইয়াছে। মহাত্মা হাসেন হোসেন কিরূপে এজিদের
...কৌশলে পতিত হইয়া প্রাণ হারা, শেষে সর্ব্বহারা হইয়া একবিন্দু জলের
...জ আবাল বৃদ্ধ হাহাকার রবে মহাপ্রান্তর কারবালায় জীবন বিসর্জ্জন
...রিলেন, সেই সকল শোকাবহ লোমহর্ষণ ঘটনায় বিষাদ-সিন্ধু মহরম পর্ব্ব
...য়া অভিহিত হইয়াছে।

গ্রন্থকর্ত্তা জয়নাবের রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখনী কেমন ঈষৎ
...ক্রভাবে ধারণ করিয়া এজিদের মস্তক অবিশ্রান্ত দুলাইয়াছেন, নিজেও
দুলিয়াছেন পাঠককেও দুলাইতেছেন। কবি বলিয়াছেন "সামান্য অলঙ্কার
যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছিলেন সেই দোলায় তাঁহার মস্তক